শ্রীমদ্ভগবদগীতা

অতুলচন্দ্র সেন

ষোড়শ অধ্যায়

॥ দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩

অন্বয়ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) ভারত (হে অর্জুন) অভয়ম্ (ভয়ের অভাব) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তের পবিত্রতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে একান্ত নিষ্ঠা) দানং দমশ্চ (দান এবং ইন্দ্রিয়সংযম) যজ্ঞঃ চ (এবং যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠ) তপঃ (তপস্যা) আর্জবম্ (সরলতা) অহিংসা (অহিংসা) সত্যম্ (সত্য) অক্রোধঃ (ক্রোধশূন্যতা) ত্যাগঃ শান্তিঃ (ত্যাগ ও শান্তি) অপৈশুনম্ (পরনিন্দা বর্জন) ভূতেষু দয়া (জীবে দয়া) অলোলুপ্ত্বম্ (লোভশূন্যতা) মার্দবম্ (মৃদুতা) হ্রীঃ (কুকর্মে লজ্জা) অচাপলম্ (অচাঞ্চল্য) তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ (শৌর্য, ক্ষমা, ধৈর্য ও শৌচ) অদ্রোহঃ (অবিরোধ) নাতিমানিতা (অতিমানের অভাব) [ইহারা] দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য (দৈবী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে)।

শব্দার্থ ঃ সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—সত্ত্বের [চিত্তের] সংশুদ্ধি [সুপ্রসন্নতা], চিত্তের পবিত্রতা; অসত্যাদি ত্যাগদ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধভাবে ব্যবহার; পরবঞ্চন, মায়া [ছদ্মভাব] ও অসত্যভাষণ পরিত্যাগ (শ)। জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ—জ্ঞান [শাস্ত্রাচার্য মুখে আত্মাদি পদার্থের বোধ] এবং যোগ [ইন্দ্রিয়াদির উপসংহার ও একাগ্রতা দ্বারা অবগত বিষয়ের স্বাত্মসংবেদ্যতাপাদন] তাহাতে [জ্ঞান ও যোগে] ব্যবস্থিতি [ব্যবস্থান, সর্বদা তন্নিষ্ঠতা] (শ); জ্ঞানযোগে [আত্মজ্ঞানোপায়ে] ব্যবস্থিতি পরিনিষ্ঠা] (শ্রী)। দৈবীম্—দেবযোগ্যা সাত্ত্বিকী (শ্রী); শুদ্ধসত্ত্বময়ী (ম)। সম্পদম্—বাসনাসন্ততি (ম)। অভিজাতস্য—শরীরারম্ভকালে পুণ্যকর্মসমূহ দ্বারা অভিব্যক্তি-মুখে জাত পুরুষের (ম)। ভবন্তি—নিষ্পন্ন হয় (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, যাঁহারা দৈবী সম্পদ লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা কিছুতেই ভীত হন না, তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ এবং পবিত্র, তাঁহারা সর্বদা আত্মজ্ঞান ও নিষ্কাম কর্মযোগে নিষ্ঠাবান ও তৎপর এবং সৎপাত্রে দানশীল। তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সংযত, তাঁহারা শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত যজ্ঞসকল সম্পাদন করেন, বেদাধ্যয়ন এবং তপশ্চর্যায় রত থাকেন। তাঁহাদের চিত্ত সরল, তাঁহারা সর্বদা

সত্য ব্যবহার করেন, কখনও ক্রোধ প্রকাশ করেন না। তাঁহারা ত্যাগী এবং শান্তচিত্ত। তাঁহারা একের দোষ অন্যের নিকট প্রকাশ করেন না, সর্বভূতে দয়া দেখান, কাহারও সম্পত্তি লাভের চেষ্টা করেন না। তাঁহাদের স্বভাব মৃদু, অকার্যে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করেন এবং সর্বদা স্থির অচঞ্চল থাকেন। তাঁহারা ধৈর্যশীল, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শুচিসম্পন্ন। তাঁহারা কাহাকেও হিংসা করেন না এবং নিজে বড় বলিয়া অভিমান প্রকাশ করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ (১ম—৩য় শ্লোক)—মনুষ্য-সমাজকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—দৈবী ও আসুরী। দৈবী সম্পদের অভিমুখে জাত লোকদের লক্ষণ ও প্রকৃতি এই শ্লোক কয়টিতে বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন। রজস্তমোগুণ নিরস্ত হওয়াতে ইঁহারা ক্রমশ শুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবশেষে গুণাতীতের অবস্থা লাভ করেন। ইঁহাদের মন ও বুদ্ধির গতি ঊর্ধ্বাভিমুখী। সত্ত্বগুণের পরিপাকে ইঁহারা প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আসুরিক সম্পদের অভিমুখে জাত। পরবর্তী শ্লোকে আসুরিক প্রকৃতির লোকের লক্ষণগুলি আলোচিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোকের লক্ষণ ও প্রকৃতি, উহাদের মনোভাব ও জীবনের গতি জীবন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমেই দৈবী সম্পদের অধিকারিগণের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, যথা ঃ

অভয়ম্—ভয়ের অভাব। অজ্ঞান হইতেই মানুষের ভয় জন্মে। অজ্ঞানী মানুষ দেহে আত্মাভিমান করিয়া দেহের কাল্পনিক দুঃখকষ্টের আশঙ্কায় ভীত হয়। তাহার সর্বদাই ভয়—এই আমার দৈহিক দুঃখ হইল, এই আমার সুখের ব্যাঘাত হইল, এই আমার প্রিয় বস্তুর বিয়োগ হইল। কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ জানেন যে দেহ আত্মা নহে; আত্মা অজ, অবিনাশী। অতএব দেহের দুঃখে তিনি শঙ্কিত হন না, এমন কি দেহের বিনাশ হইলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না। পরন্তু দৈহিক দুঃখকষ্টে অবিচলিত থাকিয়া ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া নির্ভীকভাবে তিনি আপনার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন।

সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—চিত্তের নির্মলতা ও সুপ্রসন্নতা। চিত্ত হইতে রাগদ্বেষ, বাসনাকামনা দূরীভূত হইলেই উহা নির্মল হয়। তখন ভগবদ্ জ্ঞানলাভের যোগ্যতা জন্মে।

জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ—জ্ঞান ও যোগে একান্ত নিষ্ঠা। আত্মজ্ঞানলাভের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং তদুদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠানে দৃঢ়তা।

দানম্—অর্জিত অর্থ অথবা প্রাপ্ত অন্ন সমস্ত নিজের ভোগার্থ ব্যবহার না করিয়া অপরের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়াই দান। দান সর্বদাই ত্যাগমূলক। ত্যাগের ভাব না থাকিলে কেহ দান করিতে পারে না। এই কারণে চিত্তের বিশুদ্ধিসাধনের পক্ষে ত্যাগমূলক দানপ্রবৃত্তি বিশেষ উপযোগী।

দমঃ—চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাণিপাদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের সংযমের নাম দম। ইন্দ্রিয়সকল স্বভাবতই উহাদের অনুকূল বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে। এই আসক্তি দূর করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখাই দম।

যজ্ঞঃ—শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান। যজ্ঞ দুই প্রকার—বৈদিক ও স্মার্ত। প্রাচীন কালে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান বৈদিক ধর্মের অঙ্গ ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে স্মার্ত পঞ্চযজ্ঞাদির ব্যবস্থা ছিল। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন যজ্ঞদ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়।

স্বাধ্যায়ঃ—নিয়মপূর্বক বেদের অধ্যয়ন। বেদাধ্যয়ন পূর্বে প্রত্যেক দ্বিজের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

তপঃ—তপস্যা তিন প্রকার: কায়িক, বাচিক ও মানসিক। এই সকল তপস্যার বিষয় সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আর্জবম্—ঋজুতা, সরলতার, হৃদয়ের ভাব গোপন না করা। মনে কোনও ভাবের উদয় হইলে বাহিরে তাহা অন্যরূপ দেখান, অথবা হৃদয়ের ভাব গোপন রাখিয়া কোন দুষ্ট অভিসন্ধির পোষণ—ইহাই বক্রতা বা কুটিলতা। এই বক্রতার অভাবই ঋজুতা বা আর্জব। ইহা বালোচিত ভাব এবং এই ভাব না থাকিলে কেহ ভগবানের সম্মুখীন হইতে পারে না।

অহিংসা—কোন প্রাণীকে পীড়া না দেওয়া। দৈবী প্রকৃতির লোকেরা বিদ্বেষের বশে কোন প্রাণীরই পীড়া উৎপাদন করেন না। চিত্তের এই অহিংস ভাব আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

সত্যম্—সত্য ব্যবহার, সত্যভাষণ, সত্যনিষ্ঠা দৈবী প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। যে সত্যকে ধরিয়া থাকিতে এবং অসত্যকে বর্জন করিতে পারে না তাহার পক্ষে উন্নত জীবন লাভের চেষ্টা বৃথা।

অক্রোধঃ—অপর কর্তৃক তাড়িত বা উৎপীড়িত হইলেও তাহার প্রতি ক্রোধ বা প্রতিহিংসার ভাব পোষণ না করা।

ত্যাগঃ—ত্যাগের অর্থ স্বার্থত্যাগ, কামনাবাসনার ত্যাগ। যিনি চিত্ত হইতে ভোগাকাঙ্ক্ষা দূর করিয়াছেন তিনিই ত্যাগী।

শান্তিঃ—মানসিক চাঞ্চল্যের উপশম। মানুষের কামনা এবং শোক-দুঃখাদিই মনের অশান্তি ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু সাত্ত্বিক-প্রকৃতির লোকদের চিত্ত সর্বদা শান্ত থাকে, কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তিদ্বারা উহা বিকৃত হয় না।

অপৈশুনম্—কাহারও অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা বা দোষকীর্তনের নাম পৈশুন। পৈশুনের অভাব অপৈশুন। যাহাদের চিত্ত হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য পরশ্রী-কাতরতায় পূর্ণ, অথচ যাহারা ভীরু কাপুরুষ তাহারাই অপরের দোষ তাহার অসাক্ষাতে প্রচার করিয়া বেড়ায়, সাক্ষাতে বলিতে সাহস পায় না। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা এরূপ পরনিন্দাকে ঘৃণা করেন।

ভূতেষু দয়া—দুঃখিতের দুঃখমোচন, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, রুগ্নের চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিধান, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান প্রভৃতি দয়ার কার্য। দৈবপ্রকৃতিসম্পন্ন লোকেরা সর্বভূতে সমভাবে এই দয়া প্রদর্শন করেন।

অলোলুপ্ত্বম্—ভোগ্যবস্তুর ভোগের নিমিত্ত লুব্ধ না হওয়া অথবা লোভবশত পরদ্রব্যাপহরণ বা অপরকে শোষণ না করা। যাহাদের চিত্তে ভোগের আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল তাহারাই সাধারণত লোলুপ হইয়া থাকে। কিন্তু দৈবী প্রকৃতির লোকদের মধ্যে এই লোলুপতা দৃষ্ট হয় না।

মার্দবম্—মৃদুতা, অমায়িক ভাব। ইহাদ্বারা কাহারও প্রতি রুক্ষ ভাষা প্রয়োগ কি রুক্ষ ব্যবহার না করা বোঝায়।

হ্রীঃ—অন্যায়, অসঙ্গত কার্যসম্পাদনে লজ্জাবোধ।

অচাপলম্—বিনা প্রয়োজনে অধিক কথা বলা বা হস্তপদাদি সঞ্চালন করার নাম চাপল। চাপলের অভাব অচাপল।

তেজঃ—অন্যের নিকট পরাভব স্বীকার না করাই তেজ। শারীরিক ও মানসিক ভেদে ইহা দ্বিবিধ। মানসিক তেজকে নৈতিক সাহসও বলা হয়। অত্যাচার

ও অবিচার নীরবে সহ্য না করা, কোনও স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীর নিকট নত না হওয়া, অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টাই তেজের লক্ষণ।

ক্ষমা—সামর্থ্য সত্ত্বেও প্রতিহিংসার বশে অপকারের প্রতিশোধ না লওয়ার নাম ক্ষমা।

ধৃতিঃ—যে শক্তি মানুষের দেহেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে অবসন্ন হইতে দেয় না, যে শক্তির বলে মানুষ ঘোর বিপদেও ধৈর্যহীন হয় না, গভীর শোকদুঃখেও অবসন্ন হইয়া পড়ে না তাহাই ধৃতি।

শৌচম্—শৌচ দ্বিবিধ। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা দেহের প্রক্ষালন বাহ্য শৌচ এবং মনোবুদ্ধির নির্মলতা আভ্যন্তর শৌচ।

অদ্রোহঃ—অপরের হিংসার্থ অস্ত্রাদি গ্রহণের নাম দ্রোহ। উহার অভাব অদ্রোহ। কাহারও সহিত বিরোধ না করাকে অদ্রোহ বলে।

নাতিমানিতা—'আমি অতিশয় পূজ্য, আমি শ্রেষ্ঠ' ইত্যাকার অভিমান পোষণই অতিমানিতা। ইহার অভাব নাতিমানিতা।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ চ (দম্ভ, দর্প ও অভিমান) ক্রোধঃ পারুষ্যম্ এব চ (ক্রোধ এবং কঠোরতা) অজ্ঞানং চ (এবং অজ্ঞান) আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য (এই সকল দোষ আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে]।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাহারা আসুরী প্রকৃতি বা বিভূতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহারা সর্বত্র নিজেকে ধার্মিক বলিয়া প্রচার করে, ধন বিদ্যাদি লাভে মত্ত হইয়া উঠে, নিজেকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে, সর্বদা ক্রোধপরায়ণ হয় এবং অপরের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্য হিতাহিতবোধ থাকে না।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ব কয়েক শ্লোকে দৈবী সম্পদের বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে আসুরী সম্পদের কথা বলা হইয়াছে, যথাঃ

দম্ভঃ—'আমি ধার্মিক, আমি পুণ্যবান, আমি দাতা': এই প্রকারের খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিবিধ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানই দম্ভের পরিচায়ক। আসুর প্রকৃতির লোকেরা ধর্মলাভ বা পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে কোনও ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করে না, কিন্তু কেবল নিজেদের ধর্মনিষ্ঠা ও ঐশ্বর্যের পরিচয় দেওয়ার নিমিত্ত খুব বাহ্যিক ঘটা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে—ইহাই দম্ভ।

দর্পঃ—'আমার এত অর্থ, এত সম্পদ, আমার এত শক্তি, এত প্রভাব, আমার অধীনে এত লোক'—এই প্রকারের গর্বানুভব এবং বাহিরে তাহার প্রকাশের নাম দর্প।

অভিমানঃ—'আমি সকলের পূজ্য, সকলে আমার সম্মান করুক': এইপ্রকার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া অপরের নিকট হইতে সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা।

ক্রোধঃ—কেহ কোন অনিষ্ট করিলে অথবা স্বীয় কামনাবাসনা পরিতৃপ্তির বাধাত হইলে মনে যে জ্বলনাত্মক বৃত্তির উদয় হয় তাহাই ক্রোধ। চিত্তে ক্রোধ

জন্মিলে ক্রোধান্ধ ব্যক্তি অনেক স্থলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কুকর্মের অনুষ্ঠান করে।

পারুষ্যম্—লোকের প্রতি রূক্ষ ব্যবহার এবং রূক্ষ বাক্য প্রয়োগ। গর্বিত লোকেরা অপরের সহিত নম্র বিনীত ব্যবহার করিতে পারে না। তাহাদের বাক্যে ও আচরণে এমন একটা রূক্ষতা থাকে যাহা অপরের হৃদয়ের পীড়াদায়ক হয়।

আসুরীং সম্পদম্—অসুরদিগের বিভূতি, রজস্তমোময়ী অশুভ বাসনা।

অজ্ঞানম্—কর্তব্যবোধের অভাব, বিবেকহীনতা।

উপরোক্ত দোষগুলি আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তিদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। উহাদের রজঃপ্রধান প্রকৃতি হইতেই এইসকল দোষের উদ্ভব হইয়া থাকে।

[illegible] সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫

অন্বয়ঃ দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় (দৈবী সম্পদ মোক্ষের নিমিত্ত অর্থাৎ মোক্ষের অনুকূল) আসুরী নিবন্ধায় মতা (আসুরী সম্পদ বন্ধনের নিমিত্ত হয়) পাণ্ডব (হে পাণ্ডব) মা শুচঃ (শোক করিও না) দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি (তুমি দৈবী সম্পদের অভিমুখে জন্মিয়াছ)।

শব্দার্থ ঃ বিমোক্ষায়—সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্তির নিমিত্ত (শ)। নিবন্ধায়—সংসারবন্ধনহেতু (ম); অধোগতি প্রাপ্তির হেতু (রা)।

শ্লোকার্থ ঃ দৈবী সম্পদ সকল লোককে মোক্ষলাভের যোগ্য করে অর্থাৎ দৈবী সম্পদের অধিকারিগণই মোক্ষলাভের যোগ্য, পক্ষান্তরে আসুরী সম্পদের অধিকারিগণ এই সংসারে আবদ্ধ হয়। কিন্তু হে অর্জুন, এইজন্য তোমার শোক করিবার কারণ নাই, কেননা তুমি দৈবী সম্পদের অধিকারী হইয়াই জন্মিয়াছ, অতএব তোমার মোক্ষলাভ নিশ্চিত।

ব্যাখ্যা ঃ দৈবী সম্পদ তাহার অধিকারীকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। কারণ এই প্রকার সম্পদ যাঁহার আছে তিনি সত্য, তপস্যা, অহিংসা প্রভৃতি দ্বারা ক্রমশ আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। ত্যাগ ও তপস্যা তাঁহার চিত্তকে নির্মল করে এবং সত্ত্বশুদ্ধি ও জ্ঞানযোগে ব্যবস্থিতি দ্বারা পুরুষ ক্রমশ আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হন এবং অবশেষে সংসারের বন্ধন হইহে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করেন। পক্ষান্তরে আসুরপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোকদের চিত্ত, দম্ভ, দর্প, অজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কামনা দ্বারা মলিন থাকাতে তাহারা আত্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ হইয়া সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

দৈবী ও আসুরী সম্পদের বর্ণনা শুনিয়া পাছে অর্জুন আপনাকে মোক্ষলাভের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করেন এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তোমার মোক্ষলাভ বিষয়ে সন্দেহের কোনও হেতু নাই; তুমি দৈবী সম্পদের অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছ। সুতরাং ভগবদ্ভক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করিতে পারিবে।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) দৈবঃ আসুরঃ এব চ

(দৈব এবং আসুর) দ্বৌ ভূতসর্গৌ (ভূতগণের এই দুই প্রকার সৃষ্টি আছে) দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ (দৈবী সৃষ্টি বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে) আসুরং মে শৃণু (আসুর সৃষ্টি আমার নিকট শুন)।

শব্দার্থ ঃ ভূতসর্গৌ—ভূতদিগের [প্রাণিগণের] সর্গ [সৃষ্টি]; প্রাণিগণের প্রকৃতি। অস্মিন্ লোকে—সমস্ত সংসারমার্গে (ম)। আসুরম্—অসুরপ্রকৃতির ভূতবর্গ (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, এই পৃথিবীতে দুই প্রকার মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম প্রকার দৈবী প্রকৃতির ও দ্বিতীয় আসুরী প্রকৃতির লোক। দৈবী প্রকৃতির মানুষের কথা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি, এক্ষণে আসুরী প্রকৃতির লোকের কথা শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা ঃ এই সংসারে মানুষের সৃষ্টি দুই প্রকার অর্থাৎ দুই প্রকার প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানুষ সৃষ্ট হইয়া থাকে। এক প্রকার দেবতাদের প্রকৃতিবিশিষ্ট, অপর প্রকার আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন; এক প্রকার ঈশ্বরপরায়ণ, অপর প্রকার ঈশ্বরবিমুখ। দৈবপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোকদের লক্ষণ বিস্তারিতভাবে নানা স্থানে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণে, চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণে এবং এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে এই সকল লক্ষণ বিস্তারিত বলা হইয়াছে। এখন আসুরী প্রকৃতির লক্ষণ বলা হইবে।

দৈবী প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধানা, আসুরী প্রকৃতি রজস্তমঃপ্রধানা। কিন্তু তম অপেক্ষা রজোগুণের আধিক্যহেতু আসুরী প্রকৃতির লোকেরা বলদর্পান্বিত।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭

অন্বয়ঃ আসুরাঃ জনাঃ (আসুর প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ) প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিং চ (ধর্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম হইতে নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (কিছুই জানে না) তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং ন চ আচারঃ ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে (কি শৌচ, কি আচার, কি সত্য কিছুই বিদ্যমান নাই)।

শব্দার্থ ঃ প্রবৃত্তিম্—পুরুষার্থসাধন কর্তব্যে প্রবৃত্তি (শ); ধর্মে প্রবৃত্তি (শ্রী); ধর্মপ্রতিপাদক বিধিবাক্য (ম)। নিবৃত্তিম্—অধর্ম হইতে নিবৃত্তি (শ্রী); ধর্ম-প্রতিপাদক নিষেধবাক্য (ম)। সত্যম্—প্রিয়-হিত-যথার্থ ভাষণ (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ আসুরপ্রকৃতির লোকেরা ধর্মে প্রবৃত্তি জানে না অর্থাৎ সৎ ও কর্তব্য কার্যে তাহাদের প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম হইতে নিবৃত্তি জানে না অর্থাৎ অকর্তব্য কর্ম হইতেও তাহারা নিবৃত্ত হয় না। তাহাদের বাহ্য, কি আভ্যন্তরীণ কোনরূপ পবিত্রতা নাই, তাহারা সদাচারের অনুষ্ঠান করে না এবং সত্য ভাষণ, সত্য ব্যবহার তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না।

ব্যাখ্যা ঃ এই আসুরপ্রকৃতির লোকেরা ধর্মে প্রবৃত্তি জানে না অর্থাৎ তাহাদের কখনও ধর্মবিহিত কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে না; কি উপায়ে ধর্মপ্রবৃত্তি জন্মে তাহাও জানে না। অধর্ম হইতেও তাহাদের নিবৃত্তি নাই এবং কি উপায়ে অধর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় তাহাও জানে না। ধর্মাধর্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রসকল তাহাদের অজ্ঞাত। লোকসমাজে যে সকল ধর্মনীতি প্রচলিত আছে তাহাও তাহারা গ্রাহ্য করে

করে না। নিরন্তর অসদনুষ্ঠানে নিরত থাকাতে ইহাদের বিবেকবুদ্ধি ম্লান হইয়া যায় এবং চিত্তের কামনা দ্বারা চালিত হইয়া ইহারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। ইহাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা, সদাচার এবং সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি কোন সদ্‌গুণ দৃষ্ট হয় না।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌ ॥ ৮

অন্বয় ঃ তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্‌ (অসত্য) অপ্রতিষ্ঠম্‌ (প্রতিষ্ঠা-বিহীন) অনীশ্বরম্‌ (নিরীশ্বর) অপরস্পরসম্ভূতম্‌ (পরস্পর সংযোগজাত) কিম্‌ অন্যৎ (অন্যকারণবিহীন) [কেবল] কামহৈতুকম্‌ (কামপ্রবৃত্তি হইতে জাত) আহুঃ (বলে)।

শব্দার্থ ঃ অসত্যম্‌—যাহাতে সত্য [বেদ পুরাণাদি প্রমাণ] নাই (শ্রী); সত্যবর্জিত (নী)। অপ্রতিষ্ঠম্‌—যাহার ধর্মাধর্মরূপ প্রতিষ্ঠা [ব্যবস্থাহেতু] নাই (শ্রী)। অনীশ্বরম্‌—ঈশ্বর [শুভাশুভ কর্মের ফলদাতা ও নিয়ন্তা] নাই যাহার তদ্রূপ (ম)। অপরস্পরসম্ভূতম্‌—কামপ্রযুক্ত স্ত্রীপুরুষের অন্যোন্যসংযোগ হইতে সমস্ত জগৎ সম্ভূত (শ)। কিম্‌ অন্যৎ কামহৈতুকম্‌—কামাতিরিক্ত কারণ-শূন্য (ম); কামহেতু ব্যতীত ধর্মাধর্মাদি অন্য কোনও অদৃষ্ট কারণান্তর নাই (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ এই আসুরস্বভাব লোকেরা বলে যে এই জগতে সৎপদার্থ কিছু নাই অথবা ইহাতে কোনও সত্য ব্যবহারও নাই ; ইহাতে ধর্মাধর্ম রূপ কোনও ব্যবস্থা নাই, জগতের নিয়ন্তা বা জীবগণের কর্মফলদাতা কোন ঈশ্বরও নাই। প্রাণিগণ ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট নহে, উহারা স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ হইতে জাত। কামপ্রবৃত্তিই জীবগণের মূল কারণ, উহার অন্য কোনও কারণ নাই।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক দুরাচারগণের বর্ণনা করা হইয়াছে। উপরোক্ত আসুরপ্রকৃতির লোকেরা মনে করে যে এ-জগতের মূলে কোনও সত্য নিহিত নাই, ইহা ভগবানের সৃষ্ট নহে বা কোনও সত্য সনাতন ভিত্তির উপরও ইহা প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা কেবলই কতকগুলি আকস্মিক ঘটনাচক্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইহার বাস্তব সত্তা কিছু নাই। লোকসমাজও কোন সত্য সনাতন নীতি দ্বারা চালিত হয় না। কামনাবাসনার বশেই লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। স্বীয় সুখের জন্যই প্রত্যেক ব্যক্তি চেষ্টা করে, স্বার্থপরতাই মানুষের কর্মের নীতি। এই জগতের স্রষ্টা বা নিয়ন্তা কোনও ঈশ্বর নাই। জড় পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস হইতেছে। জীবের সৃষ্টিও ঈশ্বরকৃত নহে। স্ত্রীপুরুষের কামজ সংযোগ হইতেই জীবকুলের সৃষ্টি। এই কামচেষ্টা ব্যতীত জীবসৃষ্টির আর কোন কারণ থাকিতে পারে না।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯

অন্বয় ঃ এতাং দৃষ্টিম্‌ অবষ্টভ্য (এই নিরীশ্বরবাদীদিগের দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (নষ্টমতি) অল্পবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি) উগ্রকর্মাণঃ (উগ্রকর্মা) অহিতাঃ (অহিতকারী ব্যক্তিগণ) জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি (জগতের ক্ষয়ের জন্য জন্মায়)।

শব্দার্থ ঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ—যাহারা কেবল দৃষ্ট প্রত্যক্ষ বস্তুই বোঝে (শ্রী)। এতাং দৃষ্টিম্‌—প্রাগুক্ত লোকায়তিকদিগের দর্শন (শ্রী)। অবষ্টভ্য—আশ্রয় করিয়া (শ); নষ্টাত্মানঃ—নষ্টস্বভাব (শ); যাহাদের পরলোকসাধন ভ্রষ্ট হইয়াছে (ম); উগ্রকর্মাণঃ—ক্রূরকর্মা, হিংসাত্মক (শ); হিংস্র (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ পূর্বোক্ত নিরীশ্বরবাদিগণের দৃষ্টি বা মত আশ্রয় করিয়া অল্পবুদ্ধি ক্রূরকর্মা ব্যক্তিগণ জগতের শত্রুরূপে উহার বিনাশসাধনের নিমিত্তই জন্মিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত হইয়াছে এই প্রকার মত অবলম্বন করিয়া অথবা এই প্রকার দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিয়া অল্পবুদ্ধি বিকৃতচিত্ত আসুরপ্রকৃতির লোকেরা জগতের শত্রু হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহাদের হিংসামূলক কর্মদ্বারা জগৎকে ক্ষয়ের পথে, ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।

এই মত যাহারা পোষণ করে, এই দৃষ্টিতে যাহারা জগৎকে দেখে তাহারা যে ক্রূরকর্মা, স্বেচ্ছাচারী, উৎপীড়ক হইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। কারণ ইহারা মনে করে, পাপপুণ্যের কোনও ভেদ নাই ; শাস্ত্রপ্রণয়ন, ধর্মনীতির প্রবর্তন প্রভৃতি ধূর্ত ধর্মপ্রচারকদের কাজ। মৃত্যুর পর সমস্তই ধ্বংস হইবে ; পরলোক বলিয়া কিছুই নাই ; পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার কথার কথা মাত্র। যে প্রকারেই হউক ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা ও কামনাপরিতৃপ্তিই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। কাজেই ইহারা স্বার্থসাধন এবং স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের নিমিত্ত অপরের উৎপীড়ন করিয়া নরহত্যা, পরস্বলুণ্ঠন প্রভৃতি দুষ্কার্য দ্বারা জগতের ক্ষয়সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদ্‌ গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্‌ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০

অন্বয় ঃ দুষ্পূরং কামম্‌ আশ্রিত্য (দুষ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় করিয়া) দম্ভ-মানমদান্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও অহঙ্কার পরবশ হইয়া) মোহাৎ অসদ্‌গ্রাহান্‌ গৃহীত্বা (মোহবশত অসৎ অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া) অশুচিব্রতাঃ প্রবর্তন্তে (অশুচিব্রত হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়)।

শব্দার্থ ঃ কামম্‌—ইচ্ছাবিশেষ (শ); সেই সেই দৃষ্ট বিষয়ে অভিলাষ (ম) বিষয়তৃষ্ণা (ব)। দুষ্পূরম্‌—যাহা পূরণ করা দুঃসাধ্য (শ)। অসদ্‌গ্রাহান্‌—অশুভ নিশ্চয়সকল (শ); এই মন্ত্র দ্বারা দেবতাদের আরাধনা করিয়া ধন, মান, কামিনী লাভ করিব ঃ এই প্রকার দুষ্ট সংকল্প (ম)। অশুচিব্রতাঃ—অশুচি [অপবিত্র, মদ্যমাংসাদি-বিষয়ক] ব্রত যাহাদের, অশাস্ত্রবিহিত ব্রতযুক্ত (রা); শ্মশাননিষেবন (শ্রী) ও মদ্যমাংসাদিসাপেক্ষ ব্রত যাহাদের (ব)। প্রবর্তন্তে—ক্ষুদ্র দেবতাদির আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ যাহা সহজে পূরণ হইবার নহে এই প্রকার কামনাবাসনা আশ্রয় করিয়া, দম্ভ, অভিমান ও গর্বে মত্ত হইয়া, মোহবশত বিবিধ অসৎ সংকল্প গ্রহণ করিয়া এবং অশুচিব্রত অবলম্বনপূর্বক ইহারা অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত আসুরপ্রকৃতির লোকদের লোভ, আকাঙ্ক্ষা এতই অধিক যে তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে, যতই আহুতি দেওয়া যায় ততই উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হয়। ইহারা বাহিরে আপনাদিগকে ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়, পূজার অযোগ্য হইলেও পূজার দাবী করে, অহংকারে মত্ত হইয়া অপরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে একটুকুও দ্বিধা বোধ করে না। মোহবশত ইহারা নানাবিধ অশুচি ও অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া নিজেদের জঘন্য প্রবৃত্তির চরিতার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কদর্য ভোগ, মদ্যপান, উচ্ছিষ্টভোজন, শ্মশানগমন প্রভৃতি জঘন্য অশুচি অপবিত্র কর্মকেই ইহারা ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া উহাদের অনুষ্ঠানে রত হয়।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

অন্বয় ঃ প্রলয়ান্তাম্ (মৃত্যুকাল পর্যন্ত বর্তমান) অপরিমেয়াম্ (অপরিমেয়) চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ (চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া) কামোপভোগপরমাঃ (কামসকলের উপভোগপরায়ণ) এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (ইহাই সকল এরূপ স্থির নিশ্চয়বান) [অতএব] আশাপাশৈঃ শতৈঃ বদ্ধাঃ (শত শত আশারূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ) কামক্রোধ-পরায়ণাঃ (কাম ও ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিগণ) কামভোগার্থং (বিষয়ভোগের নিমিত্ত) অন্যায়েন (অন্যায় কার্য দ্বারা) অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে (অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করে)।

শব্দার্থ ঃ অপরিমেয়াম্—যাহার পরিমাণ করা যায় না (শ)। প্রলয়ান্তাম্—প্রলয় [মরণ] অন্ত [শেষ] যাহার ; মরণ পর্যন্ত (শ); যাবজ্জীবন অনুবর্তমান (ম)। কামোপভোগপরমাঃ—কাম্যবস্তুর উপভোগই পরম পুরুষার্থ যাহাদের (শ)। এতাবৎ নিশ্চিতাঃ—ঐহিক দৃষ্ট কাম্যবস্তুর ভোগই পরম পুরুষার্থ ; এই শরীর-বিয়োগে কোনও ভোগ্য সুখ নাই ; এই প্রকার নিশ্চয়কারিগণ (ম)। আশাপাশ-শতৈঃ—শতশত আশারূপ রজ্জু দ্বারা (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ যাবজ্জীবন (মৃত্যুকাল পর্যন্ত) ইহারা অপরিমেয় বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত এবং সর্বদা কাম্যবস্তুর উপভোগেই নিরত থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকলই সমস্ত, ইহাদের অতিরিক্ত কিছুই নাই—এরূপ তাহাদের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত। কাজেই ইহারা সর্বদা কামক্রোধের অধীন এবং শত শত আশার রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া ভোগ্যবস্তুসমূহের নিমিত্ত নানাবিধ অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত আসুরী প্রকৃতির লোকেরা একমাত্র কামনাপূরণই স্বীয় জীবনের পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে এবং ইহাতেই মানবজীবনের সার্থকতা বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। বিভিন্ন কামনাপূরণের চেষ্টা করিতে যাইয়া ইহারা সমস্ত জীবন অপরিসীম চিন্তা ও উদ্বেগের দ্বারা পীড়িত হয়। মৃত্যুকালেও এই বিষয়চিন্তার বিরাম হয় না ; মরণশয্যায় শয়ন করিয়াও ইহারা বিষয়ের কথাই ভাবিয়া থাকে। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বস্তুই সংসারের সব। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাতেই মানবজীবনের সমস্ত সুখ নিহিত; তদপেক্ষা উচ্চতর কোন সুখের কল্পনাও ইহারা করিতে পারে না।

ধনের আশা, মানের আশা, উচ্চপদের আশা, সম্পদের আশা, প্রভুত্বের আশা, সুখের আশা, ভোগের আশা—এরূপ কত আশাই না ইহাদের হৃদয়ে জলবুদ্‌বুদের মত

উত্থিত হয় এবং এই সকল আশাদ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া জালে আবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় ইহারা সংসারে জড়িত হইয়া পড়ে। বিবিধ কাম্যবস্তু লাভের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন আছে বলিয়া ইহারা অন্যায়রূপে নানাবিধ অসৎ পথে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করে। সেই উদ্দেশ্যে পরস্বাপহরণ, অপরের অর্থশোষণ, পরদ্রব্যলুণ্ঠন, মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কোন প্রকার অসৎ কার্য হইতেই ইহারা প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪

অন্বয় ঃ অদ্য ময়া ইদং লব্ধম্ (আমা কর্তৃক আজ ইহা লাভ হইল) ইমং মনোরথং প্রাপ্স্যে (এই ঈপ্সিত দ্রব্য পাইব) ইদম্ অস্তি (ইহা আছে) ইদম্ অপি ধনম্ (এই ধনও) পুনঃ মে ভবিষ্যতি (আবার আমার হইবে) অসৌ শত্রু ময়া হতঃ (এই শত্রু আমা দ্বারা হত হইয়াছে) অপরান্ অপি চ হনিষ্যে (অপর শত্রুদিগকেও আমি বধ করিব) অহম্ ঈশ্বরঃ (আমিই প্রভু) অহং ভোগী (আমি ভোগের অধিকারী) অহং সিদ্ধঃ বলবান্ সুখী (আমি সিদ্ধকাম, বলবান এবং সুখী)।

শব্দার্থ ঃ ঈশ্বরঃ অহম্—আমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রভু, আমার তুল্য কেহ নাই (ম)। ভোগী—সমস্ত ভোগোপকরণযুক্ত (ম); নিখিলভোগসম্পন্ন (ব)। সিদ্ধঃ—পুত্রভৃত্যাদি সহায়সম্পন্ন (ম); কৃতকৃত্য (শ্রী)। বলবান্—নিজেই শক্তিশালী, তেজস্বী (ম); বিষয়োপভোগে সমর্থ (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ আমি অদ্য ইহা লাভ করিলাম, পরে এই অভীষ্ট বস্তু লাভ করিব। এই ধন আমার আছে, এই ধন আমার পরে হইবে। এই শত্রু আমি বধ করিয়াছি, অপর শত্রুদিগকেও বধ করিব। আমিই সকলের প্রভু, আমি সকল বস্তুর ভোক্তা, আমি বলবান, আমি সুখী, আমি কৃতকৃত্য, সফলজন্মা পুরুষ।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি (আমি ধনী এবং কুলীন) ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অন্যঃ কঃ অস্তি (আর কে আছে) যক্ষ্যে (আমি যজ্ঞ করিব) দাস্যামি (দান করিব) মোদিষ্যে (আমোদ করিব) ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (এইরূপ অজ্ঞানবিমূঢ়) অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (অনেক বিষয়ে চিত্তবিক্ষেপবশত বিভ্রান্ত) মোহজালম্ সমাবৃতাঃ (মোহজালে আবৃত) কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (এবং কামভোগে নিরত ব্যক্তিগণ) অশুচৌ নরকে পতন্তি (অশুচি নরকে পতিত হয়)।

শব্দার্থ ঃ অজ্ঞানেন বিমোহিতাঃ—অজ্ঞানহেতু মিথ্যাভিনিবেশপ্রাপ্ত (শ্রী)। অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ—অনেক মনোরথে প্রবৃত্ত চিত্ত দ্বারা বিভ্রান্ত,

বিক্ষিপ্ত (শ্রী) ; উক্ত প্রকার অনেক চিত্ত দ্বারা [সেই সেই দুষ্ট সংকল্প দ্বারা] বিভ্রান্ত (ম) ; বহু বিষয়ে যাহাদের চিত্ত লগ্ন তাহারা অনেকচিত্ত, তদ্দরুন বিভ্রান্ত [ভ্রান্ত্যাকুল]। মোহজালসমাবৃতঃ—মোহই [অবিবেক] জাল [বন্ধনহেতু, আবরক] তদ্দ্বারা সমাবৃত, জালবেষ্টিত মৎস্যের ন্যায় পরবশীকৃত (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ আমি ধনবান, আমি কুলীন, আমার মত আর কে আছে, আমি অন্যের অসাধ্য যজ্ঞ করিব, সকলের অধিক দান করিব এবং বিবিধ আনন্দলাভ করিব—এই প্রকার অজ্ঞান দ্বারা বিমূঢ়, বিবিধ বিষয়চিন্তা দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে জড়িত এবং নানাবিধ ভোগবাসনায় আসক্ত হইয়া ইহারা অশুচি নরকে পতিত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ (১৩শ—১৬শ শ্লোক)—আসুরপ্রকৃতি লোকদের আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তা কিরূপ এবং তাহার ফলই বা কি, এই কয়েকটি শ্লোকে তাহার জীবন্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহারা মনে করে—আজ এই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাইয়াছি, এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, শীঘ্রই আরও ঈপ্সিত বস্তু পাইব এবং অন্যান্য মনোরথও সিদ্ধ হইবে। এই অর্থ আমার এখন আছে, শীঘ্রই আরও অর্থ পাইব—এই প্রকারের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। ধন-জন, গৃহ-সম্পত্তি, পদ-মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যতই বাড়িতে থাকে আকাঙ্ক্ষাও ততই বৃদ্ধি পায়।

এই প্রকারের নানা বাসনা দ্বারা ইহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া থাকে। এক বাসনার পূরণ না হইতেই অপর বাসনার উদয় হয়। স্থির শান্তভাবে ইহারা কোনও বিষয়ে বিবেচনা করিতে পারে না। কেমন করিয়া নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন করিবে, কেমন করিয়া ধনজন, মানসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে এই চিন্তায় সর্বদা আকুল থাকে। ক্ষুদ্র অহম্-এর ব্যাপার লইয়াই ইহারা ব্যস্ত—এই অহংকে বাড়াইবার নিমিত্তই ইহাদের সমস্ত চেষ্টা। ইহাদের চিত্ত সর্বদা মোহজালে আবদ্ধ থাকে। অজ্ঞানের অন্ধকারেই ইহাদের বাস। ফলে অন্তরে যে আত্মা রহিয়াছে, প্রকৃতির মধ্যে যে ভগবান আছেন তাহা অস্বীকার করিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া, ইহারা অশুচি নরকে পতিত হয়।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭

অন্বয় ঃ আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মপ্রশংসাকারী) স্তব্ধাঃ (অবিনয়ী) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধন ও মানজনিত, অহংকারবিশিষ্ট) তে (তাহারা) দম্ভেন (দম্ভসহকারে) নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা) অবিধিপূর্বকং যজন্তে (অবিধিপূর্বক যজ্ঞ করে)।

শব্দার্থ ঃ আত্মসম্ভাবিতাঃ—'আমরা সর্বগুণবিশিষ্ট' ঃ এই কথা বলিয়া নিজেই নিজের প্রশংসাকারী, অপরে নহে (ম)। স্তব্ধাঃ—অনম্র (ম) ; অপ্রণত (শ)। ধনমানমদান্বিতাঃ—ধনের নিমিত্ত যে মান, তজ্জনিত মদ [অহঙ্কার, মত্ততা] তদ্দ্বারা অন্বিত [যুক্ত] (ম) ; ধনের নিমিত্ত যে মান ও মদ [মত্ততা] তদ্দ্বারা যুক্ত (শ, শ্রী)। নামযজ্ঞৈঃ—নামমাত্র [প্রকৃত নহে] যজ্ঞসকল দ্বারা (শ) ; অথবা নামমাত্র প্রসিদ্ধির নিমিত্ত যে যজ্ঞ করা হয়, তদ্দ্বারা। অবিধিপূর্বকম্—বিহিতাঙ্গ ইতিকর্তব্যতা রহিত (শ, ম); বেদে যাহা বিহিত হয় নাই, তদ্রূপ।

শ্লোকার্থ ঃ আত্মশ্লাঘাকারী, অবিনীত, ধন ও মানের অহংকারে মত্ত সেই আসুর

প্রকৃতির লোকেরা নিজেদের ধার্মিকতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বিধিনিয়ম প্রতিপালন না করিয়া নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।

ব্যাখ্যা ঃ ইহারা অত্যন্ত গর্বিত। অপর কেহ পূজা না করিলেও নিজেরাই আপনাদিগকে পূজার্হ বলিয়া প্রচার করে, অপর কেহ প্রশংসা না করিলেও নিজেরাই আপনাদিগকে প্রশংসা করে। ইহারা ধন ও মানের গর্বে মত্ত। এই মত্ততা হেতু ইহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কাহারও নিকট নম্র হয় না, পূজ্য গুরুজনের প্রতিও বিনয় সৌজন্য প্রকাশ করে না। নিজেদের ধার্মিকত্ব প্রচারের জন্য ইহারা খুব আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন ঐ যজ্ঞ নামমাত্র যজ্ঞ ; কারণ উহা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নিষ্পন্ন হয় না। উহাতে থাকে কেবল বাহিরের জাঁকজমক, কেবল লোক-দেখান অনুষ্ঠান।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

অন্বয় ঃ অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ (অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া) আত্মপরদেহেষু মাং প্রদ্বিষন্তঃ (স্বদেহে এবং পরদেহে অবস্থিত আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ [ভবন্তি] (অসূয়াকারী হয়)।

শব্দার্থ ঃ কামম্—স্ত্রীবিষয়ক অভিলাষ (শ) ; ইষ্ট বিষয়ে অভিলাষ (ম)। ক্রোধং চ—অনিষ্টবিদ্বেষ (ম) ; আমার অনিষ্টকারী সকলকে বধ করিব ঃ এই প্রকার ভাব (রা)। আত্মপরদেহেষু—নিজ দেহে এবং পরদেহে তাহাদের কর্মসাক্ষীরূপে অবস্থিত (ম) ; আত্মদেহে ও পরদেহে চিদংশে স্থিত। প্রদ্বিষন্তঃ—আমার শাসনের অতিবর্তনকারী (শ্রী)। অভ্যসূয়কাঃ—সৎপথে স্থিত ব্যক্তিগণের গুণ যাহারা সহ্য করিতে পারে না (শ) ; বৈদিক পথাবলম্বী গুরু প্রভৃতির কারুণ্যাদি গুণে যাহারা প্রতারণাদি দোষ আরোপ করে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ এই সকল আসুরপ্রকৃতির লোকেরা অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের অধীন হইয়া সৎপথে স্থিত লোকদিগের হিংসা করে এবং নিজদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আত্মারূপী আমার (ঈশ্বরের) প্রতি দ্বেষপরায়ণ হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এই আসুরপ্রকৃতির লোকগণ নিজেদের শারীরিক বা আর্থিক বলে গর্বিত এবং কামক্রোধাদি প্রবৃত্তিদ্বারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া নিজেদের এবং অপরের অন্তরস্থিত ভগবানকে অস্বীকার করে এবং ভগবানের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করে। ইহারা মনে করে—আমরাই ঈশ্বর, আর কে ঈশ্বর আছে? অতএব আমাদের কামনা পরিতৃপ্তির জন্যই যথেচ্ছ আচরণ করিব, আর কাহারও শাসন বা প্রভুত্ব মানিব না।

সমাজে ঈশ্বরভক্ত যে সকল সাধুসজ্জন আছেন, যাঁহারা সৎপথে থাকিয়া সদাচারে জীবনযাপন করেন, ইহারা তাঁহাদিগের সুখ্যাতি বা প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। তাঁহাদের উপর বিবিধ দোষ আরোপ করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করে।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯

অন্বয় ঃ অহং (আমি) দ্বিষতঃ (দ্বেষপরবশ) ক্রূরান্ (ক্রূরকর্মা) নরাধমান্ (নরাধম) অশুভান্ (অশুভকর্মনিরত) তান্ (তাহাদিগকে) সংসারেষু (সংসারসমূহে) আসুরীষু যোনিষু (আসুরী যোনিতে) অজস্রং ক্ষিপামি (নিরন্তর নিক্ষেপ করি) ।

শব্দার্থ ঃ অহম্—সর্বকর্মফলদাতা ঈশ্বর আমি (ম) । অজস্রম্—সতত, সর্বদা (ম) ; পুনঃপুনঃ (ব) । ক্ষিপামি—কর্মবাসনানুসারে পাতিত করি (ম) ; তদ্রূপ ফলপ্রদান করি (শ্রী) । সংসারেষু—নরক-সংসরণ পথে (ম) ; জন্মমৃত্যুমার্গে (শ্রী) ।

শ্লোকার্থ ঃ এই সকল ঈশ্বরবিদ্বেষী, ক্রূরমতি, নরাধম, অশুভকর্মে লিপ্ত, আসুর-প্রকৃতির লোকদিগকে আমি এই সংসারে ব্যাঘ্র, সর্পাদি যোনিতে নিরন্তর নিক্ষেপ করি অর্থাৎ ইহারা হীন যোনিতে বারংবার জন্মগ্রহণ করে ।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

অন্বয় ঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ (আসুরজন্মপ্রাপ্ত) মূঢ়াঃ (মূঢ় ব্যক্তিগণ) মাম্ অপ্রাপ্য এব (আমাকে না পাইয়া) ততঃ অধমাং গতিং যান্তি (তাহা হইতে আরও অধম গতি প্রাপ্ত হয়) ।

শব্দার্থ ঃ মাম্ অপ্রাপ্য এব—আমাকে না পাইয়া (শ) ; 'এব' শব্দে বোঝায় যে আমার উপদিষ্ট বেদমার্গও না পাইয়া, আমার প্রাপ্তির উপায় সন্মার্গ না পাইয়া (শ্রী) । অধমাং যোনিম্—পূর্ব পূর্ব নিকৃষ্ট যোনি হইতে নিকৃষ্টতর যোনি (ম) ; নিকৃষ্টতম জন্ম (শ) ।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, এই সকল মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি জন্মে জন্মে আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ করার দরুন আমাকে (ত্রাণকর্তা ঈশ্বরকে) না পাইয়া তাহা হইতে আরও নিকৃষ্ট গতি (কৃমি, কীটাদি যোনি) প্রাপ্ত হয় ।

ব্যাখ্যা ঃ (১৯শ ও ২০শ শ্লোক)—এইরূপে মানুষের অন্তরস্থ ঈশ্বর এবং বিশ্বাসী সাধুসজ্জনের দ্বেষকারী, হিংসাপরায়ণ, নরাধম আসুরপ্রকৃতির লোকদিগকে সর্বকর্ম-ফলদাতা ভগবান বিবিধ আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করেন অর্থাৎ স্বীয় পাপকর্ম এবং ঈশ্বরবিদ্বেষের ফলস্বরূপ ইহারা বিবিধ হীন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । এই প্রকারে আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহারা বহু জন্ম ভ্রমণ করিলেও মোহবশত ভগবানকে পায় না এবং ফলে উত্তরোত্তর অধমগতিই লাভ করে ।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

অন্বয় ঃ কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ (কাম, ক্রোধ এবং লোভ) ইদং ত্রিবিধম্ (এই

তিন প্রকার) নরকস্য দ্বারম্ (নরকের দ্বার) আত্মনঃ নাশনম্ (আত্মার নাশক) তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ (সেই হেতু এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে) ।

শব্দার্থ ঃ আত্মনঃ নাশনম্—নীচযোনিপ্রাপক (শ্রী) ; সর্ব পুরুষার্থলাভের অযোগ্যতা সম্পাদন দ্বারা অধমযোনিপ্রাপক (ম) ; যে দ্বারে প্রবেশ করিলে আত্মা নাশপ্রাপ্ত হয় [সর্ব পুরুষার্থের অযোগ্য] । এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ—সর্বানর্থমূল এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে ; এই তিনটি ত্যাগ হইলেই সমস্ত আসুরী সম্পত্তির ত্যাগ হইবে (ম) ।

শ্লোকার্থ ঃ কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ । ইহারা আত্মার বিনাশের মূল । সুতরাং মানুষের অধোগতির মূল এই তিনটি দোষকে ত্যাগ করিবে ।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব কয়েক শ্লোকে আসুরী প্রকৃতির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি দোষই উহাদের চিত্তে অত্যন্ত প্রবল থাকে । কাম, ক্রোধ এবং লোভ—মানুষের এই তিন প্রবৃত্তিই তাহার আত্মার অধঃপতন ঘটাইয়া, সমস্ত পুরুষার্থের বিনাশসাধনপূর্বক তাহাকে নরকের পথে লইয়া যায় । 'কাম' শব্দে এস্থলে সাধারণভাবে চিত্তের কামনাবাসনা এবং বিশেষভাবে কামপ্রবৃত্তিকে বুঝাইতেছে । কামপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া লোকে না করিতে পারে এমন কাজ নাই ।

এই কাম, ক্রোধ ও লোভের বশে কত যে কুক্রিয়া জগতে অনুষ্ঠিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই । চৌর্য, পরস্বলুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি পাপকার্যের অনুষ্ঠান এই সকল প্রবৃত্তিরই ফল । কামপ্রবৃত্তি প্রবল হইলে লোকের হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায় । তখন সে জঘন্য কার্যের অনুষ্ঠানেও বিরত হয় না । ক্রোধের বশে লোকে না করিতে পারে এমন কাজ নাই । যাহার উপর ক্রোধ জন্মে তাহার সর্বনাশ সাধনেও সে ইতস্তত করে না । লোভও মানুষের পরম শত্রু । চৌর্য, পরস্বাপহরণ, প্রবঞ্চনা, নরহত্যা প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া লোভের বশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এই লোভের বশে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ ঘটে, পিতামাতার সহিত সন্তানের বিরোধ উপস্থিত হয় । লোভ যে কেবল ব্যক্তিগত জীবনে প্রবল হয় তাহা নহে, জাতীয় জীবনেও এই লোভের পরিচয় পাওয়া যায় । লোভের বশীভূত হইয়াই এক জাতি অপর জাতিকে শোষণ করে, দুর্বলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নরশোণিতে মেদিনীকে রঞ্জিত করে ।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

অন্বয় ঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) এতৈঃ ত্রিভিঃ (এই তিনটি) তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ (অজ্ঞানরূপ নরকের দ্বার হইতে মুক্ত হইয়া) নরঃ (মানুষ) আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি (আপনার কল্যাণসাধন করে) ততঃ (তারপর) পরাং গতিং যাতি (শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে) ।

শব্দার্থ ঃ তমোদ্বারৈঃ—নরকসাধনবিরহিত (শ) ; দুঃখমোহাত্মক নরকের দ্বারস্বরূপ কামাদি হইতে মুক্ত (ম) । আত্মনঃ শ্রেয়ঃ—নিজের বেদবোধিত হিত (ম) ; আত্মার শ্রেয়ঃ তপোযোগাদি (শ্রী) । পরাং গতিম্—মোক্ষ (ম) ।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, নরকের দ্বারস্বরূপ এই ত্রিদোষ হইতে মুক্ত হইলে পুরুষ নিজের শ্রেয়ঃসাধন করিয়া শ্রেষ্ঠ গতি লাভে সমর্থ হয়।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোক্ত কাম, ক্রোধ এবং লোভ হইতে বিমুক্ত হইলে মানুষ আপনার শ্রেয়ঃসাধনে রত হয়। যত দিন মানুষ এই প্রবৃত্তি ত্রয়ের অধীন থাকে ততদিন সে আপনার শ্রেয় ত্যাগ করিয়া প্রেয়কেই বরণ করিয়া লয়; কামনার পরিতৃপ্তিকেই জীবনের পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু দুঃখমোহাত্মক এই সকল প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে মুক্ত হইলে সে আপনার শ্রেয়ঃসাধনে নিরত হয়। এই প্রকার শ্রেয়ঃসাধনের চেষ্টা দ্বারা ক্রমশ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩

অন্বয় ঃ যঃ (যে ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য (শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া) কামকারতঃ বর্ততে (যথেচ্ছাচারী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়) সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি (সে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না) ন সুখং ন পরাং গতিম্ (সে সুখও পায় না, শ্রেষ্ঠ গতিও পায় না)।

শব্দার্থ ঃ শাস্ত্রবিধিম্—শাস্ত্র [বেদ] তাহার বিধি [কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানকারণ বিধিপ্রতিষেধাখ্য ব্যবস্থা] (শ); বেদবিহিত ধর্ম (শ্রী)। কামকারতঃ—কাম-প্রযুক্ত (শ); যথেচ্ছ (শ্রী)। সিদ্ধিম্—পুরুষার্থযোগ্যতা (শ); তত্ত্বজ্ঞান (শ্রী); পুরুষার্থ-প্রাপ্তিযোগ্য অন্তঃকরণশুদ্ধি (ম)। সুখম্—ঐহিক সুখ (শ, ম); উপশম (শ্রী, ব)। পরাং গতিম্—স্বর্গ বা মোক্ষ (শ); মোক্ষ (শ্রী, ব)।

শ্লোকার্থ ঃ যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক কামনার অধীন হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয় সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, জীবনে সুখ এবং পরজন্মে মোক্ষও তাহার লাভ হয় না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

অন্বয় ঃ তস্মাৎ (সেই হেতু) কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ (কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণে) শাস্ত্রং তে প্রমাণম্ (শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ) [সুতরাং] ইহ (এই লোকে) শাস্ত্র-বিধানোক্তং জ্ঞাত্বা (শাস্ত্রে কি বিধান উক্ত আছে তাহা জানিয়া) কর্ম কর্তুম্ অর্হসি (কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত)।

শব্দার্থ ঃ কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ—কর্তব্যাকর্তব্য ব্যবস্থাতে (শ); কোনটি কার্য কোনটি অকার্য এই বিষয়ে (ম)। প্রমাণম্—জ্ঞানসাধন (শ)। ইহ—এই কর্মভূমিতে (ব); কর্মাধিকারে (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ অতএব মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ; সুতরাং শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানিয়া যথাধিকার কর্ম করাই তোমার উচিত।

ব্যাখ্যা ঃ (২৩শ ও ২৪শ শ্লোক)—দ্বাবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে নরকের

দ্বারস্বরূপ কামক্রোধাদির অধীনতা ত্যাগ করিয়া আত্মার শ্রেয়ঃসাধনে ব্রতী হইলে মানুষের শ্রেষ্ঠগতি লাভ হয়। এই সকল প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি তাহাই এই শ্লোকদ্বয়ে বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যাহারা শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়া চিত্তের কামনাপূরণের নিমিত্তই কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই সকল স্বেচ্ছাচারী লোক সমস্ত পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহারা নির্মল সাত্ত্বিক সুখের অধিকারী হয় না। তাহারা মানুষের শ্রেষ্ঠ গতি ভগবানকেও লাভ করিতে পারে না। অতএব হে অর্জুন, তুমি তোমার কর্তব্য নির্ণয়ে শাস্ত্রবিধিকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিবে এবং শাস্ত্রোপদেশ অনুযায়ী কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিবে।

শাস্ত্র বলিতে সাধারণত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে 'শাস্ত্র' শব্দ এরূপ কোন সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া ব্যাপক অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'শাস্ত্র' শব্দের অর্থ যাহাদ্বারা শাসিত হয়—মানুষের উচ্ছৃংখল ইন্দ্রিয়বৃত্তি যাহাদ্বারা শাসিত বা সংযমিত হয় তাহাই শাস্ত্র। সুতরাং সাধু ও সংযত জীবনযাপনের সাধারণ নীতিজ্ঞানকে শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই অর্থে শাস্ত্র নানা প্রকারের হইতে পারে, যথা ঃ

(১) ধর্মাচার্য বা ধর্মপ্রবর্তক মুনিঋষিগণের লিখিত গ্রন্থসমূহ। আমাদের দেশে বেদই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক শাস্ত্র। বেদের পর স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্রাদিকেও শাস্ত্ররূপে মান্য করা হয়। কিন্তু ভারতের ধর্মশাস্ত্রই একমাত্র শাস্ত্র নহে, অন্যান্য দেশে বা কালে যে সকল গ্রন্থ শাস্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে তাহারাও শাস্ত্রপদবাচ্য, যেমন বাইবেল, কোরান, আবেস্তা ইত্যাদি।

(২) মহাপুরুষের নিকট শ্রুত বা প্রাপ্ত উপদেশ দ্বারাও অনেক লোকের জীবন চালিত এবং নিয়মিত হয়। ঐ সকল উপদেশাবলীও শাস্ত্রপদবাচ্য।

(৩) সমাজে ধর্মের ও নীতির প্রচলিত আদর্শ বা ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের বহু লোকের জীবন নিয়মিত ও চালিত হয়। কাজেই উহারাও শাস্ত্র।

(৪) রাজকীয় ব্যবস্থা দ্বারাও সমাজ শাসিত হয় বলিয়া উহাকে এক অর্থে শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম ও নীতি হিসাবে উহার প্রামাণিকতা সর্ববাদি-সম্মত নহে।

মোটের উপর উচ্ছৃংখল জীবনযাপন না করিয়া ধর্মশাস্ত্রের বিধান, সাধুসজ্জনের উপদেশ, সমাজের নৈতিক আদর্শ প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইলে মানুষ শ্রেয়ের পথে, ধর্মের পথে অগ্রসর হইতে পারে। অপরপক্ষে কাম, ক্রোধ ও লোভের অধীন হইয়া যথেচ্ছ আচরণ করিলে মানুষ ক্রমশ অধোগতিই প্রাপ্ত হয়। ফলে সমাজে বিশৃংখলা ঘটে এবং সমগ্র জাতি উৎসন্নে যায়।[১]

[১] এই অধ্যায়ে আসুরিক-প্রকৃতির পুরুষদের যে চিত্র দেওয়া হইল তাহা অনেকের মতে চার্বাক-মতাবলম্বী লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিরচিত। চার্বাকদর্শন বৃহস্পতি-সূত্র হইতে প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সপ্তদশ অধ্যায়

॥ শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ ॥

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য (শাস্ত্রের বিধি ত্যাগ করিয়া) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (দেবাদির পূজা করে) তেষাং তু কা (তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ) সত্ত্বম্ (সাত্ত্বিকী) রজঃ (রাজসী) আহো তমঃ (অথবা তামসী)।

শব্দার্থঃ শাস্ত্রবিধিম্—শাস্ত্রের বিধান, শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা (ম)। উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করিয়া (শ); আলস্যাদিবশতঃ অনাদর করিয়া (ম)। শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ—আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত (শ)। নিষ্ঠা—অবস্থান (শ); ব্যবস্থিতি (ম); স্থিতি (রা)। সত্ত্বম্ আহো রজঃ তমঃ—তাহাদের সত্ত্ব, রজ না তমোগুণে স্থিতি (রা)।

শ্লোকার্থঃ অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া, কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ—সাত্ত্বিকী, রাজসী, না তামসী?

ব্যাখ্যাঃ মানুষ এ-সংসারে যে সকল কর্ম করে উহার মূল উৎস কোথায় তাহার আলোচনায় গীতাতে বলা হইয়াছে যে আসুরপ্রকৃতির লোকেরা চিত্তের কামনাদ্বারা চালিত হইয়াই সংসারে তাহাদের সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে। ইহাদের অপেক্ষা উন্নত আর এক শ্রেণীর লোক আছে। ইহারা ধর্মশাস্ত্রের বিধি, সামাজিক নীতি, মহাপুরুষদের উপদেশাদি দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু এমন অনেক লোক আছে তাহারা কামচারী নহে, অথচ শাস্ত্রবিধিও সমস্ত মানিয়া চলে না। যে সকল শাস্ত্রবিধি তাহাদের স্বাভাবিক রুচি, ইচ্ছা, আদর্শের অনুযায়ী, যাহাতে তাহাদের চিত্ত সায় দেয়, সেই সকল বিধিই তাহারা গ্রহণ করে। তাহারা নিজেদের শ্রদ্ধানুযায়ী বিধি স্থির করিয়া লয় এবং সেই বিধিদ্বারাই জীবনকে চালিত করে।

এই শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে যাহারা কামচারী নহে, অথবা যাহারা শাস্ত্রবিধি গ্রহণ করিতে না পারিয়া নিজেদের শ্রদ্ধানুযায়ী যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক?

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

অন্বয়ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—দেহিনাং (মানুষের) সাত্ত্বিকী

রাজসী চ তামসী চ (সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী) ইতি ত্রিবিধা এব (এই তিন প্রকার) শ্রদ্ধা ভবতি (শ্রদ্ধা আছে) সা স্বভাবজা (তাহা স্বাভাবিক) তাং শৃণু (তাহা শোন)।

শব্দার্থঃ দেহিনাং শ্রদ্ধা—দেহধারী মানুষের যে নিষ্ঠা (শ)। স্বভাবজা—জন্মান্তরে কৃত এবং মরণকালে অভিব্যক্ত ধর্মাদি সংস্কারই স্বভাব, সেই স্বভাব হইতে জাত (শ)।

শ্লোকার্থঃ শ্রীভগবান বলিলেন—দেহধারী মানুষের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী ভেদে তিন প্রকার। উহা তাহাদের স্বভাবজাত। এবিষয়ে বিস্তারিত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যাঃ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মানুষের শ্রদ্ধাও সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী। মানুষের শ্রদ্ধা তাহার প্রকৃতির অনুযায়ী হইয়া থাকে; প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে শ্রদ্ধারও বিভিন্নতা হয়। মানুষের কামনাসমূহ তাহার প্রকৃতি হইতে জাত হইলেও উহারা অস্থায়ী, সাময়িক। কিন্তু শ্রদ্ধা অন্তঃকরণের স্থায়ী বৃত্তি।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ ভারত (হে অর্জুন) সর্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি (প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রদ্ধা তাহার সত্ত্বের অর্থাৎ স্বীয় অন্তঃকরণবৃত্তির অনুরূপ হয়) অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ (এই পুরুষ অর্থাৎ পুরুষমাত্রই শ্রদ্ধাময়) যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ (যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) সঃ এব সঃ (সেইরূপেই তিনি)।

শব্দার্থঃ সত্ত্বানুরূপা—সত্ত্বের [অন্তঃকরণের] অনুরূপ (রা); শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী বৃত্তি, কিন্তু রজ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া ত্রিবিধ হইয়া থাকে (শ্রী)। সর্বস্য—সমস্ত প্রাণীর (শ); বিবেকী বা অবিবেকী লোকের (শ্রী); শাস্ত্রীয় বিবেকবিজ্ঞানশূন্য লোকের (ম)। অয়ং পুরুষঃ—সংসারী জীব (শ); শাস্ত্রীয় জ্ঞানশূন্য কর্মাধিকৃত পুরুষ (ম); লৌকিক পুরুষ (শ্রী)। শ্রদ্ধাময়ঃ—শ্রদ্ধা-পরিণাম (রা); শ্রদ্ধাপ্রায় (শ); শ্রদ্ধাবিকার (শ্রী); শ্রদ্ধাপ্রচুর (ব)। যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ—যে পুরুষ যাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত (রা)। স এব সঃ—সে তাদৃশ শ্রদ্ধাপ্রধান হয় (রা); সেই শ্রদ্ধানুরূপ (শ)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, প্রত্যেক মানুষের শ্রদ্ধাই তাহার অন্তঃকরণবৃত্তি বা স্বভাব অনুযায়ী হইয়া থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়; যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেইরূপ হয়।

ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেক লোকের শ্রদ্ধা তাহার সত্ত্ব বা অন্তঃকরণ অনুযায়ী হইয়া থাকে। যাহার যাহার যেরূপ স্বভাব, যেরূপ অন্তঃকরণ তাহার শ্রদ্ধাও তদনুযায়ী হয়। সাত্ত্বিক স্বভাব তাহার শ্রদ্ধাও সাত্ত্বিকী, রাজসিক স্বভাববিশিষ্ট লোকের শ্রদ্ধাও রাজসী এবং তামসিক স্বভাববিশিষ্ট লোকের শ্রদ্ধাও তামসী। শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী বৃত্তি হইলেও রজ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া রাজস ও তামস ভাব গ্রহণ করে।

মানুষ শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ তাহার জীবনের প্রতি চিন্তা, প্রতি কর্ম এক কথায় তাহার সমগ্র জীবন শ্রদ্ধারই বিকাশ বা রূপায়ণ। কোনও লোকের কোন্ বিষয়ে শ্রদ্ধা তাহা জানিতে পারিলে বলা যাইতে পারে সে কোন্ প্রকৃতির লোক। কারণ ইহা দ্বারাই

লোকের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার কাহারও প্রকৃতি জানা থাকিলে তাহার শ্রদ্ধা কিরূপ তাহাও বলা যাইতে পারে। মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধাই তাহার কর্মে ও জীবনে অভিব্যক্ত হয়।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে (সত্ত্বগুণপ্রধান লোকসকল দেবগণের পূজা করে) রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি (রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতির পূজা করে) অন্যে তামসাঃ জনাঃ (অন্য তামসিক ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে (প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে)।

শ্লোকার্থঃ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করিয়া থাকে, রাজসিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণ যক্ষ-রাক্ষসের পূজা করে ; আর তামসিক শ্রদ্ধাযুক্ত লোকেরা ভূত-প্রেতাদির পূজা করে।

ব্যাখ্যাঃ পুরুষের উপাস্য দেবতাও শ্রদ্ধাভেদে বা প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোকদের দেবতার উপাসনাতেই শ্রদ্ধা হয়। কারণ তাহাদের প্রকৃতি সাত্ত্বিক বলিয়া সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেবতাদের উপরই তাহাদের শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। সেই রকম রাজসপ্রকৃতির লোকদের যক্ষ-রাক্ষসাদির উপাসনাতেই শ্রদ্ধা, কারণ যক্ষ-রাক্ষসাদি রজোগুণসম্পন্ন; সুতরাং উহাদের উপাসনা তাহাদের প্রকৃতির অনুযায়ী। তামসপ্রকৃতির লোকেরা অজ্ঞানবশত ভূতপ্রেতাদির উপাসনাতেই প্রীতি অনুভব করে।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ (গর্ব ও অভিমানযুক্ত) কামরাগবলান্বিতাঃ (কার্যবিষয়ে আসক্তি এবং তজ্জনিত বলসম্পন্ন) অচেতসঃ যে জনাঃ (অবিবেকী যে সকল লোক) শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ (দেহস্থ পঞ্চভূতকে) অন্তঃশরীরস্থং মাং চ এব (এবং অন্তরস্থ ঈশ্বর আমাকে) কর্শয়ন্তঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) অশাস্ত্রবিহিতম্ (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে (অত্যুগ্র তপস্যা আচরণ করে) তান্ (তাহাদিগকে) আসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি (আসুর সংকল্পবান বলিয়া জানিও)।

শব্দার্থঃ দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ—দম্ভ [ধার্মিকত্বখ্যাপন] এবং অহংকার [আমি শ্রেষ্ঠ, এরূপ দুরভিমান] তদ্দ্বারা যুক্ত (ম)। কামরাগবলান্বিতাঃ—কাম্যবিষয়ে যে আসক্তি, তন্নিমিত্ত বল [অত্যুগ্র দুঃখসহন সামর্থ্য] তদ্দ্বারা যুক্ত (ম)। অচেতসঃ—বিবেকহীন লোকেরা (ম)। ভূতগ্রামম্—দেহেন্দ্রিয় সংঘাতাকারে পরিণত পৃথিব্যাদি ভূতসমুদয় (ম)। অন্তঃশরীরস্থম্—দেহমধ্যে ভোক্তারূপে অবস্থিত (শ্রী, ম)। কর্শয়ন্তঃ—আমার অনুশাসনানুযায়ী কর্ম না করাই আমার কর্শন (শ) ; আমার আজ্ঞা লঙ্ঘনদ্বারা আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া (শ্রী) ; বৃথা উপাসনাদি দ্বারা কৃশ করিয়া (ম)। ঘোরম্—পরের ও নিজের পীড়াদায়ক (ম) ; প্রাণিভয়ংকর (বি)।

আসুরনিশ্চয়ান্—আসুর [অতি ক্রূর, বেদার্থবিরোধী] নিশ্চয় [সংকল্প] যাহাদের (ম)।

শ্লোকার্থঃ কামনা ও আসক্তিযুক্ত, বলগর্বে গর্বিত, দম্ভ ও অহংকারসমন্বিত যে সকল অবিবেকী লোক শরীরস্থ ভূতগণকে কৃশ করিয়া এবং অন্তরস্থ ঈশ্বর 'আমাকে' ক্লিষ্ট করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ অত্যুগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান করে তাহাদিগকে আসুরসংকল্পে বা আসুরনিষ্ঠায় অবস্থিত বলিয়া জানিবে।

ব্যাখ্যাঃ (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক)—চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে পুরুষের উপাস্য দেবতা শ্রদ্ধা বা প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে—সাত্ত্বিক, রাজস, ও তামস। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে আসুরিক ব্যাপারে শ্রদ্ধাসম্পন্ন লোকদের কথা আলোচিত হইয়াছে। অহংকারবশত ইহারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবিধ কঠোর ও উগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান করে। তপ্ত শিলারোহণ, স্বদেহমাংসাদি দ্বারা হোম প্রভৃতি অত্যুগ্র এবং শরীরের ক্লেশকর কর্মই আসুরিক তপস্যার দৃষ্টান্ত।

ইহারা চিত্তশুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যার অনুষ্ঠান করে না; অহংকারবশত ধার্মিকত্ব স্থাপন এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই ইহাদের উদ্দেশ্য। ইহারা তপস্যা ও উপবাসাদি কঠোর শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উপরোক্ত অশাস্ত্রীয় তপস্যার অনুষ্ঠান করে। ফলে ইহারা পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত রক্তমাংসযুক্ত দেহকে অত্যন্ত জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়া ফেলে। কেবল তাহাই নহে; এরূপ অশাস্ত্রীয় তপস্যা এবং ভগবানের অপ্রিয় আচরণদ্বারা অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত ঈশ্বরের বিধি লঙ্ঘনপূর্বক তাঁহাকে ক্লিষ্ট করে।

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

অন্বয়ঃ সর্বস্য আহারঃ তু অপি (প্রাণিসমূহের আহারও) ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি (তিন প্রকার প্রিয় হইয়া থাকে) তথা (এবং) যজ্ঞঃ তপঃ দানং (যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাও ত্রিবিধ) তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু (তাহাদের এই প্রভেদ শ্রবণ কর)।

শ্লোকার্থঃ সত্ত্বাদি প্রকৃতিভেদে মানুষের আহারও তিন প্রকারের হয়। সেইরূপ যজ্ঞ, তপ ও দানাদি কর্মও সত্ত্বাদিভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। তাহাদের ভেদ বা বিভিন্নতা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যাঃ মানুষের আহার তিন প্রকারের হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের কর্মও তদনুযায়ী ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। পরবর্তী কয়েক শ্লোকে এই সকলের বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনাঃ (আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও রুচি এই সকলের বৃদ্ধিকর) রস্যাঃ (সরস, মধুর) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্ত) স্থিরাঃ (সারবান) হৃদ্যাঃ (হৃদয়ানন্দকর) আহারাঃ (আহারসকল) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়)।

শব্দার্থ ঃ আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনাঃ—আয়ু [জীবন] সত্ত্ব [চিত্ত-স্থৈর্য] বল [শক্তি] আরোগ্য [রোগরাহিত্য] সুখ [ভোজনের পর আহ্লাদ, তৃপ্তি] প্রীতি [ভোজনকালে অরুচির অভাব] এই সকলের বিবর্ধন [বৃদ্ধিকারক] (ম, শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ যে সকল আহার আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য (সুস্থদেহ), সুখ ও তৃপ্তি বর্ধিত করে, যাহা সরস, স্নেহযুক্ত এবং সারবান অর্থাৎ যাহার সারাংশ স্থায়ীভাবে থাকে, যাহা চিত্তের তৃপ্তিকর তাহাই সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে সাত্ত্বিক আহারের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল আহার চিত্তের প্রসন্নতা ও সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করে বলিয়া সাত্ত্বিক লোকদিগের প্রিয়। যাহা-দ্বারা মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায়, লোক দীর্ঘজীবন লাভ করে, যেমন ক্ষীর ইত্যাদি; যাহাদ্বারা দৈহিক ও মানসিক বল, স্থৈর্য ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, যেমন ঘৃত ইত্যাদি; যাহা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়কে পুষ্ট করে এবং জীবনীশক্তি বর্ধিত করে, যেমন দুগ্ধাদি; যাহা স্বাস্থ্যকর এবং শরীরের রোগ বিনাশ করে; যাহার ভোজনে শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি অনুভূত হয়; যাহা রুচিকর, যাহা ভোজন করিলে ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়; যাহা মধুর রসযুক্ত; যাহা স্নিগ্ধ, ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ-যুক্ত, যাহা দেহের স্থায়ী পুষ্টিসাধন করে; যাহা দৃষ্টিমাত্রই হৃদয়ের প্রীতিকর ও ও মনোরম বোধ হয় সেই সকল আহারই সাত্ত্বিক আহার।

আহারের সহিত সত্ত্বাদি গুণের যে কতকটা সম্বন্ধ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রুতি বলেন, 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।' আহার শুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সেই শুদ্ধ মনে ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে। মোটের উপর যে খাদ্য বিশুদ্ধ, সরস, মধুর, সারবান এবং প্রীতিপ্রদ তাহাই উৎকৃষ্ট খাদ্য।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

অন্বয় ঃ কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রূক্ষ-বিদাহিনঃ (অতি কটু, অতি অম্ল, লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ ও প্রদাহকর) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (আহারসকল) রাজসস্য ইষ্টাঃ (রাজস ব্যক্তির প্রিয়)।

শ্লোকার্থ ঃ অতি কটু, অতি অম্ল, লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রূক্ষ (স্নিগ্ধতাশূন্য), অতিবিদাহী এবং দুঃখ, শোক ও বিবিধ রোগের উৎপাদক আহার-সকলই রাজস ব্যক্তিদের প্রিয়।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে রাজসিক লোকদিগের প্রিয় খাদ্যের কথা বলা হইয়াছে। রাজসিক প্রকৃতির লোকদের অতি কটু বা তিক্ত (নিম্বাদি), অতি অম্ল (কাঁচা তেঁতুল ইত্যাদি); অতি লবণাক্ত, অতি তীক্ষ্ণ (মরিচাদি), অতি রূক্ষ (স্নেহশূন্য পদার্থ), অতি বিদাহী বা সন্তাপক (সর্ষপাদি) খাদ্যই প্রিয়।

এই সকল খাদ্য ভোজনকালে পীড়াদায়ক, পরেও ইহাদের দ্বারা মন অপ্রসন্ন থাকে এবং ভবিষ্যতে বিবিধ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়। তথাপি দৈহিক কর্মতৎপরতা ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তির উত্তেজনা জন্মায় বলিয়া ইহারা রাজস লোকদের প্রিয়।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

অন্বয় ঃ যাতযামম্ (বহু পূর্বে পাক করা) গতরসং 5 (এবং নির্গতরস) পূতি (দুর্গন্ধ) পর্যুষিতম্ (পূর্বদিনের পক্ব) উচ্ছিষ্টম্ অপি চ (এবং অন্যের ভোজনাবশিষ্ট) অমেধ্যম্ (অপবিত্র) যৎ ভোজনম্ (যে ভোজন) [তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়)।

শ্লোকার্থ ঃ যে খাদ্য বহু পূর্বে পাক করা হইয়াছে, যাহার মধ্যে রস বা সার পদার্থ নাই, যাহা দুর্গন্ধ, পূর্বদিনের পাক করা (বাসি), উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র বা অভক্ষ্য তাহাই তামসিক লোকদিগের প্রিয়।

ব্যাখ্যা ঃ তামস ব্যক্তিগণের প্রিয় আহার—যাতযাম (অর্ধপক্ব বা যাহা এক প্রহর পূর্বে পক্ব হইয়াছে অথবা অতি পক্ব), গতরস (যাহার সার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে যেমন, মথিত দুগ্ধাদি), পূতি (দুর্গন্ধ), পর্যুসিত (যাহা পূর্বদিনে পক্ব; বাসি), অমেধ্য (যাহা যজ্ঞে দেওয়া যায় না)। এই সকল খাদ্য আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রাদির উৎপাদক বলিয়া তামস লোকদের প্রিয়।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১

অন্বয় ঃ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ করা অবশ্য কর্তব্য) ইতি মনঃ সমাধায় (এইভাবে মনকে সমাহিত করিয়া) বিধিদিষ্টঃ (শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিহিত) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) সঃ সাত্ত্বিকঃ (তাহা সাত্ত্বিক)।

শব্দার্থ ঃ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—অফলার্থিগণ কর্তৃক (শ); ফলাকাঙ্ক্ষারহিত পুরুষ-গণ কর্তৃক (রা)। যষ্টব্যম্ এব—যজ্ঞানুষ্ঠানই কার্য, অন্য কোনও ফল প্রার্থনীয় নহে (শ্রী)। মনঃ সমাধায়—নিশ্চয় করিয়া (ম); মন একাগ্র করিয়া (শ্রী)। বিধিদিষ্টঃ—যথাশাস্ত্র, শাস্ত্রে আবশ্যকরূপে বিহিত (শ্রী); শাস্ত্রদিষ্ট মন্ত্রদ্রব্য-ক্রিয়াদিযুক্ত (রা)।

শ্লোকার্থ ঃ কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, ভগবানের আরাধনার্থ যজ্ঞ করা কর্তব্য। এই বোধে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে সাত্ত্বিক যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। যজ্ঞ বলিতে এস্থলে কেবল আনুষ্ঠানিক হোমক্রিয়া বুঝাইতেছে না। দেবতাকে বা ভগবানকে নিবেদন করিয়া যজ্ঞরূপে যে সকল কর্ম করা হয় সেই সমস্তই এখানে যজ্ঞশব্দবাচ্য। অন্যান্য কর্মের ন্যায় যজ্ঞও ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক যজ্ঞের তিনটি লক্ষণ, যথা ঃ

বিধিদিষ্টঃ—শাস্ত্রে যেরূপ নির্দেশ আছে অথবা আমাদের নিজেদের মধ্যে কর্মের যে উচ্চ নীতি বা আদর্শ আছে তদনুসারে অনুষ্ঠিত; অনিয়মিত বা স্বেচ্ছাচারপ্রসূত নহে।

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—ইহাতে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। যজ্ঞকর্তা কোনও কামনাপূরণের নিমিত্ত অথবা কোনও স্বার্থসাধনের নিমিত্ত যজ্ঞ করেন না। এই কর্মদ্বারা ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতেছি—এইভাবে মন সমাহিত করিয়া তিনি সাত্ত্বিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

যষ্টব্যম্—সাত্ত্বিক যজ্ঞ দেবতাদিগের অথবা সকল দেবতার প্রভু ভগবানের উদ্দেশে করা হইয়া থাকে। ভাগবত ভাব চিত্তে বর্তমান না থাকিলে সাত্ত্বিক যজ্ঞ হয় না।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ ফলম্ অভিসন্ধায় তু (কিন্তু ফল কামনা করিয়া) অপি চ দম্ভার্থম্ (এবং দম্ভপ্রদর্শনের নিমিত্ত) যৎ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) ভরতশ্রেষ্ঠ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি (সেই যজ্ঞকে রাজস বলিয়া জানিও)।

শ্লোকার্থঃ হে ভরতশ্রেষ্ঠ, কেবল ধার্মিকত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে ও ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিও।

ব্যাখ্যাঃ রাজসিক যজ্ঞের লক্ষণ, যথাঃ

(১) ফললাভই রাজসিক যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। কোনও যজ্ঞে পুত্রলাভ, কোনও যজ্ঞে ধনধান্যাদি সম্পদ লাভ, কোনও যজ্ঞে স্বর্গলাভ—এইপ্রকারের বিবিধ বস্তুর লাভের প্রার্থনা করা হয়।

(২) এই যজ্ঞ কর্তব্যবুদ্ধিতে বা আন্তরিক প্রেরণাবশত করা হয় না। নিজের ধার্মিকত্ব জাহির, জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ—এই সব উদ্দেশ্যে বাহ্যিক আড়ম্বরের সহিত এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩

অন্বয়ঃ বিধিহীনম্ (শাস্ত্রোক্ত বিধি না মানিয়া) অসৃষ্টান্নম্ (অন্নদানশূন্য) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবিহীন) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণা না দিয়া) শ্রদ্ধাবিরহিতম্ (শ্রদ্ধাবিহীন) যজ্ঞম্ (যজ্ঞকে) তামসং পরিচক্ষতে (তামস বলে)।

শব্দার্থঃ বিধিহীনম্—শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য (শ্রী); বিধিবিপরীত (শ)। অসৃষ্টান্নম্—যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন দেওয়া হয় না (শ); অন্নদানহীন (ম)।

শ্লোকার্থঃ যে যজ্ঞে শাস্ত্রীয় বিধি পালিত হয় না, ব্রাহ্মণ ও অতিথিকে ভোজ্য দান করা হয় না, যথারীতি মন্ত্র পঠিত হয় না, যাজ্ঞিকদিগকে দক্ষিণা দেওয়া হয় না, সেই শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলে।

ব্যাখ্যাঃ তামসিক যজ্ঞের লক্ষণগুলি এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছেঃ

(১) এই যজ্ঞে কোনও শাস্ত্রীয় বিধি অথবা অন্তরস্থিত কোন উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করা হয় না। ইহা কর্তার খেয়ালমত, স্বেচ্ছানুসারে অথবা অন্ধ-প্রবৃত্তির তাড়নায় অনুষ্ঠিত হয়।

(২) ইহাতে ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে অন্নদান করা হয় না, কাজেই এরূপ যজ্ঞে ত্যাগ বা দানের ভাবে মোটেই থাকে না।

(৩) তামসিক যজ্ঞে মন্ত্রসমূহ বিধিমত পাঠ করা হয় না। এই যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ বা নিবেদন করা হয় না।

(৪) ঋত্বিক্‌গণকে কোনও দক্ষিণা দেওয়া হয় না। দক্ষিণা অর্থাৎ যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা না দিয়া যজ্ঞকর্তা সমস্ত নিজের ভোগে ব্যয় করে।

(৫) যজ্ঞকর্তা শ্রদ্ধার সহিত, অনুরাগের সহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে না। কেবল অবহেলার ভাবে, স্বেচ্ছাচারে অথবা কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

অন্বয়ঃ দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনম্ (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানী ব্যক্তির পূজা) শৌচম্ (শুচিতা) আর্জবম্ (সরলতা) ব্রহ্মচর্যম্ অহিংসা চ (ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা) শারীরং তপঃ উচ্যতে (শারীরিক তপস্যা বলিয়া কথিত হয়)।

শ্লোকার্থঃ দেব, দ্বিজ, গুরুজন ও বিদ্বান ব্যক্তিগণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—এই সকল শারীরিক তপস্যা নামে অভিহিত হয়।

ব্যাখ্যাঃ কায়িক তপস্যার লক্ষণঃ

দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনম্—দেবতা, দ্বিজ, আচার্য প্রভৃতি গুরুজন ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের পূজা। পূজ্য ব্যক্তিগণের পূজা (reverence) চিত্তের বিনয়, নম্রতা ও শ্রদ্ধার জ্ঞাপক। নমস্কার অভিবাদনাদি দ্বারা এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহা কায়িক তপস্যার অন্তর্গত।

শৌচম্—বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। প্রধানত বাহ্য শুচিই এস্থলে উদ্দিষ্ট। শরীর পরিষ্কার এবং পবিত্র রাখা শারীরিক তপস্যা।

আর্জবম্—সরলতার বা কুটিল ভাবের অভাব। অন্তঃকরণে যে ভাবের উদয় হয় বাহ্যিক কর্মে তাহার অনুসরণই সরলতা। ইহাও এক প্রকার শারীরিক তপস্যা।

ব্রহ্মচর্যম্—কামপ্রবৃত্তির নিরোধ। প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে শিক্ষাকালে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইত। শারীরিক বৃত্তি হইতে ইহার উদ্ভব এবং শারীর ক্রিয়াসাধ্য বলিয়া ইহাকে শারীরিক তপস্যা বলা হইয়াছে।

অহিংসা—ইহার অর্থ অপরকে পীড়ন না করা। ইহাতে শারীরিক বৃত্তিগুলিকেও সংযত করিতে হয় বলিয়া ইহা শারীরিক তপস্যা।

তপস্যা বলিতে বোঝায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত দৃঢ়ব্রত অবলম্বন করিয়া মানসিক ও শারীরিক সংযমের অনুষ্ঠান। সুতরাং আধ্যাত্মিক জীবন লাভের সহায়ক কর্মমাত্রই তপস্যা। এরূপ তপস্যার অনুষ্ঠানে অনেক শারীরিক ক্লেশও সহ্য করিতে হয়। কিন্তু কেবল শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধন হয় না। একথা গীতায় একাধিক বার বলা

হইয়াছে। শারীরিক সংযমের সঙ্গে সঙ্গে মনকেও সংযত করিতে হইবে। ইহাই তপস্যার প্রধান অঙ্গ।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫

অন্বয়ঃ অনুদ্বেগকরং (অনুদ্বেগকর) সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ (প্রিয় এবং হিতকর) যদ্ বাক্যম্ (যে বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (এবং বেদের অভ্যাস) বাঙ্‌ময়ং তপঃ উচ্যতে (বাঙ্ময় তপস্যা নামে অভিহিত হয়)।

শ্লোকার্থঃ যে বাক্য অপরকে কোনও উদ্বেগ দেয় না, যাহা সত্য, শ্রবণসুখকর এবং পরিণামে হিতকর এরূপ বাক্য কথন এবং যথারীতি বেদাধ্যয়ন—ইহাদিগকে বাঙ্ময় তপস্যা বলে।

ব্যাখ্যাঃ বাচিক তপস্যার লক্ষণঃ

অনুদ্বেগকরম্—লোকের সহিত এমন ভাবে কথা বলিতে হইবে যেন কাহারও চিত্তে কোনও প্রকার উদ্বেগ বা ব্যথা না জন্মে। রুক্ষ, কর্কশ, কটু বাক্য বা অপমানজনক কথা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

সত্যম্—সর্বদা সত্য কথা বলিবে। সত্যভাষণ চরিত্রগঠনের প্রধান উপায়। সত্যভাষণকে তপস্যা বা ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রিয়ম্—সত্য কথাও রুক্ষভাবে বলিবে না। যাহাতে কথাগুলি অপ্রিয় এবং কর্কশ না হয় সে বিষয়ে যত্ন লইতে হইবে।

হিতম্—যাহাতে লোকের হিত হয় সর্বদা এরূপ কথাই বলিবে।

স্বাধ্যায়াভ্যসনম্—নিয়মিতরূপে বেদ বা ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিবে। ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ যাহাতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয় এরূপ গ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করিবে।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

অন্বয়ঃ মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বম্ (সৌম্যভাব) মৌনম্ (মৌন) আত্মবিনিগ্রহঃ (চিত্তসংযম) ভাবসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) ইতি এতৎ (এই সকল) মানসং তপঃ উচ্যতে (মানস তপস্যা বলিয়া কথিত হয়)।

শ্লোকার্থঃ চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, বাক্‌সংযম, মনঃসংযম, চিত্তের বিশুদ্ধি—ইহাদিগকে মানস তপস্যা বলা হয়।

ব্যাখ্যাঃ মানস তপস্যার লক্ষণঃ

মনঃপ্রসাদঃ—চিত্তের স্বচ্ছতা বা প্রসন্নতা। চিত্ত প্রসন্ন থাকিলে লোকে দুঃখকষ্টে পতিত হইলেও ব্যথিত হয় না, ঘোর বিপদেও আকুল হইয়া পড়ে না, কামনা সত্ত্বেও চিত্তে মালিন্য জন্মে না।

সৌম্যত্বম্—সর্বলোকের হিতেচ্ছা, কাহারও অনিষ্টচিন্তা না করা, সর্বদা সরল, অমায়িক ভাব।

মৌনম্—মৌন বলিতে এস্থলে কেবল বাক্‌সংযম বোঝায় না। অসংযতচিত্ত লোকেরাই বেশী কথা বলে; সুতরাং চিত্তের ভাবগুলির সংযম ও আত্মচিন্তনপরতাই এস্থলে 'মৌন' শব্দের অর্থ।

আত্মবিনিগ্রহঃ—মনের চঞ্চল বৃত্তিসমূহের নিরোধ, আত্মসংযম।

ভাবসংশুদ্ধিঃ—কামক্রোধাদির নিবৃত্তি, মানসিক ভাবসমূহের নির্মলতা ও বিশুদ্ধি সম্পাদন। পরের সহিত ব্যবহারে বা নিজের প্রতি অপরের ব্যবহার দর্শনে চিত্তচাঞ্চল্য বা উদ্বেগের অভাবই ভাবসংশুদ্ধি।

উপরোক্ত গুণগুলির অভ্যাস করা প্রত্যেক মুমুক্ষু ব্যক্তির অবশ্যকর্তব্য। নৈতিক জীবন পরিশুদ্ধ না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনেরও বিকাশ হয় না। এই নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষেও শারীরিক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ তপস্যাই একান্ত উপযোগী এবং আবশ্যকীয়।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭

অন্বয়ঃ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন) যুক্তৈঃ (ঈশ্বরের সহিত যুক্ত) নরৈঃ (লোকেদের দ্বারা) পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তম্ (পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত) তৎ ত্রিবিধং তপঃ (সেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন প্রকার তপস্যাকে) সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে (সাত্ত্বিক বলে)।

শ্লোকার্থঃ ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন ও ভগবানের সহিত যুক্ত একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যা পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে উহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বে যে কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার কথা বলা হইয়াছে উহাদের প্রত্যেকটি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক তপস্যার লক্ষণ, যথাঃ

শ্রদ্ধয়া—সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের তপশ্চর্যা করেন। সেই তপস্যা কায়িক হউক, বাচিক হউক, কি মানসিক হউক সর্বত্রই এই শ্রদ্ধার ভাব বর্তমান থাকে।

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—এই তপস্যায় কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। ইহা কর্তব্যরূপে কোনও নৈতিক আদর্শের অনুসরণে বা আধ্যাত্মিক ধর্মজীবন লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তৈঃ—যাঁহারা সমাহিতচিত্ত, ভগবানের সহিত যুক্ত তাঁহারাই সাত্ত্বিক তপস্যার অধিকারী।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ সৎকার-মান-পূজার্থম্ (সৎকার, মান ও পূজা লাভের নিমিত্ত) দম্ভেন চ এব (এবং দম্ভসহকারে) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়) ইহ (এই লোকে) চলম্ অধ্রুবম্ (অনিত্য ও অনিশ্চিত) তৎ (সেই তপস্যা) রাজসং প্রোক্তম্ (রাজস নামে কথিত হয়)।

শব্দার্থ ঃ সৎকারমানপূজার্থম্—সৎকার [অবিবেকিগণের কৃত স্তুতি, বাক্‌পূজা] মান [প্রত্যুত্থান, অভিবাদনাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন] ও পূজার [অর্চনা, ধনদানাদি] নিমিত্ত (ম)। ইহ—এই লোকেই (ম)। চলম্—যাহার ফল অল্পকাল-স্থায়ী (ম)। অধ্রুবম্—ফলজনকতা নিয়মশূন্য (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ সৎকার, মান ও পূজা লাভের উদ্দেশ্যে দম্ভসহকারে যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে যাহার ফল অনিত্য ও অনিশ্চিত তাহা রাজস তপস্যা নামে উক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ রাজসিক তপস্যার লক্ষণ ঃ

(১) বাহিরের লোকের নিকট খ্যাতি বা মান-সম্মান লাভের নিমিত্তই রাজসিক তপস্যার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। লোকে বলিবে 'ইনি অতি তপস্বী সাধু', তাহারা প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিবে, পাদপ্রক্ষালন ও ধনদানাদি দ্বারা অর্চনা করিবে। এই প্রকারে অবিবেকী জনসাধারণের নিকট সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভই রাজসিক তপস্যার উদ্দেশ্য।

(২) রাজসিক তপস্যা অহংকে বাড়াইবার নিমিত্ত, নিজেদের ধার্মিকত্ব প্রকাশের জন্য, বাহিরের লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রকার তপস্যায় নৈতিক আদর্শের অনুসরণ বা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত চেষ্টা করা হয় না। কাজেই ইহাদ্বারা জীবনের কোনও স্থায়ী উন্নতি বা পুরুষার্থ লাভ হয় না। ইহাদ্বারা কিছুকালের নিমিত্ত লোকের প্রশংসা বা পূজা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অনিশ্চিত এবং অল্পকালস্থায়ী।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

অন্বয় ঃ মূঢ়গ্রাহেণ (মূঢ়বুদ্ধিবশে) আত্মনঃ পীড়য়া (নিজেকে পীড়া দিয়া) পরস্য উৎসাদনার্থং বা (অথবা অপরের বিনাশার্থ) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপস্যা করা হয়) তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (তাহা তামস নামে কথিত)।

শব্দার্থ ঃ মূঢ়গ্রাহেণ—অবিবেককৃত (শ্রী)। পরস্য উৎসাদনার্থম্—অন্যের বিনাশার্থ (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ অবিবেকবশত নিজের শরীরকে পীড়া দিয়া অথবা অপর লোককে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় তাহা তামস তপস্যা নামে অভিহিত।

ব্যাখ্যা ঃ অবিবেকী মূর্খ লোকেরা অজ্ঞানবশত ইহলোকে কোনও কাম্য বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে বা স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত শরীরকে পীড়া দিয়া বিবিধ ক্লেশকর তপস্যার অনুষ্ঠান করে। শীততাপে উন্মুক্তাবস্থায় থাকিয়া, উপবাস করিয়া, ভূমিতে শয়নাদি ক্লেশকর কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ইহারা মনে করে যে ইহাদ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম বা স্বর্গ লাভ হইবে। তাহারা একথা জানে না যে চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কেবল শারীরিক ক্লেশ দ্বারা কোনও পুরুষার্থ লাভ হয় না। কেহ কেহ অপরের অনিষ্ট-সাধনের উদ্দেশ্যে শত্রুর উচ্ছেদসাধনার্থ কঠোর ক্লেশকর তপশ্চর্যা করিয়া থাকে। ইহারা মূর্খ, অজ্ঞান এবং কুপ্রবৃত্তির বশীভূত। এইরূপ তপস্যাকেই তামস তপস্যা বলা হইয়াছে।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

অন্বয় ঃ দাতব্যম্ ইতি (দেওয়া কর্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে) অনুপকারিণে (অনুপকারী ব্যক্তিকে) দেশে কালে চ পাত্রে চ (উপযুক্ত স্থানে, কালে ও পাত্রে) যৎ দানং দীয়তে (যে দান দেওয়া হয়) তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ (সেই দান সাত্ত্বিক বলিয়া জ্ঞাত)।

শ্লোকার্থ ঃ দান করা কর্তব্য—এই বুদ্ধিতে অনুপকারী ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে, কালে বা পাত্রে যে দান করা হয় তাহা সাত্ত্বিক দান।

ব্যাখ্যা ঃ এস্থলে 'দান' শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে কেবল অর্থদান বা অন্নদান বোঝায় না; বিদ্যাদান, লোকসেবা, এমন কি প্রাণ উৎসর্গ পর্যন্ত এই দানের অন্তর্গত। অন্যান্য কর্মের ন্যায় দানও ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই শ্লোকে সাত্ত্বিক দানের কথা বলা হইয়াছে।

সাত্ত্বিক দান দাতার সদিচ্ছা ও সহানুভূতি হইতে জন্মলাভ করে। ইহা হৃদয়ের পবিত্রতা ও উচ্চভাব হইতে প্রসূত। দাতা কর্তব্যবুদ্ধিতে, নিঃস্বার্থভাবে, প্রসন্নচিত্তে দান করিয়া থাকেন। পূর্বপ্রাপ্ত উপকারের প্রতিদানস্বরূপ অথবা ভবিষ্যতে কোনও উপকার পাওয়া যাইবে এই আশায় যে দান করা হয় তাহা সাত্ত্বিক দান নহে। যাহার নিকট হইতে কোনও উপকার প্রাপ্তির আশা নাই অথবা যে উপকারী নয় এরূপ লোককে দানই সাত্ত্বিক দান।

সাত্ত্বিক দান উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত কালে ও উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত হয়। যে স্থানে দাতার মনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় তাহাই দানের উপযুক্ত স্থান। যে সময়ে দাতার মনে নিঃস্বার্থ, পবিত্র, সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় সেই সময়ই দানের উপযুক্ত কাল। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, রুগ্নকে ঔষধদান, দরিদ্রকে অর্থদান খুবই প্রশংসনীয় কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে দেশে অন্নাভাব না হইতে পারে, রোগের মাত্রা কমিয়া যায়, দারিদ্র্য অন্তর্হিত হয় তজ্জন্য যে দান করা যায় তাহাদ্বারা সমাজের অধিকতর উপকার সাধিত হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দেশে শিক্ষাবিস্তার, ধর্মপ্রচার, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন প্রভৃতি কার্য দ্বারাই দারিদ্র্য, অন্নাভাব, অকালমৃত্যু প্রভৃতি যথাসম্ভব নিবারিত হইতে পারে। কাজেই এই সকল লোকহিতকর কার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহারাই যে দানের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষত এই সকল সাত্ত্বিকপ্রকৃতি লোকদিগের সংস্পর্শে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। সুতরাং এই প্রকার দানকে সাত্ত্বিক দান বলা হইয়াছে।

সাত্ত্বিক দানের পরিণতাবস্থা আত্মদান বা আত্মোৎসর্গ। দাতা যখন আপনাকে জগতে বিলাইয়া দেন, আপনার বলিতে কিছুই রাখেন না তখনই দানের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

অন্বয় ঃ পুনঃ যৎ তু (পরন্তু যেই দান) প্রত্যুপকারার্থম্ (প্রত্যুপকারের

আশায়) ফলম্ উদ্দিশ্য বা (অথবা ফলকামনায়) পরিক্লিষ্টম্ (চিত্তের ক্লেশ সহকারে) দীয়তে চ (দেওয়া হয়) তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ (সেই দান রাজস নামে জ্ঞাত)।

শ্লোকার্থ ঃ পরন্তু প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশায়, স্বর্গাদি কাম্যফল লাভের উদ্দেশ্যে চিত্তের ক্লেশ সহকারে যে দান করা হয় তাহাকে রাজস দান বলে।

ব্যাখ্যা ঃ রাজস দানের লক্ষণ, যথা ঃ

(১) যাহাকে দান করা যায় তাহার বা অন্য লোকের নিকট হইতে দানের সমতুল্য বা ততোধিক উপকার পাওয়া যাইবে এই আশায় যে দান করা হয় তাহা রাজস দান। সাত্ত্বিক দান কর্তব্যবুদ্ধিতে করা হয়, কিন্তু রাজসিক দানে পূর্বপ্রাপ্ত উপকারের প্রতিদান বা ভবিষ্যৎ প্রত্যুপকার লাভের ভাবই প্রবল থাকে। এ-প্রকার দানে প্রকৃত ত্যাগের ভাব থাকে না।

(২) ইহকালে খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও পরকালে স্বর্গলাভ এই প্রকারের কোনও ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যে দান করা হয় তাহাও রাজস দান। অনেক লোকে সুখ্যাতির লোভে বা সমাজে সম্মান-প্রতিপত্তি লাভের আশায় দান করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা খেয়ালের বশে অহংকে বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই এরূপ দান করা হয়।

(৩) রাজস দান দাতার মনের প্রসন্নভাব হইতে উদয় হয় না এবং দাতা সেই কারণে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে না। দান করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও কাহারও খাতিরে, অনুরোধে, আদেশে বা বিরাগভাজনের ভয়ে ক্লেশের সহিত যে দান করা হয় তাহা রাজস দান। এই প্রকার দান অনিচ্ছাকৃত বলিয়া দাতা কোন তৃপ্তি বোধ করে না, বরং দানের দরুন অর্থ বা দ্রব্য ব্যয় হওয়াতে মনে ক্লেশ অনুভব করে এবং দান করিয়া পরে 'কেন দান করিলাম' —ইহা ভাবিয়া অনুতপ্ত হয়।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

অন্বয় ঃ অদেশকালে (অনুপযুক্ত দেশে ও কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (এবং অপাত্রে) যৎ দানং দীয়তে (যে দান দেওয়া হয়) অসৎকৃতম্ (সৎকারহীন) অবজ্ঞাতম্ (অবজ্ঞা সহকারে কৃত) তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (সেই দান তামস)।

শ্লোকার্থ ঃ অনুপযুক্ত দেশে, কালে এবং পাত্রে যে দান করা হয় এবং যে দান সৎকারহীন ও অবজ্ঞা সহকারে কৃত তাহাই তামস দান।

ব্যাখ্যা ঃ তামস দান সাত্ত্বিক দানের বিপরীত লক্ষণযুক্ত, যথা ঃ

(১) তামস দান করা হয় অনুপযুক্ত স্থান, কাল এবং পাত্রে। তামসিক প্রকৃতি-সম্পন্ন লোকদের দান হৃদয়ের কোনও উচ্চভাবপ্রসূত নহে। অজ্ঞানবশত ইহারা দানের উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় করিতে পারে না, আলস্যবশত উপযুক্ত পাত্র-নির্ণয়ের চেষ্টাও করে না। যে স্তাবকতা দ্বারা অথবা মিথ্যা পরিচয় দিয়া দাতাকে বশীভূত করিতে পারে সে সেইরূপ লোককেই দান করে। যাহারা তাহার ন্যায় অলস, কর্মবিমুখ অথবা ভিক্ষোপজীবী তাহাদিগকেই

সে দানের উপযুক্ত পাত্র মনে করে। কালেরও কোনও নিশ্চয়তা নাই ; দেহের এবং চিত্তের অশুচি অবস্থায় যখন তখন দান করা হয়। স্থানেরও বিচার নাই ; যেখানে সেখানে, হাটে বাজারে, রঙ্গালয়ে পতিতার গৃহে অথবা অন্য যে কোনও কুস্থানে দান করা হয়।

(২) সাত্ত্বিক দানে যেমন দানগ্রহীতাকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রদ্ধার সহিত দান করা তামসিক দান সেইরূপ নহে। দানগ্রহীতাকে ভিক্ষুক মনে করিয়া অবজ্ঞার সহিত, ঘৃণার সহিত দান করা হয়।

অজ্ঞানে, অন্ধ প্রবৃত্তির উত্তেজনাবশত, উপযুক্ত স্থান, কাল, পাত্রাদির বিচার না করিয়া, কোন উচ্চভাব দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া, অশ্রদ্ধা অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয় তাহাই তামস দান। দুঃখে বিগলিত বা অন্ধ স্নেহের বশীভূত হইয়া ভাবের উত্তেজনায় যে দান করা হয় তাহাও তামসিক দান।

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩

অন্বয় ঃ ওঁ তৎ সৎ (ওঁ তৎ সৎ) ইতি ত্রিবিধঃ (এই তিন প্রকার) ব্রহ্মণঃ নির্দেশঃ (ব্রহ্মের নামনির্দেশ) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত হয়) তেন (তদ্দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ (ব্রাহ্মণগণ, বেদসমূহ ও যজ্ঞসকল) পুরা (পূর্বকালে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে)।

শ্লোকার্থ ঃ ওঁ তৎ সৎ—ব্রহ্মের এই অব্যয়যুক্ত নাম ব্রহ্মবিদ্‌গণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই ত্রিবিধ নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টির আদিতে ব্রাহ্মণাদি কর্তা, বেদরূপ করণ ও যজ্ঞরূপ কর্ম বিহিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ ওঁ, তৎ ও সৎ—এই তিনটি ব্রহ্মের নাম শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা, 'ওমিত্যক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠম্' (ছান্দোগ্য)—'ওঁ' এই শব্দ পরমাত্মার ঘনিষ্ঠ অতি নিকটবর্তী নাম। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই তৎ (তিনি, ব্রহ্ম)। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' (ছান্দোগ্য)—হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে তিনিই ছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে এই তিন মন্ত্রযোগে ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

অন্বয় ঃ তস্মাৎ (সেই হেতু) ওম্ ইতি উদাহৃত্য (ওম্ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাম্ (ব্রহ্মবাদিগণের) বিধানোক্তাঃ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া (শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম) সততং প্রবর্তন্তে (সর্বদা অনুষ্ঠিত হয়)।

শ্লোকার্থ ঃ পূর্বোক্ত হেতুবশত ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই ত্রিবিধ কর্ম সর্বদা ওঁ উচ্চারণপূর্বক প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু ওঁ এটি ব্রহ্মের ঘনিষ্ট নাম বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে এবং যেহেতু সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই নাম উচ্চারণ করিয়াই ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই কারণে বেদবাদিগণ (অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠাতৃগণ) সর্বদাই

ওঁ শব্দের উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই তিন পুণ্য কর্মে প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মের এই ওঁ-কারের উচ্চারণ দ্বারা কর্মীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে তাঁহার কর্ম যেন অন্তর্নিহিত ব্রহ্মভাবের বিকাশস্বরূপ হয় এবং ব্রহ্মই তাঁহার কর্মের লক্ষ্য হয়।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ তৎ ইতি [উচ্চার্য] (তৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াই) মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ কর্তৃক) ফলম্ অনভিসন্ধায় (ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া) বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ (বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান কর্ম) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়)।

শব্দার্থঃ ফলম্ অনভিসন্ধায়—ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কেবল অন্তঃকরণের শুদ্ধির নিমিত্ত (ম)। মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ—মুক্তিকামী পুরুষগণ কর্তৃক (শ্রী)।

শ্লোকার্থ মুক্তিকামী পুরুষগণ ফলকামনা ত্যাগ করিয়া 'তৎ' শব্দের উচ্চারণপূর্বক বিবিধ যজ্ঞ, দান ও তপস্যার অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যাঃ বেদবাদিগণ কি প্রকারে যজ্ঞাদি আরম্ভ করেন তাহা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে। মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণ কোন প্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া 'তৎ' এই নাম উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, তপস্যা ও দানক্রিয়া আরম্ভ করেন। কোন ফললাভ তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে; ব্রহ্মের যে আনন্দ, মুক্তি ও পবিত্রতা উহাই তাঁহাদের লক্ষ্য। পূর্বশ্লোকে বেদবাদিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত বেদবিহিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যার কথা এবং এই শ্লোকে মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সর্ববিধ (বিবিধ) যজ্ঞদান-ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) সদ্ভাবে (সৎ অর্থাৎ আছে বা অস্তিত্ব—এই অর্থ বুঝাইতে) সাধুভাবে চ (এবং শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইতে) সৎ ইতি এতৎ ('সৎ' এই শব্দ) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) তথা প্রশস্তে কর্মণি (এবং মঙ্গলজনক কর্মেও) সৎ শব্দঃ যুজ্যতে ('সৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, সদ্ভাব (কোনও বস্তুর অস্তিত্ব) ও সাধুভাব (কোনও বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব) বুঝাইতে এবং বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্মে শিষ্ট ব্যক্তিগণ 'সৎ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যাঃ 'ওঁ' ও 'তৎ' শব্দ কি উপলক্ষে উচ্চারিত হয় তাহা বলা হইয়াছে। এখন 'সৎ' শব্দ কোথায় উচ্চারিত হয় তাহাই বলা হইতেছে। 'সৎ' শব্দ সত্তা (স্থিতি) এবং সাধু (উত্তম, পবিত্র) ভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। কোনও বস্তুর সত্তা জন্মিলে, যেমন অবিদ্যমান পুত্রের জন্মলাভ অথবা অবিদ্যমান থাকিবার আশঙ্কা-সত্ত্বেও যদি বিদ্যমানতা দেখা যায় এবং অসৎবৃত্তের সৎবৃত্ত হইলে, অসাধুত্বের আশঙ্কায় সাধুত্ব দৃষ্ট হইলে এবং বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্মে শিষ্ট ব্যক্তিগণ 'সৎ'

শব্দের উচ্চারণ করেন। শাস্ত্রে কোনও শুভ কর্ম সম্পাদন করিবার পূর্বে ভগবানের নাম স্মরণ করার উপদেশ আছে। এই প্রকারের স্মরণ দ্বারা চিত্তের নির্মলতা সাধিত হয়, সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় এবং কর্মের কোনও বৈগুণ্য বা অঙ্গহীনতা থাকিলে তাহাও বিনষ্ট হয়। 'সৎ' শব্দদ্বারা ভগবানের নাম স্মরণ করা হয়।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

অন্বয়ঃ যজ্ঞে তপসি দানে চ (যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে) স্থিতি (নিষ্ঠা) সৎ ইতি চ উচ্যতে (সৎ বলিয়া কথিত হয়) তদর্থীয়ং কর্ম চ (এই উদ্দেশ্যে কৃত কর্মকেও) সৎ ইতি এব অভিধীয়তে (সৎ বলা হয়)।

শব্দার্থঃ স্থিতিঃ—তৎপরতার সহিত অবস্থিতি, নিষ্ঠা (ম)। তদর্থীয়ম্—পরমেশ্বরপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃত (নী); ভগবদর্পণ-বুদ্ধিতে ক্রিয়মাণ (ম))

শ্লোকার্থঃ যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে নিষ্ঠা বা তৎপরতার সহিত অবস্থিতিকে সৎ বলে এবং ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে ক্রিয়মাণ কর্মও সৎ বলিয়া উক্ত হয়।

ব্যাখ্যাঃ যজ্ঞ, দান ও তপস্যাতে যে নিষ্ঠা বা তৎপরতা দেখা যায় তাহাও সৎ নামে অভিহিত হয়। কারণ এই তিনটি কর্ম আমাদিগের চিত্তকে শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া ভগবদুন্মুখ করে। ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া যে কর্ম করা হয় তাহাও সৎ। এইপ্রকার নিষ্কাম ভাগবত কর্মসম্পাদনই সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়। মোটের উপর যাহা পুরুষকে নীচের সত্তা হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়া লয়, যাহা প্রাকৃত জীবন হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া ভাগবত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তাহাকেই সৎ বলা হয়।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধার সহিত কৃত) হুতম্ (হোম) দত্তম্ (দান) তপ্তং তপঃ (অনুষ্ঠিত তপস্যা) যৎ চ কৃতম্ (এবং আর কিছু করা যায়) [সে সমস্ত] অসৎ ইতি উচ্যতে (অসৎ বলিয়া উক্ত হয়) তৎ (তাহা) ন ইহ (না ইহলোকে) নো [ন+উ] প্রেত্য (না পরলোকে) [ফলদান করে]।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা অন্য যে কোনও কর্ম অশ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে তাহা অসৎ বলিয়া কথিত হয়। সেই সকল কর্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও ফলপ্রদ হয় না।

ব্যাখ্যাঃ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অথবা অন্য যে কোনও কর্ম অশ্রদ্ধার সহিত ভগবানকে স্মরণ না করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে অসৎ বলিয়া গণ্য হয়। এই প্রকারের অসৎ কর্ম দ্বারা ঐহিক বা পারত্রিক কোন প্রকার ইষ্টই সাধিত হয় না। যেহেতু শ্রদ্ধাই আমাদের জীবনের মূল নীতি, অতএব যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা অন্য যে কোনও কর্ম অশ্রদ্ধার সহিত করা হইলে তাহাই মিথ্যা, অর্থহীন এবং অসার হয়। উহা আমাদের জীবনকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে লইয়া যাইতে পারে না; আমাদিগকে কোন স্থায়ী সত্যে পৌঁছাইতে পারে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

॥ মোক্ষযোগ ॥

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১

অন্বয়ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—হৃষীকেশ (হৃষীকেশ) মহাবাহো (হে মহাবাহু) কেশিনিসূদন (হে কেশিহন্তা) সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বম্ (সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব) পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি (পৃথকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি)।

শব্দার্থঃ হৃষীকেশ—সর্বেন্দ্রিয় নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণ (শ্রী)। কেশিনিসূদন—কেশি নামক দৈত্যের হত্যাকারী (শ্রী)। তত্ত্বম্—ভাব বা স্বরূপ, যাথাত্ম্য (শ)। পৃথক্—পরস্পর বিভাগ দ্বারা (শ); সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে (ম)।

শ্লোকার্থঃ অর্জুন বলিলেন—হে মহাবাহু, হে হৃষীকেশ, হে কেশিহন্তা, আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগ—এই দুইয়ের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথকভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাখ্যাঃ এই অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জুন ত্যাগ ও সন্ন্যাসের তত্ত্ব জানিবার প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কৃষ্ণ, আমি সন্ন্যাস এবং বিভিন্ন প্রকার ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক পৃথক জানিতে ইচ্ছা করি।

প্রাচীন ভারতের ধর্মোপদেষ্টাদের মধ্যে এবিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করেন; আবার কেহ কেহ কতকগুলি নিত্যকর্ম, যেমন যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করিবার উপদেশ দেন না। মুক্তজীবন লাভের পক্ষে বিষয়টি অতীব গুরুতর। এই কারণে গীতাতে ইহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহা আলোচিত হইলেও শেষ অধ্যায়ে চরম সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে এই প্রশ্নের পুনরুত্থাপন করা হইল।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং (কাম্য কর্মের ত্যাগকে) সন্ন্যাসং বিদুঃ (সন্ন্যাস বলেন) বিচক্ষণাঃ (জ্ঞানিগণ) সর্বকর্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুঃ (সর্বকর্মফলত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন)।

শব্দার্থঃ কবয়ঃ—পণ্ডিতগণ (শ); সূক্ষ্মদর্শিগণ (ম); বিদ্বানগণ (রা)। কাম্যানাম্ কর্মণাম্—ফলকামনাবশতঃ অনুষ্ঠিত অন্তঃকরণশুদ্ধির অনুপযুক্ত অশ্বমেধাদিযজ্ঞের (ম); পুত্রকামনা, স্বর্গকামনায় বিহিত যজ্ঞাদির (শ্রী), পুত্রেষ্টি

জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের (ব)। ন্যাসম্—পরিত্যাগ (শ); স্বরূপতঃ ত্যাগ (ম)। সন্ন্যাসম্—অনুষ্ঠেয়রূপে প্রাপ্ত কর্মের অনুষ্ঠান (শ); সম্যক্ ফলের সহিত সমস্ত কর্মের ত্যাগ (শ্রী)। বিচক্ষণাঃ—পণ্ডিত (শ), বিচারকুশল (ম), নিপুণ (শ্রী) ব্যক্তিগণ। সবকর্মফলত্যাগং—নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠীয়মান সমস্ত কর্মের আত্মসম্বন্ধী ফলের পরিত্যাগ (শ); সমস্ত কাম্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের ফলমাত্র ত্যাগ (শ্রী); সমস্ত কাম্য ও নিত্য কর্মের ফলত্যাগপূর্বক সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠান (ম)।

শ্লোকার্থঃ শ্রীভগবান বলিলেন—কাম্য কর্মের ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে সমস্ত কর্মের ফলত্যাগই জ্ঞানিগণ ত্যাগ নামে আখ্যা দেন।

ব্যাখ্যাঃ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিলেন—পণ্ডিত ও শাস্ত্রকারগণ কাম্য কর্মের ত্যাগকে (অননুষ্ঠানকে) সন্ন্যাস নামে অভিহিত করেন। আর সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও উহাদের ফলত্যাগ করার নামই ত্যাগ। এই শ্লোকে সন্ন্যাস ও ত্যাগের পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং এই সংজ্ঞা হইতেই উহাদের পার্থক্য বোঝা যাইবে। সন্ন্যাস বলিতে বোঝায় কর্মের সম্যক ন্যাস অর্থাৎ রাখিয়া দেওয়া বা ছাড়িয়া দেওয়া। যখন কর্মই একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ উহার অনুষ্ঠান করা না হয় তখনই হইল সন্ন্যাস। আর ত্যাগ বলিতে কর্ম একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া বোঝায় না; ত্যাগের অর্থ কর্ম ও কর্মফলে আসক্তির ত্যাগ। ত্যাগের অর্থ আন্তরিক ত্যাগ, কামনাবাসনা ত্যাগ। সন্ন্যাস অর্থ কর্মের বাহ্যিক ত্যাগ, ইহার সহিত আন্তরিক ত্যাগও থাকে। নচেৎ প্রকৃত সন্ন্যাস হয় না।

যে কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত করা হয় তাহাই কাম্য কর্ম। আমাদের সাংসারিক কর্ম সমস্তই কাম্য কর্ম। কারণ এই প্রকারের প্রত্যেক কর্মেই ফলাকাঙ্ক্ষা বর্তমান থাকে। কিন্তু কতকগুলি কর্ম আপনা হইতেই হইয়া থাকে, যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস, চক্ষুর উন্মীলন, নিমীলন ইত্যাদি। আবার কতকগুলি কর্ম পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানের দরুন এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে উহাদের অনুষ্ঠানে বুদ্ধির কোনও প্রয়োগ করিতে হয় না, যেমন—গমন, ভোজন, ভাষণ ইত্যাদি। এই সকল কর্মে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া ইহারা কাম্য কর্মের অন্তর্গত নহে। বৈদিক কর্মের মধ্যে যজ্ঞাদি কর্ম প্রায়ই ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত নিষ্পন্ন হয়—কোনও যজ্ঞে স্বর্গলাভ, কোনও যজ্ঞে পুত্রলাভ প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা করা হয়। এজন্য ইহারা কাম্য কর্ম। পক্ষান্তরে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্মে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া উহারা কামকর্ম নহে। উহারা নিত্য কর্ম মধ্যে পরিগণিত। এজন্য ইহাদের অনুষ্ঠানে কোন ফললাভ হয় না; কিন্তু অকরণে প্রত্যবায় আছে।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

অন্বয়ঃ একে মনীষিণঃ (কোন কোন পণ্ডিত) কর্ম দোষবৎ (কর্ম মাত্রই দোষযুক্ত) ইতি ত্যাজ্যম্ (অতএব ত্যাজ্য) প্রাহুঃ (এইরূপ বলেন) অপরে চ (অপর কেহ কেহ) যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম ন ত্যাজ্যম্ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাজ্য নহে) ইতি (এইরূপ বলেন)।

শব্দার্থঃ একে মনীষিণঃ—সাংখ্যাদি দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ (শ)। দোষবৎ—বন্ধনের হেতু বলিয়া দোষযুক্ত (ম)। ত্যাজ্যম্—যেরূপ রাগদ্বেষাদি ত্যাজ্য

তদ্রূপ ত্যাগের উপযুক্ত (শ); কর্মাধিকারিগণেরও ত্যাজ্য (ম)। অপরে—মীমাংসকগণ (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ কোনও কোনও পণ্ডিত (সাংখ্যবাদিগণ) বলেন যে বন্ধনের হেতু বলিয়া কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, সুতরাং উহা সম্যক্ পরিত্যাগ করা উচিত। অন্য কেহ কেহ (মীমাংসকগণ) বলেন যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই তিন কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যা ঃ যে কর্মসন্ন্যাসের অর্থাৎ কর্মের অননুষ্ঠানের কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে পাণ্ডিতাদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ (সাংখ্যবাদিগণ) বলেন কর্মমাত্রই দোষাবহ, কারণ কর্ম পুরুষকে সংসারে বন্ধন করে, ইহা জ্ঞানের পরিপন্থী ; অতএব মুমুক্ষু বা মুক্ত পুরুষের পক্ষে গমন, ভোজনাদি অভ্যস্ত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বিহিত নহে। এই সম্প্রদায়ের মতে যিনি ভিক্ষাটনাদি ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

আবার কাহারও কাহারও (মীমাংসকগণ) মতে যজ্ঞ, তপস্যা ও দান—এই কর্ম তিনটি কাহারও পক্ষে ত্যাগ করা কর্তব্য নয়। কারণ এই সকল কর্ম চিত্তশুদ্ধিকর কাজেই উহারা জ্ঞানলাভের বিরোধী নহে, বরং সহায়ক। এই সকল কর্ম বিহিত কর্ম, এবং ইহারা মোক্ষের অনুকূল বলিয়া সন্ন্যাসীর পক্ষেও এই সকল কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নহে।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪

অন্বয় ঃ ভরতসত্তম (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ বিষয়ে) মে নিশ্চয়ং শৃণু (আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর) পুরুষব্যাঘ্র (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ (ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে)।

শ্লোকার্থ ঃ হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এই ত্যাগ বিষয়ে আমার নিশ্চিত মত শ্রবণ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে কর্মত্যাগ সম্বন্ধে পাণ্ডিতাদিগের বিভিন্ন মত উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তোমাকে কর্মত্যাগ সম্বন্ধে পণ্ডিতাদিগের বিভিন্ন মত বলিয়াছি। এখন এ বিষয়ে আমার নিশ্চিত মত শ্রবণ কর। সত্ত্বাদি গুণভেদে কর্মত্যাগ তিন প্রকারের হইতে পারে—সাত্ত্বিক ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ ও তামসিক ত্যাগ। যিনি কর্মত্যাগ করেন তাঁহার মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই বিভাগ করা হইয়াছে। কাজেই এই মনোভাবের উপরই ত্যাগের উপযোগিতা নির্ভর করে।

এস্থলে 'ত্যাগ' শব্দে ইহার সাধারণ অর্থ কর্মের বাহ্যিক ত্যাগই বুঝাইতেছে। এই তিন প্রকার কর্মত্যাগের লক্ষণ ও ফল পরবর্তী সপ্তম হইতে নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

অন্বয় ঃ যজ্ঞদানতপঃকর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য

নহে) তৎ কার্যম্ এব (তাহা নিশ্চয়ই কর্তব্য) যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব (যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা) মনীষিণাং পাবনানি (মনীষীদের চিত্তশুদ্ধিকর)।

শব্দার্থ ঃ মনীষিণাম্—যাহাদের ফলাভিসন্ধি নাই এইপ্রকার লোকদিগের (ম)। পাবনানি—বিশুদ্ধিকারক (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই তিন কর্ম পণ্ডিতগণের চিত্তশুদ্ধির হেতু। অতএব এই সকল কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে।

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬

অন্বয় ঃ পার্থ (হে পার্থ) এতানি অপি কর্মাণি (এই সকল কর্মও) সঙ্গং ফলানি চ ত্যক্তা কর্তব্যানি (ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া করিতে হইবে) ইতি মে (ইহাই আমার) নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্ (নিশ্চিত ও উত্তম মত)।

শব্দার্থ ঃ সঙ্গম্—'আমিই করিতেছি' ঃ এরূপ কর্তৃত্বাভিনিবেশ (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই সকল কর্মও কর্তৃত্বাভিমান ও ফলত্যাগ করিয়া করা কর্তব্য। হে অর্জুন, ইহাই আমার উত্তম নিশ্চিত মত বলিয়া জানিও।

ব্যাখ্যা ঃ (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক)—যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন পন্ডিতের বিরোধী মত তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে গীতার মত এই যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ ইহারা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের চিত্তশুদ্ধিকর ; ইহারা সংসারে বন্ধনের কারণ না হইয়া পুরুষকে মোক্ষের পথেই লইয়া যায়। সুতরাং এই সকল কর্ম কখনও ত্যাগ করিবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি এই সকল কর্ম আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত করা যায় তবেও কি উহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মোক্ষের অনুকূল হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান বলিলেন—না, তা নয়। এই সকল কর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়াই সম্পাদন করিতে হইবে। অন্যথা উহারা মোক্ষপ্রদ না হইয়া বন্ধনেরই কারণ হইবে।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭

অন্বয় ঃ নিয়তস্য তু কর্মণঃ সন্ন্যাসঃ (নিয়ত কর্মের ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (সঙ্গত নহে) মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ (মোহবশত উহার ত্যাগ) তামসঃ পরিকীর্তিতঃ (তামস বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থ ঃ নিয়তস্য কর্মণঃ—নিত্য কর্মের (শ); নিত্য নৈমিত্তিক মহাযজ্ঞাদি কর্মের (রা)। সন্ন্যাসঃ—ত্যাগ (ম)। ন উপপদ্যতে—শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপযুক্ত নহে (ম); সত্ত্বশুদ্ধিপূর্বক মোক্ষের উৎপাদক বলিয়া উচিত নয় (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ নিত্য করণীয় বিহিত কর্মসকলের সন্ন্যাস অর্থাৎ সম্পূর্ণ ত্যাগ উচিত নহে। মোহবশত ঐসকল কর্ম ত্যাগ করিলে সেই ত্যাগ তামস ত্যাগ নামে কথিত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ নিয়ত কর্ম বলিতে বোঝায় ঃ (১) শাস্ত্রবিহিত কর্ম—শাস্ত্রে যে সকল কর্ম নিত্য কর্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে উহারা নিয়ত কর্ম ; যেমন, সন্ধ্যাবন্দনাদি। ঐসকল কর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা কোনও ফললাভ হয় না, অথচ না করিলে প্রত্যবায় আছে। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ইহারাও এই নিয়ত কর্মের অন্তর্গত। (২) বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম—প্রত্যেক বর্ণের ও আশ্রমের নির্দিষ্ট কর্মগুলিও নিয়ত কর্ম ; যেমন, ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি। এই সকল কর্মকে স্বভাবনিয়ত কর্মও বলা হয়। কারণ মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি দ্বারাই এই সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। (৩) ভগবৎ-প্রীত্যর্থ কর্ম—অর্থাৎ ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় যে সকল কর্ম কৃত হয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা যে সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাই প্রকৃত নিয়ত কর্ম।[১]

এই সকল নিয়ত কর্ম পরিত্যাগ করা কখনও কর্তব্য নহে। ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া এই সকল কর্ম সম্পাদন করিলে তাহাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং জ্ঞানলাভের অনুকূল বলিয়া ইহাদের দ্বারা সংসারে বন্ধন হয় না। কিন্তু অজ্ঞানী মানুষ নানা কারণে এই সকল নিয়ত কর্মও ত্যাগ করিয়া থাকে। তামস প্রকৃতির লোকেরা নিদ্রায় ও আলস্যে কাল কাটাইতে চায় ; কর্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই তাহাদের প্রকৃতিগত স্বভাব, কর্মহীনতার উপরই আসক্তি, 'সঙ্গস্তু অকর্মণি'। সেইজন্য ইহাদের মোহ বা বুদ্ধিভ্রম জন্মে। ফলে ইহারা বিহিত কর্মও ত্যাগ করে। এই প্রকারের ত্যাগ তামস ত্যাগ। এই তামস ত্যাগ অতি হীন, ইহাদ্বারা ত্যাগের প্রকৃত ফললাভ করা দূরে থাকুক এই প্রকারের কর্মত্যাগ দ্বারা পুরুষের অধোগতিই ঘটিয়া থাকে।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

অন্বয় ঃ [যিনি] দুঃখম্ ইতি এব (ইহা দুঃখকর বলিয়া) কায়ক্লেশভয়াৎ (দৈহিক কষ্টের ভয়ে) যৎ কর্ম ত্যজেৎ (যে কর্ম ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগং কৃত্বা (রাজস ত্যাগ করিয়া) ত্যাগফলং ন এব লভেৎ (ত্যাগের ফল প্রাপ্ত হন না)।

শব্দার্থ ঃ কর্ম—নিত্যকর্ম, বিহিত কর্ম (ব)। ত্যাগফলম্—সাত্ত্বিক ত্যাগের জ্ঞাননিষ্ঠা-লক্ষণাত্মক ফল (ম); জ্ঞানপূর্বক সর্বকর্মের মোক্ষার্থ ফল (শ); জ্ঞানশিক্ষা (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ কর্মের অনুষ্ঠান দুঃখকর এরূপ মনে করিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্মের যে ত্যাগ তাহাই রাজস ত্যাগ। এই কারণে কর্মত্যাগ করিলেও প্রকৃত ত্যাগের ফললাভ করা যায় না।

ব্যাখ্যা ঃ এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা দুঃখকর বলিয়াই বিহিত কর্ম ত্যাগ করে। ইহাদের কর্মহীনতার উপর কোনও আসক্তি নাই, বরং কর্মের দিকেই ঝোঁক। কিন্তু কর্মের আরম্ভ হইলেও পরিণামে নিষ্ফলতা বা বিপরীত ফলের দরুন বহু শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই কারণে ইহারা অনেক সময় বিহিত

১ তৃতীয় অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কর্মও ত্যাগ করে আবার অনেকে শোক-দুঃখাদিতে ক্লিষ্ট হইয়া অথবা সাংসারিক জীবন অসার, মূল্যহীন এবং উদ্বেগকর মনে করিয়া সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া কর্ম ত্যাগ করে। এই প্রকারে ত্যাগের নাম রাজসিক ত্যাগ। এইরূপ ত্যাগের দ্বারা ত্যাগের ফল যে মোক্ষ বা সংসারবন্ধন তাহা হইতে মুক্তি লাভ হয় না।

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

অন্বয় ঃ অর্জুন (হে অর্জুন) সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা (আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া) কার্যম্ এব ইতি (ইহা কর্তব্য মনে করিয়া) যৎ নিয়তং কর্ম ক্রিয়তে (যে কোনও নিয়ত কর্ম কৃত হয়) স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মত (সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থ ঃ কার্যম্—কর্তব্য (শ); ফলশ্রুতি না থাকিলেও বিহিত বলিয়া করণীয় (ম)। নিয়তম্—অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত (শ্রী); নিত্য (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, যে বিহিত কর্ম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার অনুষ্ঠানকালে কর্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফলত্যাগ করিলেই ঐ ত্যাগ সাত্ত্বিক ত্যাগ নামে অভিহিত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব দুই শ্লোকে তামসিক ও রাজসিক ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। ঐ প্রকারের ত্যাগ হেয় ; উহাদ্বারা ত্যাগের ফল যে চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা লাভ হয় না।

পক্ষান্তরে যাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন, যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত তাঁহারা তাঁহাদের নিয়ত কর্ম ছাড়িয়া দেন না। যাহা শাস্ত্রবিহিত, যাহা স্বভাবনিয়ত, যাহা ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট—এরূপ সমস্ত কর্মই তাঁহারা কর্তব্যবোধে সম্পাদন করেন। কর্মহীনতাই মোক্ষের হেতু—এ-প্রকারের মোহ তাঁহাদের নাই এবং কর্ম করিতে গেলে যে শারীরিক ক্লেশ, মানসিক কষ্ট হইবে তাহাতেও তাঁহারা ভীত হন না। কিন্তু কোনও কর্মের উপর বা কর্মফলের উপর তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। এই কর্ম করিলে আমার এই কামনা পূর্ণ হইবে, এই ঈপ্সিত ফল লাভ হইবে অথবা এই কর্ম করাই চাই—এরূপ কোন ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা কোনও কর্মের অনুষ্ঠান করেন না। তাঁহাদের কর্ম যে কেবল ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত তাহা নহে, তাঁহারা কর্তৃত্বাভিমানও বিসর্জন দিয়া থাকেন। তাহাদের ত্যাগ বাহ্যিক ত্যাগ নহে, ইহা প্রকৃত আন্তরিক ত্যাগ। কাজেই নিয়ত কর্মসকলের বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিয়াও অন্তরে তাঁহারা পূর্ণ ত্যাগীই থাকেন।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

অন্বয় ঃ সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (জ্ঞানী) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়শূন্য) ত্যাগী (সাত্ত্বিক ত্যাগী পুরুষ) অকুশলং কর্ম ন দ্বেষ্টি (দুঃখজনক কর্মে দ্বেষ করেন না) কুশলে ন অনুষজ্জতে (সুখকর কর্মেও আসক্ত হন না)।

শব্দার্থ ঃ ত্যাগী—সাত্ত্বিক-ত্যাগযুক্ত, পূর্বোক্ত প্রকারে কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠানকারী (ম)। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ—সত্ত্বগুণ প্রধান, সত্ত্বগুণ-দ্বারা ব্যাপ্ত (শ্রী); অতিধীর (ম)। মেধাবী—আত্মজ্ঞান-লক্ষণাত্মক প্রজ্ঞা-সংযুক্ত (শ); স্থিরবুদ্ধি (শ্রী); 'আমিই ব্রহ্ম' ঃ এইভাবে ব্রহ্মের সহিত একাত্মজ্ঞানের নাম মেধা, তদ্দ্বারা যুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ (ম)। ছিন্নসংশয়ঃ—বিদ্যারূপ মেধাদ্বারা যাহার অবিদ্যারূপ সংশয় ছিন্ন হইয়াছে (ম); আত্মস্বরূপে অবস্থানই পরম নিশ্রেয়স, অন্য কিছু নয় ঃ এরূপ যাহার নিশ্চয়বোধ হইয়াছে (শ); যাহার সংশয় [মিথ্যাজ্ঞান] নষ্ট হইয়াছে (শ্রী); ক্লেশকর বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞান জন্মিবে কিনা ঃ এরূপ সংশয় যাহার বিনষ্ট হইয়াছে (ব)। অকুশলম্—অশোভন (ম); দুঃখাবহ (শ্রী); শৈত্যে প্রাতঃস্নানাদি দুঃখদ (ব)। ন দ্বেষ্টি—ক্ষীণকর্মত্বহেতু প্রতিকূল মনে করে না (ম)। কুশলে—শোভন নিত্যকর্মাদিতে (ম); সুখদ নিদাঘ স্নানাদিতে (শ্রী)। ন অনুষজ্জতে—প্রীতিলাভ করে না (শ্রী); আসক্ত হয় না।

শ্লোকার্থ ঃ সত্ত্বগুণযুক্ত স্থিরবুদ্ধি সংশয়রহিত ত্যাগী পুরুষ কোনও কর্ম দুঃখকর বলিয়া তাহাতে দ্বেষ করেন না, এবং কোনও কর্ম সুখকর বলিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ বুঝাইবার পর এই শ্লোকে সাত্ত্বিক ত্যাগী কি ভাবে কর্ম করেন তাহাই বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ হওয়াতে সাত্ত্বিক কর্মী আত্মাকেই একমাত্র সৎ পদার্থ জানিয়া নশ্বর জাগতিক পদার্থে অনুরক্ত হন না। বিষয়াকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা অনুভব করেন তাঁহার বিষয়াসক্তি থাকিবে কি প্রকারে ?

জ্ঞানীর সকল সংশয় ছিন্ন হয়। অজ্ঞানীর চিত্ত সর্বদাই সংশয় দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। কোন বস্তু সৎ, কোন বস্তু অসৎ তাহা সে নির্ণয় করিতে পারে না। কর্ম-ক্ষেত্রেও তাহার চিত্ত সর্বদা বিভিন্নমুখী কামনা দ্বারা আন্দোলিত হওয়াতে সে প্রকৃত কর্তব্য কি তাহা স্থির করিতে পারে না ; কখনও একাজ, কখনও ওকাজ ভাল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জ্ঞানীর চিত্ত সংশয়বর্জিত। তিনি পরমেশ্বরকে একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়া জানেন, সুতরাং সাংসারিক কোনও ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার চিত্ত বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয় না। তাঁহার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিসংশয়রূপে কর্তব্য কর্ম স্থির করিয়া দেয়।

এই প্রকারের জ্ঞানী কর্মী কোনও কর্ম দুঃখকর বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্তি হন না, আবার কোনও কর্ম সুখপ্রদ বলিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহার অহংবুদ্ধি নাই। নিজের কোনও লাভের আশায় বা সুখের অনুসন্ধানে বা আকাঙ্ক্ষার পীড়নে তিনি কোন কর্ম আরম্ভ করেন না, দুঃখ বা ক্ষতির আশংকায়ও কোনও কর্ম ত্যাগ করেন না তিনি সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া কর্মের ফলাফল ভগবানের উপর অর্পণ করিয়া সমস্ত বিহিত কর্ম সম্পাদন করেন।

> ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
> যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

অন্বয় ঃ দেহভৃতা (দেহধারী ব্যক্তি) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) কর্মাণি ত্যক্তুম্ (কর্মসকল ত্যাগ করিতে) ন হি শক্যম্ (সক্ষম হয় না) যঃ তু কর্মফলত্যাগী (যিনি কর্মফল ত্যাগ করিয়াছেন) সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন)।

শব্দার্থ ঃ দেহভৃতা—দেহেতে আত্মাভিমানকারী অজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক (শ); 'আমি মানুষ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ' ঃ এরূপ অভিমানকারী অজ্ঞ লোক কর্তৃক (ম)। অশেষতঃ—নিঃশেষে (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ দেহধারী ব্যক্তি কখনও সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিতে পারে না ; সুতরাং যিনি ফলত্যাগ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে ত্যাগ ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে গীতার মতের উপসংহার করা হইয়াছে। যাঁহারা সন্ন্যাসের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে কর্মমাত্রই যখন দোষাবহ তখন সমস্ত কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ করাই মুমুক্ষু লোকের একান্ত কর্তব্য। ইহার উত্তরে গীতা বলিতেছেন যে কর্মমাত্রই যদি বন্ধনের কারণ হয় তবে এই বন্ধন হইতে মানুষের মুক্তির আর উপায় থাকে না। কারণ দেহধারী মানুষ তো সকল কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ করিতে পারে না। গমন, ভোজন প্রভৃতি শারীরিক কর্ম এবং চিন্তন, স্মরণ, কল্পনা প্রভৃতি মানসিক কর্ম তো আপনা হইতেই হইয়া থাকে। যতদিন দেহ আছে ততদিন এই সকল কর্ম ছাড়িবার উপায় নাই। কাজেই কর্মত্যাগ বলিতে কর্মের বাহ্যিক ত্যাগ বোঝায় না ; ত্যাগের অর্থ ফলত্যাগ, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া সমস্ত বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই ত্যাগী।

পূর্বেও বলা হইয়াছে, এস্থলেও বলা হইতেছে যে কর্মের বন্ধনশক্তি উহার বাহ্যিক অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন নহে। যে ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ হইতে কর্ম সম্পাদিত হয় তাহাই বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব মুক্তিলাভের পক্ষে কর্মের ফলত্যাগই একান্ত আবশ্যক, বাহ্যিক ত্যাগের কোনও প্রয়োজন নাই। যিনি ফলত্যাগ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ত্যাগী, প্রকৃত সন্ন্যাসী।[১]

> অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
> ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২

অন্বয় ঃ অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রং চ (অনিষ্ট, ইষ্ট এবং মিশ্র) ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ (কর্মের এই ত্রিবিধ ফল) অত্যাগিনাম্ (অত্যাগীদিগের) প্রেত্য (পরকালে) ভবতি (হইয়া থাকে) সন্ন্যাসিনাং তু ক্বচিৎ ন (কিন্তু সন্ন্যাসী অর্থাৎ ফলত্যাগীদিগের কখনও হয় না)।

শব্দার্থ ঃ অত্যাগিনাম্—অজ্ঞ কর্মীদিগের (শ); কর্মফল ত্যাগ করিয়াও কর্মানুষ্ঠানকারী অজ্ঞ গৌণ সন্ন্যাসীদের (ম)। প্রেত্য—শরীরত্যাগের পরে, মরণের পর (নী); সত্ত্বশুদ্ধির পূর্বে মৃতব্যক্তিদের (ম)। কর্মণঃ—ধর্মাধর্মলক্ষণাত্মক পূর্বকৃত কর্মের (শ, ম)। ফলম্—শরীরগ্রহণ (ম)। অনিষ্টম্—প্রতিকূল লক্ষণাত্মক (শ, ম)। ইষ্টম্—অনুকূল লক্ষণাত্মক (শ, ম)। মিশ্রম্—ইষ্টানিষ্ট সংযুক্ত (ম); মনুষ্যলক্ষণাত্মক (শ)। সন্ন্যাসিনাম্—পরমার্থসন্ন্যাসী

---

১ ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ পরমহংস পরিব্রাজকদের (শ); প্রকৃত কর্মফলত্যাগীদের (শ্রী) পূর্বোক্ত ত্যাগীদের (ব); কর্তৃত্বাদি পরিত্যাগীদের (রা)।

শ্লোকার্থ : যাহারা ফলত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে পারে না, স্বীয় কর্মানুসারে তাহারা ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র—এই তিন প্রকারের ফলভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সন্ন্যাসী অর্থাৎ যাঁহারা ফলের সহিত কর্ম ত্যাগ করেন অথবা ফল ত্যাগ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগকে উক্ত কোনপ্রকার কর্মফল ভোগ করিতে হয় না।

ব্যাখ্যা : যে ত্যাগী ও অত্যাগীদের কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে মৃত্যুর পর তাহাদের কি অবস্থা হয় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। যাহারা এই সংসারে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম করে তাহাদিগকে পরকালে এবং ইহকালেও সেই কর্মের ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু এস্থলে পারলৌকিক ফললাভের কথাই বলা হইয়াছে।

এই কর্মফল তিন প্রকার : (১) যাহারা সর্বদা পাপকার্যের অনুষ্ঠান করে, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিই যাহাদের কর্মের একমাত্র লক্ষ্য তাহাদের অনিষ্ট ফল হয়; মৃত্যুর পর ইহাদের নরকবাস অথবা পশ্বাদি যোনিতে জন্ম হয়। (২) যাহারা কখনও শুভ বাসনা, কখনও অশুভ বাসনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া পুণ্য এবং পাপ উভয়বিধ কর্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ করে। (৩) আর যাহারা সর্বদা শুভবাসনা প্রণোদিত হইয়া পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করে তাহাদের মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ হয় এবং তৎপরেও তাহারা উত্তম জন্মলাভ করে।

কিন্তু যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা এবং অহংভাব ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন তাঁহাদের কর্মফল ভোগ করিতে হয় না।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩

অন্বয় : মহাবাহো (হে মহাবাহু) সর্বকর্মণাং সিদ্ধয়ে (সর্বকর্মের সিদ্ধির নিমিত্ত) সাংখ্যে কৃতান্তে (সাংখ্য ও বেদান্ত সিদ্ধান্তে) প্রোক্তানি (বিশেষরূপে উক্ত) এতানি পঞ্চ কারণানি (এই পাঁচটি কারণ) মে নিবোধ (আমার নিকট শ্রবণ কর)।

শব্দার্থ : সাংখ্যে—জ্ঞাতব্য পদার্থ যে শাস্ত্রে সংখ্যাত হয় তাহাই সাংখ্য [বেদান্ত] (শ); সম্যক্ খ্যাত [জ্ঞাত] হয় পরমাত্মা ইহাদ্বারা ইতি সাংখ্য [তত্ত্বজ্ঞান] তাহাতে প্রকাশমান আত্মবোধ, তাহাতে (শ্রী)। কৃতান্তে—কৃতের [কর্মের] অন্ত [পরিসমাপ্তি] যাহাতে (শ); বেদান্ত সিদ্ধান্তে (শ্রী); সমস্ত কর্মহেতুর পরমাত্মাই প্রবর্তক এরূপ নির্ণয়কারী (ব)।

শ্লোকার্থ : বস্তুসকলের তত্ত্বনির্ণায়ক বেদান্ত ও সাংখ্যশাস্ত্রমতে প্রত্যেক কর্মের পাঁচটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইসকল কারণ আমার নিকট শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা : সাংখ্যশাস্ত্রে কর্মের পাঁচটি কারণ নির্দিষ্ট আছে। পরবর্তী শ্লোকে এই কারণগুলি বিবৃত হইবে। 'কৃতান্ত' শব্দের অর্থ কৃতের অর্থাৎ কর্মের অন্ত (শেষ)। এস্থলে কৃত বা কর্ম বলিতে বৈদিক কর্মকাণ্ডই বুঝাইতেছে।

সুতরাং যে শাস্ত্রে বৈদিক কামনামূলক যাগ-যজ্ঞাদির সমাপনান্তে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই কৃতান্ত। এই শব্দটি 'সাংখ্য' শব্দের বিশেষণ।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪

অন্বয় : অধিষ্ঠানং তথা কর্তা (অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ এবং কর্তা) পৃথগ্বিধং করণম্ চ (পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়গণ) বিবিধাঃ পৃথক্‌চেষ্টাঃ চ (বিভিন্ন রকমের পৃথক চেষ্টা) অত্র পঞ্চমং দৈবম্ এব চ (ইহার মধ্যে পঞ্চম দৈব)।

শ্লোকার্থ : পূর্বোক্ত পাঁচটি কারণ এই—(১) অধিষ্ঠান (কর্মের স্থান বা দেহ), (২) কর্তা (কর্মের অনুষ্ঠাতা), (৩) করণ (চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়), (৪) কর্তার বিবিধ চেষ্টা বা ব্যাপার, এবং (৫) দৈব।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত কর্মের যে পাঁচটি কারণ বলা হইয়াছে তাহা প্রত্যেক কর্মেই বর্তমান থাকে, যথা :

অধিষ্ঠান—জীবের শরীর বলিতে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় : এই সমস্তই বুঝায়। দেহে আত্মা অধিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইহাকে অধিষ্ঠান বলা হয়। শরীরেই অথবা শরীর দ্বারাই জীবের সমস্ত কর্ম হইয়া থাকে।

কর্তা—কর্ম থাকিলেই তাহার একজন কর্তা থাকিবে। যে মনে করে 'আমি এই কর্ম করিতেছি', সেই কর্তা। দেহাভিমানী আত্মাই কর্তা।

করণম্—যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে কর্ম সম্পন্ন হয়, যথা : চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—ইহারা করণ নামে উক্ত। এইসকল করণের সাহায্য ব্যতীত কোন কর্মই হয় না।

পৃথক্‌চেষ্টাঃ—যে সমস্ত চেষ্টা দ্বারা বা যে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কর্তা কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন তাহাদিগকেই এখানে পৃথক চেষ্টা বলা হইয়াছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেও প্রাণাপানাদি বায়ুর ক্রিয়া না থাকিলে কোন কর্ম হইতে পারে না। ইহারা সমস্ত দৈহিক চেষ্টার মূল।

দৈবম্—উপরোক্ত দৃষ্ট বা জ্ঞাত কারণসমূহ ব্যতীত কতকগুলি অদৃষ্ট শক্তি বা কারণ আছে যাহাদ্বারা অনেক স্থলে কর্মসম্পাদনের সাহায্য হয় কিংবা কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। এই সকল অদৃষ্ট শক্তিকেই এস্থলে দৈব বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, অন্তর্যামী ভগবানই দৈব; কেহ বলেন, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই দৈব, কেহ বলেন জীবের অজ্ঞাত কর্মফলই দৈব।

একথা স্বীকার্য যে কর্মের চারিটি কারণ অর্থাৎ কর্তা, অধিষ্ঠান, করণ এবং চেষ্টা বর্তমান থাকিলেও অনেক সময় কর্ম নিষ্পন্ন বা সফল হয় না। কোনও অজ্ঞাত শক্তির বলে সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়া যায়। এই অদৃষ্ট বা অজ্ঞাত শক্তিই দৈব নামে অভিহিত। ইহার অপর নাম নিয়তি। ভগবানের সংকল্পকেই কেহ কেহ নিয়তি বলেন। আবার মানুষের পূর্বকৃত কর্মের ফলকেও নিয়তি বলা হয়। এই নিয়তিই মানুষের কর্মফলের নিয়ামক।

শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫

অন্বয় : নরঃ (পুরুষ) শরীরবাঙ্‌মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা) যৎ

ন্যায্যং বা বিপরীতং বা কর্ম প্রারভতে (ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন কর্ম আরম্ভ করে) এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ (এই পাঁচটি তাহার কারণ)।

শব্দার্থ ঃ ন্যায্যম্—ধর্ম্য (শ); শাস্ত্রীয় (ম)। বিপরীতম্—অধর্ম্য, অশাস্ত্রীয় (শ)। শরীরবাঙ্‌মনোভিঃ—বাক্য, মন ও শরীর দ্বারা (ম); বাচিক, কায়িক ও মানসিক ঃ এই ত্রিবিধ কর্ম প্রসিদ্ধ আছে (শ্রী)। প্রারভতে—নির্বর্তিত করে, সম্পাদন করে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ মানুষ নিজের শরীর, বাক্য বা মন দ্বারা যে কোন কর্মের অনুষ্ঠান করে তাহা ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক—পূর্বোক্ত পাঁচটিই তাহার হেতু।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ তাহার জীবনে যে কোনও কর্ম সম্পাদন করে তাহা কায়িক, বাচিক বা মানসিক—এই তিন শ্রেণীর কোনও না কোনটির অন্তর্গত। এই সকল কর্মের কোন কোন কর্ম ন্যায়সঙ্গত বা শাস্ত্রবিহিত, আবার কতকগুলি কর্ম ন্যায়বিরুদ্ধ বা অশাস্ত্রীয়। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতই কি ন্যায়বিরুদ্ধই হউক, ধর্মই কি অধর্মই হউক, কায়িক, মানসিক বা বাচিক যে প্রকারেরই হউক সমস্ত কর্মেরই মূলে অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, পৃথক চেষ্টা ও দৈব—এই পাঁচটি কারণ বর্তমান।

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ তত্র এবং সতি (এরূপ ব্যাপার হইলে) যঃ তু (যে ব্যক্তি) কেবলম্ আত্মানং কর্তারং পশ্যতি (কেবল অর্থাৎ নিরুপাধি আত্মাকে কর্তারূপে দর্শন করে) অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃত বুদ্ধিবশত) সঃ দুর্মতিঃ (সেই দুর্মতি) ন পশ্যতি (যথার্থ দর্শন করে না)।

শব্দার্থ ঃ তত্র এবং সতি—সমস্ত কর্মের এই পাঁচটি হেতু হওয়াতে (শ্রী)। যঃ—যে অবিদ্বান ব্যক্তি (শ)। কেবলম্—নিরুপাধি, অসঙ্গ (শ্রী); উদাসীন, অকর্তা, অবিক্রিয়, অদ্বিতীয় (ম); শুদ্ধ (শ)। অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ—শাস্ত্রাচার্যের উপদেশ দ্বারা বুদ্ধি সংস্কৃত হয় নাই বলিয়া (শ্রী)। দুর্মতিঃ—বিবেকপ্রতিবন্ধক পাপদ্বারা যাহার বুদ্ধি মলিন (ম); কুৎসিত, বিপরীত, দুষ্ট মতি যাহার (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ পূর্বোক্ত পাঁচটি কারণই যখন সকল কর্মের হেতু তখন যে ব্যক্তি অসঙ্গ বিশুদ্ধ আত্মাকে কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে, সেই বিপরীতমতি ব্যক্তির বুদ্ধি শাস্ত্রাচার্য হইতে লব্ধ জ্ঞানদ্বারা সংস্কৃত বা পরিমার্জিত না হওয়াতে সে যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে মানুষ যে কোন কর্মই করুক না কেন, অধিষ্ঠান (দেহ), কর্তা (অহঙ্কার), করণ (ইন্দ্রিয়), চেষ্টা ও দৈব (অদৃষ্ট)—এই পাঁচটিই তাহার কারণ। ইহারা ছাড়া কোন কর্ম হইতে পারে না এবং ইহাদের অতীতও কর্মের কোনও কারণ থাকা সম্ভব নয়। জীবের আত্মা—যাহা নির্বিকার, অসঙ্গ, উদাসীন—এই পাঁচটির অন্তর্গত নহে। কাজেই উহা কোনও কর্মের কারণ হইতে পারে না। এই অবস্থায় যে অজ্ঞানী মানুষ নিজের নির্বিকার আত্মাকে কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে সে নিশ্চয়ই যথার্থদর্শী নহে। তাহার বুদ্ধি বিকৃত এবং সে সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে করে।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

অন্বয় ঃ যস্য (যাহার) অহংকৃতঃ ভাবঃ ন (আমি কর্তা, এই ভাব নাই) যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে (যাহার বুদ্ধি কর্মে আসক্ত হয় না) সঃ (তিনি) ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি (এই সমস্ত লোক হনন করিলেও) ন হন্তি (প্রকৃত পক্ষে হত্যা করেন না) ন নিবধ্যতে (এবং কর্মফলে আবদ্ধ হন না)।

শব্দার্থ ঃ ন লিপ্যতে—অনুশায়িনী হয় না (ম), 'এই কর্ম আমি করিলাম, ইহার ফলভোগ করিব' ঃ এই প্রকারের কর্তৃত্ব-বাসনাজনিত অনুসন্ধানের নাম লেপ বা অনুশয়, পুণ্যকর্মে ইষ্টরূপ এবং পাপকর্মে অনুতাপরূপ দ্বিবিধ লেপদ্বারা যাহার বুদ্ধি যুক্ত হয় না (ম); 'আমি এই কর্ম করিয়াছি, অতএব আমি নরকে যাইব' ঃ এই প্রকার বুদ্ধিতে যে লিপ্ত হয় না (শ); 'এই কর্মে আমার কর্তৃত্বাভাবহেতু ইহার ফলদ্বারা আবদ্ধ নহি এবং ইহা আমার কর্ম নয়' ঃ এই প্রকারের বুদ্ধি যাহার আছে (রা)। ন নিবধ্যতে—হননকার্যজনিত অধর্ম ফলদ্বারা আবদ্ধ হয় না (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ যিনি আপনাকে কোনও কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন না, যাঁহার বুদ্ধি কোনও কর্মে বা কর্মফলে আসক্ত হয় না সেই নিষ্কাম কর্তা এই সমস্ত লোককে হত্যা করিলেও প্রকৃতপক্ষে কাহারও হত্যাকারী হন না, এবং সেইজন্য কর্মের ফলভাগী হইয়া এই সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়েন না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে কর্মের কর্তৃত্বাভিমানী দুর্মতিদের কথা বলার পর এই শ্লোকে নিরহঙ্কার, কর্তৃত্বাভিমানহীন সুমতিদের কথা বলা হইয়াছে। যিনি আপনাকে কোনও কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন না, যিনি কোনও কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না তাঁহাকে কর্মফল ভোগ করিতে হয় না।

মুক্তপুরুষ ভগবৎপ্রেরণায় তাঁহার করণীয় কর্ম করিয়া যান; তিনি ভগবানের সহিত একাত্মতা অনুভব করেন। তাঁহার কৃত কর্ম প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই কর্ম মনে করিয়া তিনি সমস্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ফলকামনা বিসর্জন দিয়া ভাগবত কর্ম সম্পাদন করেন। কাজেই মুক্তপুরুষ যদি এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী লোককেও বধ করেন, তথাপি তন্দরুন তাঁহার কোন পাপ হইবে না এবং তাহাদ্বারা আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংসারে যাতায়াত করিতে হইবে না। কারণ ভগবানই তাঁহার দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার দ্বারা কর্ম করাইতেছেন, তিনি নিমিত্তমাত্র—'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'।

এস্থলে কথা হইতে পারে যে নরহত্যামাত্রই হিংসাত্মক কর্ম; কাজেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই হিংসাত্মক কর্মে প্ররোচিত করিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে এই শ্লোকে বলা হইল যে কোনও কর্ম হিংসাত্মক কিনা তাহা কর্মের বাহ্যরূপ দেখিয়া নির্ণয় করা যায় না। উহা নির্ভর করে কর্তার চিত্তের অবস্থার উপর। যদি কেহ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজের কোনও স্বার্থ-সাধনের নিমিত্ত নরহত্যা করে, তাহা হিংসাত্মক কর্ম বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই পাপকর্মের শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যিনি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না, যাঁহার চিত্তে 'আমি কর্তা' এই অভিমান নাই, যিনি বুঝিতে পারেন যে ভগবানই তাঁহার দ্বারা কর্ম করাইতেছেন, তিনি নিমিত্তমাত্র—এইরূপ মুক্ত পুরুষ কাহারও বধসাধন করিলেও

তাহা হিংসাত্মক কর্ম বলিয়া গণ্য হইবে না এবং সেই কারণে তাঁহার সংসারে বন্ধনও হইবে না। লোকের প্রাণনাশ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ঘাতক নহেন এবং হননকার্যের ফলভোগীও নহেন।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা (জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা) ত্রিবিধা কর্মচোদনা (এই তিন প্রকার কর্মপ্রবৃত্তি) করণং কর্ম কর্তা (করণ, কর্ম ও কর্তা) ইতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ (এই তিন প্রকার কর্মসংগ্রহ)।

শব্দার্থঃ জ্ঞানম্‌—সর্ব বিষয় অবশেষে জানা যায় ইহা দ্বারা ইতি জ্ঞান (শ); বস্তুতত্ত্ব জানা যায় যাহা দ্বারা, বিষয়প্রকাশন শক্তি (নী); ইহাই ইষ্টসাধনঃ এইরূপ বোধ (শ্রী); বিষয়-প্রকাশক্রিয়া (ম)। জ্ঞেয়ম্‌—সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় (শ); বোধের বিষয় ঘটাদি (নী); ইষ্টসাধন কর্ম (শ্রী); জ্যোতিষ্টোমাদি কর্তব্য (ব); জ্ঞানের কর্ম (ম)। পরিজ্ঞাতা—উপাধিলক্ষণযুক্ত অবিদ্যাকল্পিত ভোক্তা (শ); জ্ঞানাশ্রয় ভোক্তা (নী, ম); জ্ঞানের আশ্রয় (শ্রী)। কর্মচোদনা—কর্মপ্রবৃত্তি হেতু, কর্মের প্রবর্তক (শ্রী); ক্রিয়ার প্রবর্তক (ম)। করণম্‌—ইন্দ্রিয় (নী); কৃত হয় ইহা দ্বারা, বাহ্য শ্রোত্রাদি, অন্তরস্থ বুদ্ধ্যাদি (শ)। কর্ম—বাহ্য ক্রিয়মাণ তাহাই কর্ম, বিষয়গ্রহণ (নী); কর্তার ঈপ্সিততই কর্ম (ম)। কর্তা—করণসমূহের প্রযোক্তা (শ); ক্রিয়ার নিবর্তক (ম)। কর্মসংগ্রহঃ—কর্মসকল সংগৃহীত হয় ইহাতে, কর্মের আশ্রয় (শ)।

শ্লোকার্থঃ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্মের প্রবর্তক বা হেতু; আর করণ, কর্ম ও কর্তা—এই তিনটি কর্মসংগ্রহ অর্থাৎ কর্মের আশ্রয়।

ব্যাখ্যাঃ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্মের প্রবর্তক। ইহাদের কোনটির অভাব হইলে কর্ম হইতে পারে না। মানুষের চিত্তে বিষয়ের যে প্রকাশ বা অনুভূতি তাহাই জ্ঞান, যাহা জানা যায় বা জ্ঞানের যাহা বিষয় তাহাই জ্ঞেয়, যে জানে অথবা অনুভব করে সেই পরিজ্ঞাতা। কর্ম-সম্পাদনের সময় কর্তার চিত্তে বিষয়ের প্রকাশ বা অনুভূতি যেরূপ হয় কর্মও সেইরূপ হইয়া থাকে। কর্তার জ্ঞানই তাহার কর্মের প্রবর্তক। তারপর কর্মের বিষয় অর্থাৎ কোন্‌ কর্ম করিতে হইবে তাহা না জানিলেও কর্ম হইতে পারে না; ইহাই জ্ঞেয়। আবার জ্ঞান এবং জ্ঞেয় থাকিলেই একজন জ্ঞাতা চাই। তাহা না হইলেও কর্ম হইতে পারে না।

কোন কোন স্থলে অজ্ঞানেও কর্ম হইয়া থাকে; যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস এবং পরিপাক ক্রিয়াদি। কিন্তু এইরূপ অজ্ঞানপূর্বক কর্মের কথা এখানে বিচার্য বিষয় নয়। জ্ঞানপূর্বক যে কর্ম করা হয় সেই প্রকার কর্মের কথা এখানে বলা হইয়াছে। এস্থলে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহা ইন্দ্রিয়-মনের অনুভূতি, আত্মার সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং সত্ত্বাদি গুণভেদে এই জ্ঞানেরও ভেদ হইয়া থাকে।

তারপর প্রত্যেক কর্মের যেমন প্রবর্তক থাকে সেইরূপ উহার আশ্রয়ও চাই। কর্তা, কর্ম ও করণ বা ইন্দ্রিয়সমূহই কর্মের আশ্রয়। যেমন বৃক্ষছেদনরূপ কর্ম সম্পাদনে ছেদক কর্তা, ছেদ্য বৃক্ষ এবং ছেদনোপায় কুঠার—এই তিনের প্রয়োজন, সেইরূপ প্রত্যেক কর্মেই 'আমি করিতেছি' এইরূপ অনুভূতিবিশিষ্ট কর্তা, ক্রিয়মাণ

কর্ম এবং কর্মসম্পাদনের যন্ত্র ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আবশ্যক। এজন্য ইহারা কর্মের আশ্রয়। ইহাদের কোনটির অভাব হইলে কর্ম হইতে পারে না। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে আত্মা কর্তা নহে; 'আমি করিতেছি' এই অহঙ্কারবিশিষ্ট জীবই কর্তা। সুতরাং সত্ত্বাদি গুণভেদে কর্তারও ভেদ হইয়া থাকে।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ (জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা) গুণভেদতঃ ত্রিধা এব (গুণভেদে তিন প্রকার) প্রোচ্যতে (কথিত হয়) তানি অপি যথাবৎ শৃণু (সেই সকলও যথাবিধ শ্রবণ কর)।

শব্দার্থঃ গুণসংখ্যানে—সাংখ্যশাস্ত্রে (শ); সম্যক্‌ কার্যভেদে গুণসকলের গণনা বা প্রতিপাদন হয় ইহাতে [সাংখ্যশাস্ত্র], গুণকার্যের গণনায় (রা); গুণনিরূপক শাস্ত্র (ব)। গুণভেদতঃ—সত্ত্বাদি গুণভেদে (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ কপিল প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে। তাহাও যথাবৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে যে কর্মের প্রবর্তক ও আশ্রয়ের কথা বলা হইয়াছে উহারা সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। কপিল প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে ইহা বিস্তারিত নির্দিষ্ট হইয়াছে। যদিও সাংখ্যশাস্ত্র পরমার্থবিষয়ে প্রমাণ নহে, তথাপি উহার ব্যবহারিক প্রামাণ্য আছে।

এখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকারভেদ বলা হয় নাই, কারণ উহা জ্ঞানেরই অন্তর্গত। করণের কথাও বলা হয় নাই। উহা কর্তারই আশ্রয়ভূত।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌ ॥ ২০

অন্বয়ঃ যেন (যে জ্ঞানদ্বারা) বিভক্তেষু সর্বভূতেষু (বিভক্ত সর্বভূতে) অবিভক্তম্‌ (অবিভক্ত) একম্‌ অব্যয়ম্‌ ভাবম্‌ (এক অব্যয় ভাব) [জ্ঞাতা] ঈক্ষতে (জ্ঞাতা দর্শন করেন) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) সাত্ত্বিকং বিদ্ধি (সাত্ত্বিক বলিয়া জানিও)।

শব্দার্থঃ সর্বভূতেষু—অব্যক্তাদি স্থাবরান্ত ভূতসমূহে (শ); উৎপত্তি-বিনাশশীল দৃশ্যবস্তুসমূহে (ম); মনুষ্য দেব তির্যগাদি জীবসমূহে (ম)। বিভক্তেষু—পরস্পর ভিন্ন, নানা রসযুক্ত (ম)। অবিভক্তম্‌—অবিচ্ছিন্ন, সর্বত্র অনুস্যূত (ম); একত্র স্থিত। একম্‌—একরূপ (শ্রী); অদ্বিতীয় (ম)। অব্যয়ম্‌—যাহার স্বরূপের বা স্বধর্মের কোনও ব্যত্যয় হয় না, কূটস্থ (শ); অনশ্বর (শ্রী); নির্বিকার (শ্রী)। ভাবম্‌—বস্তু, এক আত্মবস্তু (শ); যেন—যে বেদান্তবিচারনিষ্পন্ন জ্ঞানদ্বারা (ম)। আত্মাকে (ম)। পরমাত্মতত্ত্ব (শ্রী); স্বপ্রকাশানন্দ পরমার্থসত্তারূপ আত্মাকে (ম)।

শ্লোকার্থঃ যে জ্ঞানদ্বারা জ্ঞাতা বিভক্তরূপে প্রতীয়মান সর্বভূতের মধ্যে এক অব্যয় বস্তু বা সত্তা দর্শন করেন অর্থাৎ এই পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান বস্তুসকল স্বরূপত এক বলিয়া অনুভব করেন, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিও।

ব্যাখ্যা ঃ জগতে যে বিভিন্ন বহুধাবিভক্ত জীব বা বস্তু দেখা যায় উহাদের মধ্যে ঐক্য ও সমত্বের জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। সাত্ত্বিক জ্ঞানী দেখিতে পান যে জাগতিক বস্তু-সকল আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের নিকট নানা ভাগে বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহাদের অন্তরস্থ সত্তা অব্যয়, এক। উহারা একই পরমাত্মা হইতে সম্ভূত, একই শক্তিদ্বারা বিকশিত, একই চেতন সত্তা দ্বারা বিধৃত। একই অব্যয় পরমাত্মা সমভাবে সকল ভূতে বিদ্যমান আছেন। এই ঐক্য এবং সমতার জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ। প্রকৃতির মধ্যে যে বিভিন্ন শক্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া মনে হয় উহাদের মধ্যেও সাত্ত্বিক জ্ঞাতা একই ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ দেখিতে পান।

এই জগতের বিভিন্ন কর্মও এক পরমেশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। জীবগণ তাহাদের বিভিন্ন কর্মদ্বারা এক ভগবদিচ্ছারই অনুসরণ করিতেছে। কাজেই তিনি সমস্ত জাগতিক কর্মের মধ্যেও ঐক্য, সংহতি ও সামঞ্জস্য অনুভব করেন। এই প্রকার ভেদের মধ্যে অভেদ, বহুর মধ্যে একত্ব, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, অসমঞ্জসের মধ্যে সামঞ্জস্য, বিচ্ছিন্নের মধ্যে সংহতি এবং সমস্ত বিকারবান পদার্থের অন্তরস্থ এক অব্যয় আত্মার দর্শনই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্‌বিধান্‌।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১

অন্বয় ঃ যৎ তু জ্ঞানম্‌ (যে জ্ঞান) পৃথক্‌ত্বেন (পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে) সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) পৃথগ্‌বিধান্‌ (ভিন্ন ভিন্ন) নানাভাবান্‌ বেত্তি (নানা ভাব জানে) তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি (সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিবে)।

শব্দার্থ ঃ পৃথক্‌ত্বেন—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, প্রতি শরীর ভিন্নরূপে (শ)। পৃথগ্‌-বিধান্‌—সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদিরূপে পরস্পর বিভিন্ন (শ্রী) ; নানাপ্রকার, বিভিন্ন লক্ষণ-যুক্ত (শ)। নানাভাবান্‌—ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা, এইরূপ ভাব।

শ্লোকার্থ ঃ যে জ্ঞানদ্বারা জ্ঞাতা জগতের সকল বস্তুকে পৃথক পৃথক বলিয়া অনুভব করে, কিন্তু উহাদের একত্ব অনুভব করিতে পারে না—তাহাই রাজস জ্ঞান।

ব্যাখ্যা ঃ রাজসিক জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞানের অনেকটা বিপরীত। সাত্ত্বিক জ্ঞানে ঐক্যের ভাবটাই অধিক স্পষ্ট, পক্ষান্তরে রাজসিক জ্ঞানে বৈষম্যের ভাবই অধিকতর পরিস্ফুট।

রাজসিক জ্ঞান ভূতগণকে পৃথক পৃথক সত্তা বলিয়া ধারণা করে। উহারা যে একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ (রূপ) উহাদের সকলের মধ্যে একই আত্মা সমভাবে বিরাজমান, রাজসিক জ্ঞান তাহা ধারণা করিতে পারে না। কাজেই রাজসিক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি জগতে কোনও প্রকারের সাম্য দেখিতে পায় না, জগতের বৈষম্যই তাহার দৃষ্টিতে প্রবল হইয়া উঠে। মানুষের মধ্যেও সে কোনও মিলনের সূত্র খুঁজিয়া পায় না, মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভেদগুলিই সে বড় করিয়া দেখে। তাহার কর্মের মধ্যে সে কোন একটি নির্দিষ্ট নীতি বা আদর্শের অনুসরণ করে না। চিত্তে যখন যে বাসনার উদ্ভব হয় তদনুসারেই সে কর্ম সম্পাদন করে।

অহংভাবের প্রতিষ্ঠাই রাজসিক জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ। রাজসিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আপনাকে সর্বদাই অপর হইতে পৃথক করিয়া দেখে, এই কারণে সে সর্বদা

নিজের স্বার্থ সাধনে এবং অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে ব্যস্ত থাকে। জগতের লোকসমূহকেও সে বিভিন্ন ও পৃথক বলিয়া মনে করে। এই ভেদজ্ঞানের প্রাবল্যবশত সে কাহারও প্রতি অনুরক্ত এবং কাহারও প্রতি বিদ্বেষসম্পন্ন হয়।

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতুকম্‌।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২

অন্বয় ঃ যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্‌ কার্যে (কোন এক বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ সক্তম্‌ (সম্পূর্ণের মত আসক্ত) অহৈতুকম্‌ (যুক্তিহীন) অতত্ত্বার্থবৎ (পরমার্থাবলম্বনশূন্য) অল্পং চ (এবং তুচ্ছ) তৎ তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ (তাহা তামস বলিয়া কথিত)।

শব্দার্থ ঃ একস্মিন্‌ কার্যে—একই বিকার, দেহ বা বাহ্য প্রতিমাতে (শ)। কৃৎস্নবৎ—সমগ্রের মত, সর্ববিষয়ের মত (শ) ; পরিপূর্ণের মত (শ্রী)। সক্তম্‌—ইহাই আত্মা বা ঈশ্বর, ইহার উপর আর কিছুই নাই ঃ এই প্রকার অভিনিবেশ-যুক্ত (ম)। অতত্ত্বার্থবৎ—পরমার্থাবলম্বনশূন্য (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ যে জ্ঞানদ্বারা জ্ঞাতা কোনও বস্তু বা বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব বোঝে না, অথচ উহাকে সমগ্র মনে করিয়া তাহাতেই আসক্ত থাকে সেই যুক্তিবিহীন, অযথার্থ, তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে।

ব্যাখ্যা ঃ সাত্ত্বিক জ্ঞানে যে একত্বের অনুভূতি এবং রাজস জ্ঞানে যে পার্থক্যের অনুভূতি—ইহার কোনটাই তামসিক জ্ঞানে দৃষ্ট হয় না। তামসিক জ্ঞাতা যে কোনও একটি বস্তু, দেহ বা কার্যকেই সমগ্র মনে করিয়া উহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে। ইহা হইতে উচ্চ অথবা ইহার অতিরিক্ত আর যে কিছু আছে তাহা সে ধারণাই করিতে পারে না। সুতরাং এই জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ, সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু তামসিক জ্ঞানাধিকারী লোকেরা তাহাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই সম্পূর্ণ, অযথার্থ জ্ঞানকেই যথার্থ মনে করে এবং তাহাতেই অন্ধভাবে অনুরক্ত থাকে। কেহ উহার সঙ্কীর্ণতা বা ভুল বুঝাইয়া দিলেও তাহারা বুঝিতে পারে না।

এই প্রকারের জ্ঞান অহৈতুক, যুক্তিহীন, বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাসমাত্র। কোন ইন্দ্রিয়ের সাময়িক ও আংশিক অনুভূতিই এই জ্ঞানের প্রধান অবলম্বন। এই জ্ঞানের কোনও যথার্থ ভিত্তি নাই। ইহা কেবল বাহ্যিক নামরূপের জ্ঞান। কিন্তু নামরূপের অন্তরালে যে অবিনশ্বর স্থায়ী সত্তা আছে তাহা এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। তামস জ্ঞান অতি তুচ্ছ, সামান্য। ইহাদ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, কোনও পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না, কোনও স্থায়ী ফললাভ হয় না। এই জ্ঞানপ্রভাবে মোহাচ্ছন্ন মানুষ দেহকেই আত্মা মনে করে, হস্তনির্মিত প্রতিমাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম করে; সৃষ্ট পদার্থকেই অজ, অবিনশ্বর ভাবিয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে।

এই জ্ঞানের অধিকারী তামসিক প্রকৃতির লোকেরা নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি তুচ্ছ ব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকে। কোনও ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাময়িক উত্তেজনাই ইহাদের কর্মের মূল উৎস। কোন উচ্চ ভাব বা আদর্শের সন্ধান ইহারা পায় না।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্‌।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

অন্বয় ঃ অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি কর্তৃক) নিয়তম্‌ (নিয়মিত)

সঙ্গরহিতম্ (আসক্তিবিহীন) অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ (অনুরাগ বা দ্বেষের বশীভূত না হইয়া কৃত) যৎ কর্ম (যে কর্ম) তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে (তাহা সাত্ত্বিক কর্ম বলিয়া কথিত হয়) ।

শব্দার্থ ঃ অফলপ্রেপ্সুনা—ফলাভিলাষরহিত (ম) ; ইহা কর্তব্য ঃ এইভাবে কৃত (ব) ; নিষ্কাম কর্তাদ্বারা কৃত (শ্রী) । নিয়তম্—নিত্য (শ) ; নিত্যরূপে বিহিত (শ্রী) ; স্ববর্ণাশ্রমোচিত (রা) । সঙ্গরহিতম্—আসক্তিবর্জিত (শ) ; কর্তৃত্বাদি সঙ্গরহিত (রা) ; রাজসিক গর্বশূন্য (ম) । অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্—যাহা আসক্তিহেতু বা দ্বেষহেতু কৃত হয় না (শ) ; যাহা পুত্রাদির প্রতি প্রীতি বা শত্রুর প্রতি দ্বেষবশত কৃত হয় না (শ্রী) ।

শ্লোকার্থ ঃ কর্মের অনুষ্ঠাতা কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, 'আমি কর্ত্তা' এই ভাব বর্জনপূর্বক রাগদ্বেষহীন হইয়া কর্তব্যরূপে যে বিহিত কর্ম সম্পাদন করেন, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম ।

ব্যাখ্যা ঃ সত্ত্বাদি গুণভেদে যেমন জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে তেমন কর্মেরও ভেদ হয় । গুণভেদে কর্ম তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক । এই শ্লোকে সাত্ত্বিক কর্মের কথা বলা হইয়াছে । সাত্ত্বিক কর্মমাত্রই নিয়ত কর্ম । নিয়ত কর্ম বলিতে কি বোঝায় তাহা এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। সমস্ত কর্তব্য কর্মকেই নিয়ত কর্ম বলা যাইতে পারে ।

সাত্ত্বিক কর্মে কর্মীর কোনও আসক্তি থাকে না । তিনি আপনাকে কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন না এবং কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত কোন প্রকার আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন না । তিনি কর্তব্যবোধে বিহিত কর্ম করিয়া যান । রাগদ্বেষের বশে যে কর্ম সম্পন্ন হয় তাহা সাত্ত্বিক কর্ম নহে । রাগদ্বেষবর্জিত হইয়া কর্মী সমত্ববুদ্ধিতে যে কর্ম সম্পাদন করেন তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম । সাত্ত্বিক কর্মে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। সাত্ত্বিক কর্মী কর্তব্য-বুদ্ধিতে বিহিত কর্মের সম্পাদন করেন ; সেইজন্য কোনও ফল-লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না ।

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

অন্বয় ঃ পুনঃ (কিন্তু) কামেপ্সুনা বা সাহংকারেণ (ফলাকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট বা অহংকারযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক) বহুলায়াসং যৎ তু কর্ম ক্রিয়তে (বহু আয়াসে যে কর্ম কৃত হয়) তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ (তাহা রাজস নামে আখ্যাত হয়) ।

শব্দার্থ ঃ সাহংকারেণ—পূর্বোক্ত গর্বাত্মক সঙ্গযুক্ত হইয়া (ম) ; 'আমার মত বিদ্বান বা কুলীন কেহ নাই' ঃ এইরূপ অহংকারযুক্ত হইয়া (শ্রী) । বহুলায়াসম্—অতিক্লেশযুক্ত (শ্রী) ; অত্যধিক আয়াসদ্বারা কৃত (শ) ; আরম্ভ এবং উপসংহার সর্বাবস্থায় ক্লেশাবহ (ম) ।

শ্লোকার্থ ঃ 'আমিই কর্তা', এই অহংকারপ্রণোদিত হইয়া ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া বহু যত্ন ও আয়াসের সহিত যে কর্ম কৃত হয় তাহাই রাজস কর্ম নামে অভিহিত ।

ব্যাখ্যা ঃ রাজস কর্মের লক্ষণ এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে ঃ

রাজস কর্মের কর্তার দৃষ্টি কর্মের এবং কর্মফলের উপরেই নিবদ্ধ থাকে । কামনার

পরিতৃপ্তি-সাধনই এই প্রকার কর্মের মূল উৎস । সাত্ত্বিক কর্মের কর্তার মনে অহঙ্কার বা কর্তৃত্বাভিমান থাকে না । কিন্তু রাজসিক কর্মে এই অহঙ্কারের ভাবই প্রবল থাকে । 'আমি কর্তা', 'আমিই কর্ম করিতেছি', 'আমি কর্মের ফলভোগ করিব'—এই সকল ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই রাজসিক কর্তা কর্মে প্রবৃত্ত হয় ।

রাজস কর্ম অতি আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হয় । কর্মী কোনও প্রকার পরিশ্রম বা শারীরিক ক্লেশেই কাতর হয় না । কোন বাধাবিঘ্নও তাহাকে দমন করিতে পারে না । স্বীয় উচ্চাভিলাষ পূরণের নিমিত্ত অথবা অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য দম্ভ সহকারে সে অতি ক্লেশকর কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে ।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

অন্বয় ঃ অনুবন্ধম্ (ভাবী ফল) ক্ষয়ম্ (ধনাদির বিনাশ) হিংসাম্ (প্রাণীর পীড়া) পৌরুষম্ চ (স্বীয় সামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (বিবেচনা না করিয়া) মোহাৎ (অবিবেকবশত) যৎ কর্ম আরভ্যতে (যে কর্ম আরম্ভ করা হয়) তৎ তামসম্ উচ্যতে (তাহা তামস বলিয়া কথিত) ।

শব্দার্থ ঃ অনুবন্ধম্—পশ্চাৎভাবী শুভাশুভ (ম) । ক্ষয়ম্—কর্ম কৃত হইলে যে শক্তিক্ষয় বা অর্থক্ষয় হয় তাহা (শ) । হিংসাম্—প্রাণীর পীড়া (শ) ; নিজের নাশ (বি) ; ধর্মাদির বিনাশ (ব) । পৌরুষম্—পুরুষকার, আত্মসামর্থ্য (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ কর্মের ভাবী ফল কি হইবে, ঐ কর্মদ্বারা কত প্রাণীর হিংসা হইবে, উহা সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য আছে কিনা, ঐ কর্ম সম্পাদন করিতে অর্থ ও শক্তির কি পরিমাণ ক্ষয় বা অপচয় হইবে—এই সকল বিষয় বিবেচনা না করিয়া যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই তামস কর্ম ।

ব্যাখ্যা ঃ তামসিক কর্ম সাত্ত্বিক ও রাজসিক কর্মের বিপরীত । তামস কর্মের কর্তা নিষ্কাম হইয়া কর্ম করিতে পারে না, অথচ কোনও ইষ্টফল লাভের আকাঙ্ক্ষায়ও সে কার্যে প্রবৃত্ত হয় না । প্রবৃত্তির তাড়নাই তাহার কর্মের প্রবর্তক । কর্মের ভাবী ফল কি হইবে, কর্ম করিবার সামর্থ্য তাহার আছে কিনা, কর্মানুষ্ঠানে কি প্রকার শক্তিক্ষয় বা অর্থক্ষয় হইবে, কত প্রাণীর হিংসা করা হইবে—তামস কর্মে এই সকল বিষয়ের বিচার করা হয় না । কাম, ক্রোধাদি রিপুর উত্তেজনায় বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হয় এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় উত্তেজিত কর্মী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অবশভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করে । কাজেই কর্মের ফলাফল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বিচার করিবার শক্তি বা অবসর তাহার থাকে না ।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

অন্বয় ঃ মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিরহিত) অনহংবাদী (যে 'আমি আমি' বলে না, অহংকারবর্জিত) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৈর্য ও উদ্যমশীল) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ (কর্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্বিকার) কর্তা (এরূপ কর্তা) সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে (সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়) ।

শব্দার্থ : মুক্তসঙ্গঃ—মুক্ত [পরিত্যক্ত] সঙ্গ [ফলাভিসন্ধি] যাহা দ্বারা (ম) ; ফলতৃষ্ণারহিত (রা)। অনহংবাদী—যিনি 'আমি কর্তা' একথা বলেন না ; স্বগুণ-শ্লাঘাবিহীন (ম) ; গর্বোক্তি-রহিত (শ্রী, ব)। ধৃত্যুৎসাহ-সমন্বিতঃ—উৎসাহ ['ইহা আমি করিব' : এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি] এবং ধৃতি [বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও প্রারব্ধকর্মের অপরিত্যাগ] এই উভয় গুণযুক্ত (ম)। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ—কর্মের সিদ্ধিতে হর্ষ, অসিদ্ধিতে শোক : এইরূপ বিকার যাহার হয় না (ম)।

শ্লোকার্থ : যিনি কর্মানুষ্ঠানকালে কর্মে বা কর্মফলে আসক্ত হন না, 'আমি কর্তা, আমি করিতেছি'—এরূপ কথা বলেন না, যিনি কর্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকেন অর্থাৎ কর্মসকল হইলেও হৃষ্ট হন না এবং নিষ্ফল হইলেও দুঃখানুভব করেন না, তিনিই সাত্ত্বিক কর্তা বলিয়া বিবেচিত হন।

ব্যাখ্যা : গুণভেদে ত্রিবিধ কর্তার লক্ষণ তিনটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। সাত্ত্বিক কর্তার লক্ষণ, যথা :

সাত্ত্বিক কর্তার কর্মের প্রতি বা কর্মফলের প্রতি কোনও আসক্তি থাকে না। 'আমি কর্তা' এরূপ অহংকারও তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না। তিনি মনে করেন যে ভগবানই তাঁহাকে দিয়া কর্ম করাইতেছেন। ফল যাহা হউক সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া যাহা কর্তব্য কর্মরূপে বিহিত তাহাই তিনি নির্বিকারচিত্তে সম্পাদন করেন। 'আমার ইহা কর্তব্য', এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লইয়াই তিনি উদ্যমের সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং কোনও বিঘ্ন বা প্রতিকূল অবস্থায় কাতর না হইয়া ধৈর্যের সহিত স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যান। কর্ম সফল হইল কি নিষ্ফল হইল—এ বিষয়ে নির্বিকার। সিদ্ধিতেও হর্ষ নাই, অসিদ্ধিতেও দুঃখ নাই। এ-প্রকারের কর্তাই সাত্ত্বিক কর্তা।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

অন্বয় : রাগী (বিষয়ানুরক্ত) কর্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্মফলার্থী) লুব্ধঃ (পরস্বাভিলাষী) হিংসাত্মকঃ (হিংসাস্বভাব) অশুচিঃ (শৌচরহিত) হর্ষশোকান্বিতঃ (হর্ষশোকযুক্ত) কর্তা (কর্তা) রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ (রাজস বলিয়া কথিত হয়)।

শ্লোকার্থ : যে কর্তা সর্বদা বিষয়ানুরক্ত এবং যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, যিনি পরস্বাভিলাষী, হিংসাপরায়ণ এবং বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচবিহীন, যিনি ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট এবং অনিষ্টপ্রাপ্তিতে দুঃখান্বিত হন তাঁহাকেই রাজস কর্তা বলে।

ব্যাখ্যা : রাজস কর্তার লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল :

রাগী—রাজস কর্তা সর্বদা কামনাবাসনা দ্বারা আকুলচিত্ত এবং ধন, মান, স্ত্রী, পুত্রাদিতে আসক্ত। এই আসক্তিই তাহার কর্মের প্রবর্তক।

কর্মফলপ্রেপ্সুঃ—যে সর্বদা কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করে। যে কর্মে কোনও লাভ বা পুরস্কারের আশা নাই, কোনও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, এরূপ কর্মের অনুষ্ঠান হইতে সে সর্বদা বিরত থাকে।

লুব্ধঃ—অপরকে শোষণ করিয়া নিজের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির জন্যই সর্বদা সে চেষ্টা

করে, অথচ নিজের যাহা আছে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। এই প্রকারের কর্তা অত্যন্ত স্বার্থপর এবং ব্যয়কুণ্ঠ হয়।

হিংসাত্মকঃ—স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্ত অপরকে উৎপীড়ন করিতে অথবা কাহারও বৃত্তিচ্ছেদ করিতে সে একটুকুও কুণ্ঠিত হয় না। পর-পীড়াই তাহার স্বভাব, এবং এ-প্রকারে অভিসন্ধিই তাহার কর্মের প্রবর্তক।

অশুচিঃ—রাজসিক কর্তার বাহির এবং ভিতর দুই-ই মলিন। সে শৌচাদি সদাচারনিষ্ঠ নহে, এবং তাহার চিত্ত কামনা দ্বারা সর্বদা অপবিত্র থাকে।

হর্ষশোকান্বিতঃ—কর্মের ঈপ্সিত ফললাভ হইলে এরূপ কর্তা অত্যন্ত হৃষ্ট হয় এবং ফললাভ না হইলেই নিতান্ত দুঃখবোধ করে। যে সকল বস্তুর বা ব্যক্তির প্রতি সে আসক্ত তাহাদের প্রাপ্তিতে সে আনন্দিত এবং তাহাদের বিয়োগে সে নিতান্ত শোকাকুল ও কাতর হইয়া পড়ে।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

অন্বয় : অযুক্তঃ (অসমাহিত) প্রাকৃতঃ (অসংস্কৃতবুদ্ধি) স্তব্ধঃ (অনম্র) শঠঃ (প্রবঞ্চক) নৈষ্কৃতিকঃ (পরবৃত্তিচ্ছেদক) অলসঃ (উদ্যমহীন) বিষাদী (বিষণ্ণস্বভাব) দীর্ঘসূত্রী চ (এবং দীর্ঘসূত্রী) কর্তা তামসঃ উচ্যতে (এরূপ কর্তা তামস বলিয়া কথিত হয়)।

শ্লোকার্থ : যে কর্তা সর্বদাই অস্থিরমতি ও অসংযতচিত্ত, যাহার বুদ্ধি সংস্কৃত বা পরিমার্জিত হয় নাই, যে অবিনয়ী, প্রবঞ্চক, অপরের বৃত্তির উচ্ছেদকারক, যে ব্যক্তি সর্বদা উদ্যমহীন, বিষণ্ণস্বভাব এবং দীর্ঘসূত্রী তাহাকে তামস কর্তা বলা হয়।

ব্যাখ্যা : তামস কর্তার লক্ষণগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :

অযুক্তঃ—চিত্তের জড়তা বা বিষয়ে আসক্তিবশত কর্তব্য কার্যে অনবধান এবং সেই কারণে ভ্রম-প্রমাদশীল।

প্রাকৃতঃ—গুরু বা শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা বুদ্ধির সংস্কার না হওয়াতে গ্রাম্য লোকের স্বভাববিশিষ্ট ; সর্বদা হীন কর্ম ও হীন চিন্তায় নিরত।

স্তব্ধঃ—গুরু দেবতাদিতে অনম্র ; নিজে বিবেকবান না হইয়াও চিত্তের গোঁড়ামি বা একগুঁয়েমিবশত গুরুজনের বাক্যে শ্রদ্ধাবিহীন।

শঠঃ—দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত, লোককে ফাঁকি দেওয়া, প্রবঞ্চনা করা, হৃদয়ের ভাব গোপনপূর্বক মিথ্যা ব্যবহার প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট।

নৈষ্কৃতিকঃ—অপরের বৃত্তিনাশ বা অপরের অপমান করিতে সর্বদা উৎসুক ও লোকের অনিষ্টসাধনে সর্বদা তৎপর।

অলসঃ—অবশ্যকর্তব্য কর্মেও প্রবৃত্তিহীন ; কোন কর্ম না করিয়া সর্বদা শুইয়া বসিয়া আলস্যে দিন কাটাইতেই যে ভালবাসে।

বিষাদী—সর্বদা অবসন্নস্বভাব, সতত অসন্তোষহেতু অনুশোচনাপরায়ণ। চিত্তে কোনও স্ফূর্তি নাই, কোনও আনন্দ নাই ; প্রত্যেক বিষয়ের কেবল মন্দ দিক দেখে, সমস্তই দুঃখকর মনে করে।

দীর্ঘসূত্রী—অযথা বিলম্বকারী ; দৈহিক ও মানসিক জড়তাবশত যে আশুসম্পাদ্য

অবশ্যকর্তব্য কর্মও তাড়াতাড়ি সম্পাদন করিতে পারে না, ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখে।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

অন্বয় ঃ ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ (বুদ্ধির এবং ধৃতির) গুণতঃ এব (গুণানুযায়ী) ত্রিবিধং ভেদম্‌ (তিন প্রকার ভেদ) পৃথক্‌ত্বেন (পৃথকভাবে) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানম্‌ (যাহা বলা হইতেছে) শৃণু (তাহা শ্রবণ কর)।

শব্দার্থ ঃ ধৃতেঃ—ধৈর্যের, বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও আরব্ধ মোক্ষ সাধনভূত কর্মের ধারণসামর্থ্যের নাম ধৃতি (রা)। বুদ্ধেঃ—বিবেকপূর্বক নিশ্চয় জ্ঞানের (রা)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, সত্ত্বাদি গুণভেদে বুদ্ধি এবং ধৃতির যে তিন প্রকার ভেদ হয় তাহা পৃথক পৃথক করিয়া বিস্তারিতভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা ঃ জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার ত্রিবিধ ভেদ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এখন বুদ্ধি ও ধৃতির গুণভেদে বিভিন্নতা পৃথকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিবেকপূর্বক যে নিশ্চয় জ্ঞান তাহারই নাম বুদ্ধি ; আর আরব্ধ মোক্ষসাধনভূত কর্মের বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও যে শক্তিপ্রভাবে উহাতে নিবিষ্ট থাকা যায় তাহার নাম ধৃতি। গুণভেদে ইহারা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে ।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) প্রবৃত্তিং চ (সৎকর্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (অসৎ কর্ম হইতে নিবৃত্তি) কার্যাকার্যে (কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়) ভয়াভয়ে (ভয় এবং অভয়) বন্ধনং মোক্ষঞ্চ (বন্ধন এবং মোক্ষ) যা বেত্তি (যে বুদ্ধিদ্বারা সম্যক জানা যায়) সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী (তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি)।

শব্দার্থ ঃ প্রবৃত্তিম্‌—প্রবর্তন, বন্ধনহেতু কর্মমার্গ (শ) ; ধর্মে প্রবৃত্তি (শ্রী)। নিবৃত্তিম্‌—মোক্ষহেতু সন্ন্যাসমার্গ (শ) ; অধর্মে নিবৃত্তি (শ্রী)। কার্যাকার্যে—কর্তব্য ও অকর্তব্য (শ) ; প্রবৃত্তিমার্গে কর্মের অনুষ্ঠান, নিবৃত্তিমার্গে কর্মের অকরণ (ম)। ভয়াভয়ে—ভয় [প্রবৃত্তিমার্গে গর্ভবাসাদি দুঃখ] ও অভয় [নিবৃত্তিমার্গে উহার অভাব] (ম) ; কার্যনিমিত্ত অর্থ ও অকার্য নিমিত্ত অনর্থ (শ্রী) ; শাস্ত্রাদিতে অপ্রবৃত্তি ভয়স্থান, অনুবৃত্তি অভয়স্থান (রা)। বন্ধম্‌—প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞানকৃত কর্তৃত্বাভিমান (ম)। মোক্ষম্‌—নিবৃত্তিমার্গে তত্ত্বজ্ঞানজনিত অজ্ঞান ও তৎকার্যের বিনাশ (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, কোন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং কোন কর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকা কর্তব্য, কোন কর্ম কর্তব্য, কোন কর্মদ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ হয়, কোন কর্ম মোক্ষের অনুকূল এবং বন্ধনই বা কি মোক্ষই বা কি—যে বুদ্ধিদ্বারা এই সকল বিষয়ে জ্ঞান জন্মে তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

ব্যাখ্যা ঃ অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমরা নিশ্চিতভাবে কর্তব্য স্থির করি,—তাহার নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধি দুই প্রকার। প্রথম প্রকারের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা—ইহা ঊর্ধ্বগামী। এই বুদ্ধি মানুষের চিত্তকে ঈশ্বরমুখী করে। অপর প্রকারের বুদ্ধি নিম্নগামী—ইহা মানুষকে সংসারের দিকে আকর্ষণ করে।

সাত্ত্বিকী বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা এবং নির্মল। সুতরাং ইহা কর্ম ও জীবনের যথার্থ বিচার করিতে সমর্থ। কর্মে প্রবৃত্তির বা কর্ম হইতে নিবৃত্তির যে মূলসূত্র বা সনাতন নিয়ম সাত্ত্বিকী বুদ্ধি তাহাই গ্রহণপূর্বক তদনুসারেই জীবনকে পরিচালিত করে। তারপর কোন কর্ম করণীয়, কোন কর্ম অকরণীয় তাহাও সাত্ত্বিকী বুদ্ধি সদসৎ বিচারদ্বারা যথার্থভাবে নির্ণয় করিয়া দেয়। কোথা হইতে ভয়, কোথায় অভয় তাহাও সাত্ত্বিকী বুদ্ধি নিঃসংশয়রূপে স্থির করিতে পারে। সংসারে ডুবিয়া যাওয়াই ভয়, আর মোক্ষলাভেই অভয়। জীবের বন্ধনই বা কি মোক্ষই বা কি তাহাও সাত্ত্বিকী বুদ্ধির নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। প্রকৃতির অধীন হওয়াই আত্মার বন্ধন এবং প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বরূপে স্থিত হওয়াই মোক্ষ। কি প্রকারে প্রকৃতির এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহাও সাত্ত্বিকী বুদ্ধি যথার্থরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ।

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) যয়া (যে বুদ্ধিদ্বারা) [পুরুষ] ধর্মম্‌ অধর্মং চ (ধর্ম এবং অধর্ম) কার্যঞ্চ অকার্যম্‌ এব চ (এবং কার্য ও অকার্য) অযথাবৎ প্রজানাতি (যথার্থরূপে জানিতে পারে না) সা বুদ্ধি রাজসী (তাহা রাজসী বুদ্ধি)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, যে বুদ্ধি ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য—ইহাদের যথার্থরূপে বোঝে না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে উহাদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য যথার্থরূপে বিচার করা যায়। পক্ষান্তরে রাজসিক বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম কি, অধর্ম কি, কোন কার্য করণীয়, কোন কার্য অকরণীয় তাহা যথার্থরূপে নির্ণয় করা যায় না। কারণ রাজসিক বুদ্ধি আমাদের চিত্তের কামনারই অনুসরণ করে, অহং-এর ভাব দ্বারাই ইহা অনুরঞ্জিত হয় এবং যাহা চিত্তের সুখকর তাহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করে। এই বুদ্ধি অহম্‌-এর পরিতৃপ্তি অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর সত্য বা আদর্শের সন্ধান পায় না। কাজেই প্রকৃত সত্যকে ধরিতে না পারিয়া ইহা প্রত্যেক বস্তুকেই বিকৃত করিয়া দেখে। রাজসিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কোনও বিষয় বা কর্মের সব দিক বিচার করিয়া দেখিতে পারে না, কেবল স্বীয় অভিলাষ পূরণের দিকেই তাহার দৃষ্টি থাকে। অনেক স্থলে কোনটি ধর্ম, কোনটি অধর্ম, কোন কর্ম কর্তব্য, কোন কর্ম অকর্তব্য—তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে সংশয়দোলায় দুলিতে থাকে।

তারপর সত্য বা কর্তব্য নির্ণয় করিলেও রাজসিক প্রকৃতির লোক কামনাবাসনার প্রাবল্যবশত তাহার অনুসরণ করিতে পারে না। সুতরাং অনেক স্থলে সে কোনও কর্মকে কর্ম কর্তব্য বুঝিয়াও তাহা সম্পাদান করিতে পারে না, পক্ষান্তরে কোনও কর্মকে অকর্তব্য বুঝিয়াও তাহার অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হয়। তাহার অহংবুদ্ধি ও ভোগাভিলাষ তাহাকে স্বার্থপরতার কূপে নিমগ্ন করিয়া রাখে। কাজেই সে নিঃস্বার্থ

উদার জীবন যাপন করিতে পারে না, সর্বভূতের হিতসাধনে আপনাকে বিলাইয়া দিতে অসমর্থ হয়।

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) যা (যে বুদ্ধি) অধর্মং ধর্মম্ ইতি মন্যতে (অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে করে) সর্বার্থান্ (সকল বিষয়ই) বিপরীতান্ চ [মন্যতে] (উল্টা বোঝে) তামসা আবৃতা (অজ্ঞান দ্বারা আবৃত) সা বুদ্ধিঃ তামসী (সেই বুদ্ধি তামসী)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, যে মোহাবৃত বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সকল জ্ঞেয় বিষয়েরই বিপরীত জ্ঞান জন্মায় তাহাই তামসী বুদ্ধি।

ব্যাখ্যা ঃ তামসিক বুদ্ধি সর্বদা মোহাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞান দ্বারা আবৃত বলিয়া বস্তুমাত্রকেই বিপরীতভাবে দেখিয়া থাকে। সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে যাহা সৎ বিবেচিত হয়, তামসী বুদ্ধি তাহাই অসৎ বলিয়া নির্ণয় করে। এই বুদ্ধি সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য, আলোককে অন্ধকার এবং অন্ধকারকে আলোক, জ্ঞানকে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করে।

এই বুদ্ধির নিকট যাহা মহৎ তাহাই তুচ্ছ এবং যাহা তুচ্ছ অহাই মহৎ মনে হয় মানুষের কর্মসকলও তামসিক বুদ্ধি দ্বারা বিপরীত ভাবেই বিচারিত হইয়া থাকে। এই মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধি ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্মরূপে গ্রহণ করে এবং যাহা কর্তব্য তাহাই অকর্তব্য এবং যাহা অকর্তব্য তাহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করে। তামসিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের বুদ্ধি নিম্নগামী। ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি অথবা বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাস দ্বারাই ইহারা চালিত হয়।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) যোগেন (যোগবলে) অব্যভিচারিণ্যা যয়া ধৃত্যা (যে অবিচলিত প্রযত্নদ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া) ধারয়তে (ধারণ করে) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী (তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি)।

শব্দার্থ ঃ অব্যভিচারিণ্যা—বিষয়ান্তরে অনিযুক্ত (শ্রী) ; নিত্যসমাধিতে অনুগত (শ) ; যাহা অন্য বিষয় গ্রহণ করে না (ব)। যোগেন—চিত্তের একাগ্রতাজনিত সমাধি দ্বারা (শ) ; চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা (শ্রী) ; পরাত্মচিন্তন দ্বারা (ব) ; চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা (নী)। ধারয়তে—উন্মার্গ গমন হইতে নিবৃত্ত করে (ম) ; যাহা থাকিলে নিশ্চয় সমাধি হয়, এবং যাহাদ্বারা ধৃত হইয়া মনেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া বিষয়ান্তরে প্রবেশ করে না (ম) ; প্রতিষ্ঠিত করে (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ যে ধৃতি মানুষের চিত্তকে অন্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া এক বিষয়ে স্থাপনপূর্বক তাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়াকে স্থির রাখে তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি।

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি সৎ অসৎ, কর্তব্য অকর্তব্য নির্ণয় করিয়া

দেয়। যে শক্তি দ্বারা আমরা বুদ্ধি কর্তৃক নির্ণীত বিষয়ে স্থির হইয়া অধ্যবসায়ের সহিত উহার অনুসরণ করিতে পারি তাহারই নাম ধৃতি। আমাদের শক্তিসমূহকে ধারণ করে, উহাদিগকে বিনষ্ট বা অবসন্ন হইতে দেয় না বলিয়াই উহাকে ধৃতি বলা হয়। এই ধৃতিও সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ।

ধৃতি বুদ্ধিরই অনুগত। বুদ্ধি যাহা সত্য বলিয়া নির্ণয় করে ধৃতি তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি—পরমাত্মাই নিত্য-বস্তু, সুতরাং একমাত্র আশ্রয়ণীয়—বলিয়া নিশ্চিত করিয়া দিলে, চিত্ত তখন অন্য সমস্ত বস্তু ত্যাগ করিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হয়। এই প্রকারের যোগের দ্বারা সাত্ত্বিকী ধৃতি আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়মনোবৃত্তিকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ভগবচ্চিন্তায় সমাহিত করে।

আমাদের প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের গতি সর্বদাই বহির্মুখী এবং উচ্ছৃঙ্খল। ইন্দ্রিয়-সকল বহির্জগৎ হইতে রূপ রসাদি সংগ্রহ করে, মন বাহ্য বিষয়ের চিন্তা করে এবং প্রাণও দৈহিক চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকে। এই সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহাদের বহির্মুখী গতি ফিরাইয়া ঈশ্বরচিন্তায় সমাহিত করাই সাত্ত্বিকী ধৃতির কার্য। মোক্ষ-লাভের চেষ্টায় সাধক সর্বদা নিয়োজিত থাকিলেও প্রতিকূল অবস্থানিবন্ধন চিত্তে অনেক সময়ে দৈন্য আসে, ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন সাত্ত্বিকী ধৃতিই সাধককে মোক্ষমার্গে স্থির এবং দৃঢ়সংকল্প করিয়া রাখে।

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) [পুরুষ] যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) ধর্মকামার্থান্ ধারয়তে (ধর্ম, কাম ও অর্থ ধারণ করে) প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী (এবং প্রসঙ্গক্রমে ফলাকাঙ্ক্ষী হয়) সা রাজসী ধৃতিঃ (তাহাই রাজসী ধৃতি)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, যে ধৃতি দ্বারা পুরুষ বিষয়াসক্তিবশত ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ধর্ম, কাম এবং অর্থের উপভোগে আপনাকে সর্বদা নিযুক্ত রাখে তাহাই রাজসী ধৃতি।

ব্যাখ্যা ঃ যে ধৃতি দ্বারা মানুষের প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত চেষ্টা কোনও ফল-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ধর্ম, অর্থ ও কাম্য বিষয়ের অনুসরণে সর্বদা নিয়োজিত থাকে তাহাই রাজসী ধৃতি।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গই মানুষের পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত মানুষ সারাজীবন চেষ্টা করিয়া থাকে। ঐহিক সুখ অনিত্য এবং দুঃখজড়িত। একমাত্র মোক্ষই মানুষের পরম শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকে। এই মোক্ষলাভের চেষ্টাতেই সাত্ত্বিকী ধৃতি মানুষকে নিয়োজিত করে। পক্ষান্তরে রাজসিক ধৃতি ধর্ম, অর্থ ও কাম্যবস্তু লাভের নিমিত্ত তাহাকে শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজসিক ধৃতিমান লোকেরা ধর্ম, অর্থ ও কামকেই জীবনের একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তুরূপে গ্রহণ করে। এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত তাহাদের মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হয়।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

অন্বয় ঃ পার্থ (অর্জুন) দুর্মেধাঃ (অবিবেকী, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যাহা

দ্বারা) স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদং চ এব (নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মত্ততা) ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ তামসী (তাহা তামসী ধৃতি)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, যে ধৃতি দ্বারা দুর্বুদ্ধি পুরুষ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মত্ততাকে ছাড়িতে পারে না, সর্বদা এই সকল ভাবদ্বারা আচ্ছন্ন এবং এই সকল ব্যাপারে লিপ্ত থাকে তাহাই তামসী ধৃতি।

ব্যাখ্যা ঃ তামসিক ধৃতি মানুষের ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চারি প্রকারের কোনও পুরুষার্থ লাভেরই সহায়তা করে না। তামসিক ধৃতিসম্পন্ন লোকের প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত চেষ্টা কতকগুলি হীন ব্যাপারেই নিযুক্ত থাকে।

সর্বদা নিশ্চেষ্ট জড়ভাবে পড়িয়া থাকা অথবা নিদ্রা যাওয়াই তামসিক ধৃতিসম্পন্ন লোকদের স্বভাব। জীবনে কোনও পুরুষার্থলাভের নিমিত্ত চেষ্টা নাই, কোনও উচ্চ অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা নাই, কোনপ্রকার পরিবর্তন বা উন্নতিলাভের নিমিত্ত প্রয়াস নাই। অলসতা, ভীরুতা এবং কর্তব্য সম্পাদনে অনিচ্ছাই ইহাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। গতানুগতিকের অনুসরণ করিতে, স্রোতে গা ঢালিয়া পড়িয়া থাকিতেই ইহারা ভালবাসে। ইহারা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মত্ততায় সর্বদা আচ্ছন্ন থাকে। অশাস্ত্রীয় অবিহিত বিষয়সেবার প্রতিই ইহাদের চিত্ত উন্মুক্ত থাকে। নীচ ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থতেই ইহাদের সুখানুভব হয়।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ॥ ৩৬

অন্বয় ঃ ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন) ইদানীম্ (এক্ষণে) ত্রিবিধং সুখং তু (ত্রিবিধ সুখের বিষয়) মে শৃণু (আমার নিকট শ্রবণ কর)।

শ্লোকার্থ ঃ হে ভরতর্ষভ, এখন ত্রিবিধ সুখের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর।

অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যৎ তদগ্রে বিষমিব পারণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

অন্বয় ঃ যত্র (যে সুখে) অভ্যাসাৎ রমতে (অভ্যাসবশত প্রীতিলাভ করে) দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি (দুঃখের অবসান হয়) যৎ তৎ (যাহা) অগ্রে বিষম্ ইব (প্রথমে বিষের ন্যায় জ্বালাকর) পরিণামে অমৃতোপমম্ (কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য) আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজম্ (আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জাত) তৎ সুখম্ (সেই সুখ) সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ (সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত)।

শ্লোকার্থ ঃ যে সুখে লোক অভ্যাসবশত প্রীতিলাভ করে, যাহাদ্বারা দুঃখের সম্যক অবসান হয়, যাহা প্রথমাবস্থায় (ইন্দ্রিয়সংযম সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হওয়ার পূর্বে) দুঃখ-জনক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরিণামে (অর্থাৎ জ্ঞানবৈরাগ্যাদির উদয়ে) অমৃতের ন্যায় প্রীতিপ্রদ, সেই আত্মপ্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন বাহির্বিষয়-নিরপেক্ষ সুখই সাত্ত্বিক সুখ নামে অভিহিত।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে সাত্ত্বিক সুখের কথা বলা হইয়াছে ঃ

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগে আশু সুখ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উহা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী ; সুখের অবস্থা অতীত হইলেই দুঃখের আরম্ভ হয়। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ এইরূপ সহসা উৎপন্ন হয় না। কারণ ইহা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত সুখ নহে। বরং ইহাতে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে হয়, বাহিরের বিষয় হইতে উহাদিগকে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্তর্মুখী করিতে হয়। এই ইন্দ্রিয়সংযমের অবস্থা লোকে প্রথমে অত্যন্ত দুঃখকর বলিয়া মনে করে, কারণ সুখের ভোগ দূরে থাকুক, প্রথম অবস্থায় বাহ্যিক সমস্ত সুখকে ত্যাগ করিতে হয়। এই ত্যাগ প্রথমত বিষের ন্যায় একটা জ্বালাকর অবস্থা উৎপন্ন করে ; কিন্তু বারংবার ত্যাগের অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে চিত্তের নির্মল প্রসন্ন ভাব জন্মে এবং কামনা দূরীভূত হওয়াতে চিত্ত শান্তভাব অবলম্বন করে। তখন চিত্তের সেই শান্ত প্রসন্ন ভাব হইতে যে সুখের উৎপত্তি হয় তাহাই সাত্ত্বিক সুখ।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

অন্বয় ঃ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশত) যৎ তৎ (যাহা তাহা) অগ্রে অমৃতোপমম্ (প্রথমে অমৃতের ন্যায়) পরিণামে বিষম্ ইব (পরিণামে বিষতুল্য) তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ (সেই সুখ রাজস নামে কথিত।)

শ্লোকার্থ ঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে প্রথমে উহা অমৃতের ন্যায় সুখকর বলিয়া মনে হয়, পরিণামে উহা পুরুষের বলবীর্য, প্রজ্ঞা, ধনাদি বিনাশ করিয়া বিষের ন্যায় অনিষ্ট উৎপাদন করে। এই প্রকারের সুখই রাজসিক সুখ নামে জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা ঃ রাজসিক সুখ প্রধানত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। উৎপাদনকালে প্রথমাবস্থায় আশু সুখকর বলিয়া ইহা অমৃতের ন্যায় প্রীতিপ্রদ মনে হয়। কিন্তু এই সুখ ক্ষণিক। কিছুকাল পরেই সুখের অবস্থা দূরীভূত হইয়া প্রতিক্রিয়াজনিত দুঃখের অনুভূতি হইতে থাকে। যে সুখ প্রথমে অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর ছিল তাহাই পরে বিষের ন্যায় জ্বালা উৎপাদন করে। তাহা ছাড়া পরিণামে এই ইন্দ্রিয়ভোগ মানুষের বল, বীর্য, প্রজ্ঞা, মেধা, ধন ও উৎসাহের প্রভৃত ক্ষতিসাধন করে।

সাত্ত্বিক সুখের সহিত রাজসিক সুখের তুলনা করিলে উহাদের পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যাইবে, যথা ঃ

(১) রাজসিক সুখ ইন্দ্রিয় ও উহার বিষয়ের সংযোগ হইতে সহসা উৎপন্ন, আবার অল্প সময়ের মধ্যেই তিরোহিত হয়। দীর্ঘকালের অভ্যাসদ্বারা চিত্ত সংযত ও শান্ত হইলে ঐ শান্তভাব হইতে সাত্ত্বিক সুখের উৎপত্তি হয়। উহা রাজসিক সুখের ন্যায় হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া তিরোহিত হয় না।

(২) রাজসিক সুখ দুঃখমিশ্রিত। ঐ সুখের সঙ্গে দুঃখ লাগিয়াই থাকে, সুতরাং উহাদ্বারা দুঃখের অবসান হয় না। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ নির্মল, উহাদ্বারা দুঃখের অবসান হয়, 'দুঃখান্তং নিগচ্ছতি'।

(৩) রাজসিক সুখ উৎপত্তিকালে খুব প্রীতিপদ, কিন্তু পরিণামে দুঃখকর ; পক্ষান্তরে সাত্ত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়সংযমাদির দরুন প্রথমাবস্থায় ক্লেশাবহ হইলেও পরিণামে অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিপ্রদ।

(৪) রাজসিক সুখ বাহিরের বস্তুর উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ বাহিরের কোনও বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়, উহা আত্মজ্ঞানজনিত আন্তরিক প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয়।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ যৎ চ সুখম্‌ (যে সুখ) অগ্রে অনুবন্ধে চ (প্রথমে এবং পরিণামে) আত্মনঃ মোহনম্‌ (বুদ্ধির মোহকর) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থম্‌ (নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে জাত) তৎ তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ (সেই সুখ তামস নামে কথিত)।

শ্লোকার্থঃ নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন যে সুখ প্রথমে এবং পরিণামে সাধনাবস্থায় জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া চিত্তের মোহ উৎপাদন করে, সেই সুখই তামস নামে অভিহিত।

ব্যাখ্যাঃ তামসিক সুখ নিদ্রা, আলস্য, অনবধানতা প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক জড়ভাব হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা উৎপাদনকালে এবং পরিণামে চিত্তকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইহাতে রাজসিক সুখের সাময়িক তৃপ্তি বা সাত্ত্বিক সুখের প্রসন্নতা কিছুই থাকে না। ইহা একটা জড়তার অবস্থা।

আমাদের যে সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় আছে উহাদের পরিচালনায় সুখও হইতে পারে দুঃখও হইতে পারে। ইহাদের পরিচালনা সংযত করিলে দুঃখের মাত্রা কমিয়া সুখের মাত্রাই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মোহবশত ইহাদিগের ক্রিয়া বন্ধ বা অবসন্ন করিয়া রাখিলে একটা জড়তার ভাব উৎপন্ন হয়। এই অবস্থাকেই নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যের অবস্থা বলা হইয়াছে।

তামসিক সুখ কতকটা পশুপক্ষী বা বৃক্ষলতাদির সুখের ন্যায়। পশুগণ অন্ধ-প্রবৃত্তির চালনা এবং বিসদৃশ আচরণেই সুখবোধ করে, পুরীষভোজনেই শূকরের আনন্দ হয়। কিন্তু এ-প্রকার তামসিক সুখ হেয়, ঘৃণ্য; চিত্তের জড়তা এবং মোহের উৎপাদন করিয়া ইহা মানুষকে অধঃপাতের দিকে লইয়া যায়। তামস সুখকে আত্মার মোহকর বলা হইয়াছে। এই সুখ আত্মজ্ঞানের বিরোধী। তমঃপ্রধান লোক নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া মনে করে 'বেশ আছি'। সে আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত কোনও চেষ্টা করে না; অজ্ঞানের অন্ধকারে সে যে ডুবিয়া আছে তাহাই সুখকর বলিয়া মনে করে। অন্ধ প্রবৃত্তির চরিতার্থতাতে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহাও তামসিক সুখ। এই সুখের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই মানুষের বিবেকজ্ঞান তিরোহিত হয়, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, সে পশুর মত জ্ঞানশূন্য হইয়া কত যে কুকার্যের অনুষ্ঠান করে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় জাতীয় জীবনেও এই তমোগুণের প্রভাব দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। বর্তমানে ভারতবাসিগণ ভীষণ তমোগুণে আচ্ছন্ন। পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী এবং নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত অপমানিত হইয়াও মনে করে 'বেশ আছি'। দেশাচার ও কুসংস্কারের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াও তাহা দূর করিবার কোনও চেষ্টা করে না। এই জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতা সমগ্র জাতিকে ক্রমশ ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতেছে।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) পুনঃ দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা (অথবা দেবগণের মধ্যে) তৎ সত্ত্বং নাস্তি (কোন প্রাণী নাই) যৎ (যাহা) প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত এই তিনগুণ হইতে) মুক্তং স্যাৎ (মুক্ত আছে)।

শব্দার্থঃ প্রকৃতিজৈঃ—প্রকৃতি [সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা] তাহা হইতে জাত [বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত], অথবা প্রকৃতি হইতে [মায়া হইতে] জাত [মায়াদ্বারা কল্পিত] (ম)।

শ্লোকার্থঃ পৃথিবীতে, স্বর্গে অথবা স্বর্গস্থ দেবগণের মধ্যেও এমন কোন বস্তু বা প্রাণী নাই যাহা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি ত্রিগুণ হইতে মুক্ত অর্থাৎ যাহার মধ্যে এই সকল গুণের ক্রিয়া দেখা যায় না।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ত্রিগুণের ক্রিয়া হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ। তিন গুণের সাম্যাবস্থায় কোনও সৃষ্টি হয় না, গুণবিক্ষোভ হইলেই সৃষ্টিক্রিয়া চলিতে থাকে। তারপর এই সকল গুণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারাই বিশ্বসৃষ্টির পরিণতি হইতে থাকে। অতএব স্বর্গেই হউক বা পৃথিবীতে হউক এই সৃষ্ট বিশ্বের কোথাও এমন প্রাণী নাই যাহা এই ত্রিগুণের ক্রিয়া হইতে মুক্ত। আমরা যাহাদিগকে জড় বস্তু বলি তাহাদের মধ্যেও এই ত্রিগুণ বর্তমান, কিন্তু জড় বস্তুতে তমোগুণের অতি আধিক্যহেতু অন্য গুণের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

বস্তু, কর্ম, গুণ, ভাব, ক্রিয়া—যাহা কিছু মানুষের অনুভূতিতে আসে সমস্তই এই ত্রিগুণের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন। মানুষের স্বভাবও এই ত্রিগুণ দ্বারাই গঠিত। যতদিন মানুষ সংসারে আবদ্ধ থাকে ততদিন সে এই ত্রিগুণের দ্বারা চালিত হইয়াই বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করে। দেবতাগণও এই ত্রিগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত নন। স্বর্গেও এমন কিছু নাই যাহাতে এই ত্রিগুণের ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না, পৃথিবী তো দূরের কথা।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের) কর্মাণি (কর্মসকল) স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ (স্বভাবজাত গুণসকল দ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত আছে)।

শব্দার্থঃ স্বভাবপ্রভবৈঃ—স্বভাব [ঈশ্বরের প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া] প্রভব [কারণ] যাহাদের (শ); পূর্বজন্ম-সংস্কার-প্রাদুর্ভূত (শ্রী); প্রাণিসমূহের জন্মান্তরকৃত সংস্কারের নাম স্বভাব, ঐ স্বভাব যে গুণের প্রভব [উৎপত্তিকারণ] সেই সকল গুণদ্বারা (শ); ব্রাহ্মণাদি চতুর্বিধ স্বভাবের কারণ যে সকল গুণ তাহাদের দ্বারা (ম)।

শ্লোকার্থঃ হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম তাহাদের স্বভাবজাত গুণানুসারে পৃথক পৃথক বিভক্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে এই পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কোনও জীব বস্তু, গুণ, ভাব, ক্রিয়া বা অবস্থা নাই যাহা সত্ত্বাদি ত্রিগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত।

সুতরাং মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাবও এই ত্রিগুণ হইতে জাত বা ত্রিগুণদ্বারাই গঠিত। কিন্তু সকল মানুষের প্রকৃতিতে এই গুণগুলি সমানভাবে থাকে না। কাহারও মধ্যে একটি, কাহারও মধ্যে দুইটি গুণ প্রবল দৃষ্ট হয়। যাহার মধ্যে যে গুণ প্রবল তাহার স্বভাবও সেইরূপ হইয়া থাকে। এই প্রকারের গুণভেদে মানুষের স্বভাবকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—ব্রাহ্মণস্বভাব, ক্ষত্রিয়স্বভাব, বৈশ্যস্বভাব ও শূদ্রস্বভাব।

ব্রাহ্মণস্বভাব সত্ত্বগুণপ্রধান। এই স্বভাবে রজ ও তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রাধান্য লাভ করে। ক্ষত্রিয়স্বভাবে তমোগুণ নিরস্ত, সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণই প্রবল। বৈশ্যস্বভাবে সত্ত্বগুণ নিরস্ত, তমোমিশ্রিত রজোগুণ প্রবল; পক্ষান্তরে শূদ্রস্বভাবে রজোমিশ্রিত তমোগুণেরই আধিক্য দৃষ্ট হয়। স্বভাবের বিভিন্নতা অনুযায়ী মনুষ্যজাতিকে চারিবর্ণে বিভক্ত করা হয়। এই বর্ণভেদ এবং প্রচলিত জাতিভেদ এক নহে। উপরোক্ত চারি বর্ণের কর্মও আবার উহাদের স্বভাবোৎপাদক গুণানুসারে নির্দিষ্ট করা হয়।[১] পরবর্তী কয়েক শ্লোকে বিভিন্ন বর্ণের স্বভাবজাত কর্মের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

এস্থলে কর্ম বলিতে কেবল বাহ্যিক কর্ম বুঝাইতেছে না। যে সকল মানসিক ধর্ম, গুণ, ভাব বা অবস্থা হইতে বাহ্যিক কর্মের উৎপত্তি হয় তাহাও কর্মের অন্তর্গত। বাস্তবিক পক্ষে উহারাই কর্মের মুখ্য অংশ। মানসিক ধর্ম বা ভাবের মধ্য দিয়াই স্বভাবের প্রথম বিকাশ হয়। পরে উহা কর্মেন্দ্রিয়যোগে বাহ্যিক কর্মে পরিণত হয়। এই কারণে পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্মের বর্ণনায় কতকগুলি মানসিক গুণ বা অবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্‌॥ ৪২

অন্বয়ঃ শমঃ দমঃ তপঃ শৌচম্‌ (শম, দম, তপস্যা এবং শৌচ) ক্ষান্তিঃ আর্জবম্‌ এব চ (ক্ষমা ও সরলতা) জ্ঞানং বিজ্ঞানম্‌ আস্তিক্যম্‌ (জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্যবুদ্ধি) ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্‌ (এই সকল ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম)।

শ্লোকার্থঃ শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান (আত্মার অনুভব), আস্তিক্য (সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা) ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম (লক্ষণ)।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। শম (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম), দম (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) তপঃ (শরীরাদি ভোগ নিয়মনরূপ ব্রত এবং উপবাসাদি কায়ক্লেশ), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জব (সরলতা), জ্ঞান (শাস্ত্রাচার্যলব্ধ জ্ঞান), বিজ্ঞান (শাস্ত্রার্থের অনুভব), আস্তিক্য (সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা)—এই কয়টি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম।

এই শ্লোকে যে 'জ্ঞান' বলা হইয়াছে তাহা আত্মজ্ঞানের কথা নহে, শাস্ত্রাচার্য হইতে লব্ধ পরোক্ষ জ্ঞান। 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ শাস্ত্রাচার্য হইতে যে জ্ঞানলাভ করা যায় নিজের মধ্যে তাহার অনুভব। ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান বা অনুভবযুক্ত জ্ঞান। আস্তিক্য বলিতে বুঝায় ঈশ্বর সত্য, পরলোক সত্য ইত্যাদি বিষয়ে দৃঢ় ও নিশ্চিত বিশ্বাস।

---

১ চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শমদমাদিকে এই শ্লোকে ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম বলা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে উহারা ব্রাহ্মণ-স্বভাবের ধর্ম বা লক্ষণ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রেরাও এই সকল ধর্ম লাভ করিতে পারে; কিন্তু তাহাদের চরিত্রে এই সকল গুণ আপনা হইতে পরিস্ফুট হয় না, সাধনা এবং কর্মদ্বারা অর্জন করিতে হয়।

শৌর্যম্‌ তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌॥ ৪৩

অন্বয়ঃ শৌর্যং তেজঃ (শৌর্য এবং তেজ) ধৃতিঃ দাক্ষ্যম্‌ (ধৃতি এবং দক্ষতা) যুদ্ধে অপলায়নম্‌ অপি চ (এবং যুদ্ধে অপলায়ন) দানম্‌ ঈশ্বরভাবঃ চ (দান এবং প্রভুভাব) স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম (ইহারা স্বাভাবিক ক্ষত্রিয়জাত কর্ম)।

শ্লোকার্থঃ শৌর্য, তেজ, ধৃতি, কর্মদক্ষতা, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ বা প্রতিনিবৃত্ত না হওয়া, দান, প্রভুত্বের ভাব—এই সকল ক্ষত্রিয়দের স্বভাবজাত গুণ বা কর্ম।

ব্যাখ্যাঃ ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, যথাঃ

শৌর্যম্‌—বিক্রম, সাহস। সত্য, ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার্থে অথবা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে অধিকতর বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধের প্রবৃত্তি। কাহাকেও ভয় না করিয়া ন্যায়যুদ্ধে প্রবেশের সামর্থ্য।

তেজঃ—অত্যাচার সহ্য না করা, প্রবলের নিকট অবনতি স্বীকার না করা, পরাধীন থাকিয়া লাঞ্ছনা অপমান ভোগ না করা—এই সমস্তই ক্ষাত্রতেজের লক্ষণ।

দাক্ষ্যম্‌—সহসা কোনও কর্ম বা বিপদ উপস্থিত হইলেও তাহাতে আকুল না হইয়া যথা-কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষমতা। এই গুণ রাজ্যশাসন, সমাজরক্ষা প্রভৃতি কার্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

যুদ্ধে অপলায়নম্‌—যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শত্রুর ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন না করা, ন্যায় যুদ্ধে পশ্চাৎপদ না হওয়া এবং সেইজন্য প্রয়োজন হইলে অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রাণ বিসর্জন করা।

দানম্‌—অসংকোচে স্বকীয় অর্থ বা সম্পত্তি অপরকে দান। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়দের এই দানপ্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল। ক্ষত্রিয় রাজগণ অজস্র দান করিতেন। দান চিত্তের ত্যাগশীলতার পরিচায়ক।

ঈশ্বরভাবঃ—প্রভুত্বপ্রকাশ, দুর্বৃত্তকে শাসন করিবার ক্ষমতা। ক্ষত্রিয় রাজগণই ছিলেন সমাজের রক্ষক। এই ঈশ্বরভাব না থাকিলে দুর্বৃত্তের শাসন ও সমাজরক্ষা হয় না, এজন্য ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের বিশিষ্ট ধর্ম।

এই ধর্মগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত। ক্ষত্রিয়স্বভাব সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান। ক্ষত্রিয়স্বভাবে এই সকল শৌর্যাদি ধর্ম এই মিশ্রিত গুণেরই স্বাভাবিক পরিণতি। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যেও এই ধর্মের আপনা হইতেই বিকাশ হইয়া থাকে। সকল লক্ষণ বিকাশ পাইতে পারে, কিন্তু তাহা শিক্ষা ও সাধনা সাপেক্ষ।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্‌।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্‌॥ ৪৪

অন্বয়ঃ কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যম্‌ (কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য) স্বভাবজম্‌ বৈশ্যকর্ম

(বৈশ্যদের স্বাভাবিক কর্ম) পরিচর্যাত্মকং কর্ম (পরিচর্যাত্মক কর্ম) শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্ (শূদ্রদিগের স্বভাবজাত)।

শ্লোকার্থ ঃ কৃষি, গো-পালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের এবং সেবা বা পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রদের স্বভাবজ।

ব্যাখ্যা ঃ কৃষি, গো-পালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম। বৈশ্যস্বভাব তমোমিশ্রিত রজোগুণ-প্রধান। রজস্তম-মিশ্রিত স্বভাবের পক্ষে এই সকল কর্মই বিশেষ উপযোগী। সেইরূপ পরিচর্যা বা সেবা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম। শূদ্র রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান। অতএব শূদ্রস্বভাবের পক্ষে সেবাকার্যই বিশেষ উপযোগী এবং এই প্রকারের কর্মেই শূদ্রস্বভাবের বিকাশ এবং পরিণতি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্মের প্রসঙ্গে শমদমাদি কতকগুলি আন্তরিক গুণ বা ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের বেলায় কোনও আভ্যন্তরীণ গুণের উল্লেখ না করিয়া বাহ্যিক কর্মের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার হেতু এই যে বৈশ্য ও শূদ্রস্বভাবাপন্ন লোকের মানসিক অবস্থার কোনও স্থিরতা বা স্থায়িত্ব নাই। এই কারণে উহাদের স্বভাবজ কর্মের প্রসঙ্গে কোনও আভ্যন্তরীণ গুণ বা ভাবের উল্লেখ না করিয়া বাহ্যিক কর্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কোনও বাহ্যিক কর্মের উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে বোঝা যায় যে সত্ত্বগুণের উদ্ভব দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধতা, মানসিক ভাবগুলির স্থিরত্ব এবং চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইলে বাহ্যিক যে কোন কর্ম করা যাউক না কেন তাহাদ্বারা কর্মীর আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হয় না। প্রত্যেক কর্মই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভাবে করা যাইতে পারে। কাজেই শমদমাদি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি সাত্ত্বিকভাবে কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম করেন তাহা হইলে তাহার প্রত্যবায় হইবে না। তথাপি যজন যাজনাদি কাজই যে ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫

অন্বয় ঃ স্বে স্বে কর্মণি (নিজ নিজ কর্মে) অভিরতঃ নরঃ (তৎপর পুরুষ) সংসিদ্ধিং লভতে (সম্যক সিদ্ধিলাভ করে) স্বকর্মনিরতঃ (নিজ কর্মে তৎপর, নিষ্ঠাবান পুরুষ) যথা সিদ্ধিং বিন্দতি (যে প্রকারে সিদ্ধিলাভ করে) তৎ শৃণু (তাহা শ্রবণ কর)।

শব্দার্থ ঃ স্বে স্বে কর্মণি—স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মে (ম)। অভিরতঃ—সম্যগনুষ্ঠানপর (ম); নিষ্ঠাবান্ (নী); তৎপর (শ)। সংসিদ্ধিম্—দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের অশুদ্ধিক্ষয়হেতু সম্যক্ জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতা (ম); পরমপদপ্রাপ্তি (রা); কর্মান্তর্গত জ্ঞাননিষ্ঠা (ব)। সিদ্ধিম্—সন্ন্যাস-লক্ষণাত্মক নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি (নী); পরমপদ (রা); উক্ত লক্ষণাত্মক সিদ্ধি (ম)। স্বকর্মনিরতঃ—স্বীয় স্বভাবজ কর্মে নিযুক্ত।

শ্লোকার্থ ঃ নিজ নিজ কর্ম নিষ্ঠা ও তৎপরতার সহিত যাহারা সম্পাদন করেন তাঁহারা সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। স্বকর্মনিরত ব্যক্তি কি উপায়ে সিদ্ধিলাভ করেন তাহাই এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ তাহার স্বভাবজ কর্ম নিষ্ঠার সহিত সম্যক অনুষ্ঠান করিলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। এস্থলে 'সিদ্ধি' শব্দের অর্থ পুরুষার্থপ্রাপ্তি। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গই পুরুষার্থ। তম্মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তিই পরমপুরুষার্থ। এই পরমপুরুষার্থ লাভকেই এখানে সিদ্ধি বলা হইয়াছে।

স্বধর্মের পালন বা স্বীয় স্বভাবজ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করিয়া ক্রমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। এজন্য রজ ও তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠা হইলে মানুষের বিষয়াসক্তি বা কামনা দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্মল হয়। তারপর সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া গুণাতীত অবস্থা লাভ করিলে সে মোক্ষলাভ করে। রজ ও তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠা কর্ম ও সাধনাসাপেক্ষ; কিন্তু একবার শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে গুণাতীত অবস্থা আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। সত্ত্বগুণের ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি।

কিন্তু কর্মদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কর্ম স্বভাব হইতে প্রসূত হওয়া চাই। মানুষের স্বভাব তাহার সত্তারই নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কাজেই এই স্বভাবপ্রসূত কর্মই মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। নচেৎ কর্ম বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হইলে, অন্তঃপ্রকৃতির সহিত উহার সামঞ্জস্য না থাকিলে উহা মানব-জীবনের স্বাধীন বিকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্বভাবজ কর্মেই নিযুক্ত থাকা কর্তব্য। তারপর মানুষের শিক্ষা ব্যাপারেও এই স্বভাবেরই অনুবর্তন করা আবশ্যক। যাহার যেরূপ স্বভাব, যেরূপ মানসিক গুণ এবং শক্তি তাহার শিক্ষাও তদনুযায়ী হওয়া দরকার। প্রাচীনকালে বালক ও যুবকদের স্বভাবানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্তমানকালে এই সত্যটির উপর তেমন মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না। ফলে এখনকার শিক্ষা তেমন কার্যকরী এবং ফলদায়ক হয় না, সেইজন্য সমাজেও নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব ঘটিতেছে।

একটি প্রশ্ন এস্থলে বিবেচ্য। মানুষের স্বভাব জন্মগত, না উত্তরকালে অর্জিত? মানুষ জন্মের সময় যে একটি বিশিষ্ট স্বভাব নিয়া জন্মগ্রহণ করে তাহাতে সন্দেহ নাই, যদিও পরবর্তীকালে শিক্ষা, সাধনা ও কর্মদ্বারা উহার পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু এই স্বভাব মানুষ কোথা হইতে পায় তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন মানুষের স্বভাব তাহার পিতামাতা বা পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত, ইহা বংশগত। ইহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে; কারণ দেখা যায় যে সন্তানের স্বভাব অনেকস্থলে তাহার পিতামাতা বা পূর্বপুরুষের স্বভাবের বিপরীত। এজন্য শাস্ত্রকার-গণ বলেন যে প্রত্যেক মানুষ জন্মকালে তাহার পূর্বজন্মের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তবে পিতামাতা বা বংশানুগত স্বভাব দ্বারা যে উহা প্রভাবান্বিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সহজ বা জন্মগত স্বভাব অপরিবর্তনীয় নহে। মানুষ শিক্ষা, সাধনা ও কর্মদ্বারা উহার ক্রমোন্নতি সাধন করিতে পারে এবং তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া রজোগুণে এবং রজস্তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া ক্রমশ সত্ত্বগুণ লাভে সমর্থ হয়।

কেহ যদি এই জন্মেই তাহার নিম্ন স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর স্বভাব লাভ করে, তবে তাহাকে তাহার পূর্ব-স্বভাবজ কর্ম ত্যাগ করিয়া অর্জিত স্বভাবের কর্ম করিতে হইবে কিনা? গীতার মতে ইহার আবশ্যকতা নাই। কারণ প্রত্যেক কর্মই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ উপায়ে সম্পাদন করা যাইতে পারে।

এই কয়েক শ্লোকে মানুষের যে স্বভাবের কথা বলা হইয়াছে তাহা নিম্নাঙ্গের

স্বভাব, যে আত্মা প্রকৃতির সহিত জড়িত, যাহা প্রকৃতির অধীন বা প্রকৃতির অংশ তাহারই স্বভাব, কাজেই উহা গুণগত। কিন্তু এই গুণগত স্বভাব ব্যতীত মানুষের উচ্চ আত্মার, প্রকৃতির বন্ধনমুক্ত আত্মারও স্বভাব আছে। উহা গুণাতীত, মুক্ত, স্বাধীন।[১] মানুষের সিদ্ধিলাভের অর্থ নিম্নাত্মার স্বভাব হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মার স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই সিদ্ধি কেমন করিয়া লাভ করিতে হয় পরবর্তী শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ (যাহা হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি) যেন ইদং সর্বং ততম্‌ (যাহাদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত) মানবঃ (মানুষ) স্বকর্মণা তম্‌ অভ্যর্চ্য (নিজের কর্মদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া) সিদ্ধিং বিন্দতি (সিদ্ধিলাভ করে)।

শব্দার্থঃ প্রবৃত্তিঃ—উৎপত্তি অথবা চেষ্টা (শ); উৎপত্তি, মায়াময় স্বপ্নরথাদির ন্যায় (ম); চেষ্টা (শ্রী)। যতঃ—যে ঈশ্বর হইতে। সিদ্ধিম্‌—কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠা-যোগ্যতালক্ষণাত্মক সিদ্ধি (শ); জ্ঞাননিষ্ঠা (ব); অন্তঃকরণশুদ্ধি (ম)।

শ্লোকার্থঃ যে পরমপুরুষ হইতে জীবের উৎপত্তি বা কর্মচেষ্টা, যিনি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, স্বীয় কর্মদ্বারা তাঁহার সম্যক অর্চনা করিলেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার স্বভাবজ কর্ম নিষ্ঠা ও তৎপরতার সহিত সম্পাদন করিলে তাহাদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। এস্থলে সিদ্ধিলাভের অর্থ প্রকৃতির অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞানলাভ, অহম্‌-এর গন্ডীতে আবদ্ধ সংকীর্ণ জীবনের উর্ধ্বে উঠিয়া মুক্ত স্বাধীন জীবন প্রাপ্তি। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে কেবল স্বভাবজাত কর্মের অনুষ্ঠান করিলেই কি মানুষ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে পারে? বৈশ্য যদি কেবল হলকর্ষণেই নিযুক্ত থাকে, শূদ্র যদি কেবল সেবাকার্য করে, ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধাদিতেই ব্যাপৃত থাকে, তবে কি কেবল সেই কর্মদ্বারাই সে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে?

এই প্রশ্নের আশংকায় ভগবান বলিতেছেন—না, তা নয়। কেবল কতকগুলি কর্মদ্বারা কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কর্মী যদি কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক তাহার স্বভাবজ সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করে, তবেই উহা তাহাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে। যাহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি এই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন সেই পরমেশ্বরকে স্বীয় স্বভাবনিয়ত কর্ম দ্বারা অর্চনা করিলেই মানুষ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়।

মানব যখন অনন্যচিত্ত হইয়া তাহার সমস্ত কর্মদ্বারা ভগবানের আরাধনা করে তখন ভগবৎপ্রসাদে তাহার চিত্ত নির্মল হইয়া জ্ঞানের উদয় হইতে থাকে এবং রজস্তমোগুণ নিরস্ত হইয়া সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়। পরে সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করিয়া সে গুণাতীত অবস্থা লাভ করতঃ সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

১ চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্‌ ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ স্বধর্মঃ বিগুণঃ [অপি] (স্বধর্ম দোষযুক্ত হইলেও) স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ (সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে) শ্রেয়ান্‌ (শ্রেষ্ঠ) স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্‌ (স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম করিলে) কিল্বিষং ন আপ্নোতি (কর্তা পাপে পতিত হয় না)।

শব্দার্থঃ স্বধর্মঃ—পূর্বোল্লিখিত ব্রাহ্মণের শম-দমাদি, ক্ষত্রিয়ের শৌর্যবীর্যাদি। বিগুণঃ—নিকৃষ্ট (ব); অসম্যক্‌ অনুষ্ঠিত (ম); কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন (নী)। স্বভাবনিয়তম্‌—স্বভাবজ (শ); পূর্বোক্ত নিয়মে বিহিত (শ্রী); পূর্বোক্ত শৌর্য-বীর্যাদি স্বভাবজ (ম)। কিল্বিষম্‌—পাপ (শ); দোষ (ব); বন্ধুবধাদি নিমিত্ত পাপ (ম)।

শ্লোকার্থঃ স্বধর্মোচিত কর্ম দোষবিশিষ্ট বা অঙ্গহীন হইলেও উহা সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়। কারণ স্বভাবজাত কর্ম দ্বারা কেহই পাপভাগী হয় না।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ব শ্লোকদ্বয়ে বলা হইয়াছে যে স্বধর্ম অর্থাৎ স্বভাবনিরত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। এই কারণে নিজের স্বভাবজ ধর্ম বাহিরের দৃষ্টিতে সম্যক সম্পন্ন না হইলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়।

গীতার মতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাবজ কর্মই তাহার কর্তব্য। কিন্তু এমন হইতে পারে যে কাহারও স্বাভাবিক কর্ম লোকদৃষ্টিতে নিকৃষ্ট, হয়ত ঐ কর্মের অনুষ্ঠান অতি ক্লেশকর, হয়ত বৈষয়িক হিসাবে তাহা মোটেই লাভজনক নহে অথবা অন্যান্য কারণে উহার সম্যক অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। কিন্তু এরূপ স্থলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্যক অনুষ্ঠিত স্বধর্ম শ্রেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি কোনও শম-দমাদি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেখিতে পান যে কোন কারণবশতঃ যাজন-যাজন অধ্যাপনাদি কর্ম তিনি সম্যক অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, অথবা ঐ কর্ম অবলম্বন করিলে দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী, পক্ষান্তরে বৈশ্যোচিত বাণিজ্যাদি কর্ম অথবা শূদ্রোচিত চাকুরি অবলম্বন দ্বারা অধিক অর্থোপার্জন হইতে পারে, অথবা তাহা সহজে সুন্দররূপে সম্পাদন করা যায়, সেই অবস্থায়ও তাঁহার পক্ষে স্বধর্মপালন করাই কর্তব্য। কারণ যে গুণ বা শক্তির তিনি অধিকারী স্বকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই সেই সেই গুণ বা শক্তির সদ্ব্যবহার এবং সুপ্রয়োগ হইবে। স্বধর্ম তাহাদ্বারা তাহার নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সমাজের উপকার হইবে। স্বধর্ম বিগুণ বা প্রাণিবধাদি দোষদুষ্ট হইলেও তাহার অনুষ্ঠানে পাপ হইবে না; পক্ষান্তরে অপরের কর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার শক্তির অপপ্রয়োগ এবং অপচয়হেতু স্বীয় উন্নতি ব্যাহত এবং সমাজের শৃংখলা বিনষ্ট হইবে।[১]

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) সহজং কর্ম (স্বভাবজাত কর্ম) সদোষম্‌

১ তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অপি (দোষযুক্ত হইলেও) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে না) হি (যেহেতু) ধূমেন অগ্নিঃ ইব (ধূম দ্বারা আবৃত অগ্নির ন্যায়) সর্বারম্ভাঃ দোষেণ আবৃতাঃ (সকল কর্মই দোষদ্বারা আবৃত)।

শব্দার্থ ঃ সহজম্‌—স্বভাববিহিত (শ্রী) ; স্বভাবপ্রাপ্ত (ব) ; স্বভাবজ (ম); জন্মের সহিত উৎপন্ন (শ)। সদোষম্‌—হিংসাদিমিশ্র (ব) ; বিহিত হিংসাদিযুক্ত (ম)। সর্বারম্ভাঃ—দৃষ্টাদৃষ্ট সমস্ত কর্ম (শ্রী); স্বধর্ম ও পরধর্মমূলক সমস্ত কর্ম (ম) ; দোষেণ—দুঃখদ্বারা (রা) ; কোন না কোন দোষদ্বারা (শ্রী) ; ত্রিগুণাত্মক সাধারণ দোষদ্বারা (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, স্বীয় স্বভাবজাত কর্ম দোষের হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে না, কারণ ধূম দ্বারা যেমন অগ্নি সর্বদাই আবৃত থাকে সেইরূপ প্রত্যেক কর্মের সঙ্গেই কোন না কোন দোষ যুক্ত থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ স্বভাবজাত কর্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ কর্ম দ্বারাই মানুষ মুক্তির পথে, সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। এখন কর্মের কি কি দোষ হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য। প্রথমত, কামনা জড়িত থাকার ফলে কর্ম লোককে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কাজেই উহা জ্ঞানলাভের বিরোধী। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধাদি কর্ম হিংসাত্মক, আরও অনেক কর্ম আছে যাহাতে অপর লোকের অনিষ্ট হয়। এইরূপ প্রত্যেক কর্মই কোন না কোন দোষযুক্ত।

কেহ কেহ সর্বকর্ম পরিত্যাগের উপদেশ দেন। কিন্তু গীতার মতে স্বভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে না। লোকে যেমন ধূমাদির দোষের দরুন অগ্নিকে ত্যাগ করে না, পরন্তু উক্ত দোষ পরিহার করিয়া অগ্নির সেবা করে সেইরূপ কর্মের দোষ আছে বলিয়া তাহা ত্যাগ করা উচিত নয়। কর্মের দোষ প্রধানত কামনা হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেই তাহা নির্দোষ হইতে পারে। তখন সেই কর্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া মোক্ষেরই অনুকূল হইবে, জ্ঞানলাভের পরিপন্থী না হইয়া উহার সহায়ক হইবে।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

অন্বয় ঃ সর্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ (যাহার বুদ্ধি সকল বিষয়েই অনাসক্ত) জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ (যিনি জিতাত্মা এবং নিঃস্পৃহ) [পুরুষ] সন্ন্যাসেন (সন্ন্যাস দ্বারা) পরমাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্‌ অধিগচ্ছতি (পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন)।

শব্দার্থ ঃ অসক্তবুদ্ধিঃ—দারাপুত্রাদি প্রিয়বস্তুতে সঙ্গরহিত (শ) ; 'আমি এদের, ইহারা আমার' ঃ এইরূপ অভিষ্বঙ্গরহিত বুদ্ধি [অন্তঃকরণ] যাহার (ম)। জিতাত্মা —বশীকৃতান্তঃকরণ (শ) ; নিরহংকার (শ্রী)। বিগতস্পৃহঃ—দেহ, প্রাণ, ভোগাদিতে স্পৃহাশূন্য (শ); ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য (শ্রী) ; আত্মাতিরিক্ত বস্তুসাধ্য নানাবিধ আনন্দে স্পৃহাশূন্য (শ)। সন্ন্যাসেন—শিখাযজ্ঞোপবীতাদি সহিত সমস্ত কর্মের ত্যাগদ্বারা (ম) ; স্বরূপতঃ ত্যাগদ্বারা (ব) ; পূর্বোক্ত কর্মাসক্তি ও ফলের ত্যাগরূপ সন্ন্যাসদ্বারা (শ্রী)। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্‌—সর্বকর্ম-ত্যাগ-লক্ষণাত্মক সত্ত্বশুদ্ধি (শ্রী) ; নৈষ্কর্ম্য [নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের ভাব] তাহাই সিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্যের [নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপে

অবস্থানের] সিদ্ধি [নিষ্পত্তি] (শ) ; নৈষ্কর্ম্যরূপ [ব্রহ্মবিষয়ক বিচারপরিনিষ্পন্ন জ্ঞানরূপ] সিদ্ধি (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি কখনও কর্মে বা কর্মফলে আসক্ত হন না, যাঁহার দেহেন্দ্রিয় মন সংযত, যিনি ভোগকামনাবিরহিত, তিনি কর্মফলপরিত্যাগরূপ সন্ন্যাসদ্বারা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বলিতে বোঝায় কর্মত্যাগজনিত সিদ্ধি। কর্মফলেই মানুষের দেহধারণ, আবার দেহধারণ হইলেই পুনরায় কর্ম, আবার সেই কর্মের ফলে পুনর্জন্ম। এই প্রকারে মানুষ কর্মদ্বারা পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে। এই কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির একমাত্র উপায় কর্মসন্ন্যাস। গীতার মতে কর্মফল ত্যাগ করিলেই কর্মসন্ন্যাস হইল। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে বুদ্ধিকে সমস্ত ভোগ্য বিষয়ের আসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া আত্মাতে স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রকারে বুদ্ধি আত্মস্থ হইলে দেহপ্রাণের প্রতি আসক্তি ও ভোগ্য-বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইবে এবং নিম্নাত্মা অর্থাৎ বিষয়জড়িত আত্মা বশীভূত হইবে। সাধক তখন নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির যে শান্তি তাহাই লাভ করিবেন।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০

অন্বয় ঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি (যে প্রকারে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন) তথা (তাহা) সমাসেন (সংক্ষেপে) মে নিবোধ (আমার নিকট জ্ঞাত হও) যা (যাহা, যে ব্রহ্মপ্রাপ্ত) জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা (জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা)।

শব্দার্থ ঃ সিদ্ধিম্‌—নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি (শ্রী) ; সর্বকর্মত্যাগান্তা আত্মধ্যাননিষ্ঠা (ব)। ব্রহ্ম—শুদ্ধ আত্মাকে (ম)। জ্ঞানস্য—বিচারনিষ্পন্ন জ্ঞানের (ম)। পরা নিষ্ঠা—শ্রেষ্ঠ পরিসমাপ্তি (ম) ; যার পরে আর অনুষ্ঠেয় কোনও সাধন নাই (শ, ম)।

শ্লোকার্থ ঃ সিদ্ধিলাভের পর যে প্রকারে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ইহাই জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকে যে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, ঐ প্রকারের সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি উপায়ে ব্রহ্মকে অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন তাহাই এখন বলা হইবে। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ ব্রহ্মের ন্যায় সম, শান্ত, নির্বিকার অবস্থা লাভ করা। ইহাই জ্ঞান-নিষ্ঠার পরকাষ্ঠা। ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহা হইতে উচ্চতর অবস্থা লাভ অর্থাৎ ভাগবত ভাব প্রাপ্তির পক্ষে পরা ভক্তিই প্রধান উপায়। এ বিষয়ে পরে বলা হইবে।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

অন্বয় ঃ বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া) ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য

(ধৈর্যদ্বারা চিত্তবৃত্তিকে নিয়ত করিয়া) শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ ত্যক্ত্বা (শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া) রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ (রাগ ও দ্বেষকে পরিত্যাগ করিয়া) বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী (নির্জন প্রদেশবাসী ও অল্পভোজী হইয়া) যতবাক্‌কায়মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া) নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (সর্বদা ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক) অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য (অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ এবং বাহ্যভোগোপকরণ ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ শান্তঃ (মমত্ববুদ্ধিহীন ও প্রশান্তচিত্ত) [পুরুষ] ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত হন)।

শব্দার্থ : বিশুদ্ধয়া—সর্বসংশয়-বিপর্যয়শূন্য, মায়ারহিত (ম); পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক (শ্রী)। আত্মানম্‌—কার্যকারণ-সংঘাত (শ); শরীরেন্দ্রিয়-সংঘাত (ম); সেই বুদ্ধিকে (শ্রী)। নিয়ম্য—বশীভূত করিয়া (শ); উন্মার্গপ্রবৃত্তি হইতে নিবারণপূর্বক আত্মপ্রবণ করিয়া (শ); নিশ্চল করিয়া (শ্রী); বিষয়বৈমুখ্যদ্বারা যোগযোগ্য করিয়া (রা); সমাধিযোগ্য করিয়া (ব)। রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য—সেই সকল বিষয়ে রাগদ্বেষশূন্য হইয়া (শ্রী); শরীর-স্থিতিমাত্র-বিষয়েও রাগদ্বেষশূন্য হইয়া (ম)। বিবিক্তসেবী—কোলাহলশূন্য পবিত্র দেশে অবস্থানকারী (ম); শুচিদেশাবস্থায়ী (শ্রী)। ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত (ম); ব্রহ্মভবনের নিমিত্ত (শ)। কল্পতে—যোগ্য হয়, সমর্থ হয় (ম)।

শ্লোকার্থ : বিশুদ্ধ নির্মল বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৃতিদ্বারা দেহেন্দ্রিয়মনকে সংযত করিয়া, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া, আসক্তি ও দ্বেষ বর্জনপূর্বক, জনকোলাহলশূন্য পবিত্র দেশবাসী এবং অল্পভোজী হইয়া, বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করিয়া, সর্ব্বদা ধ্যানযোগে অভ্যস্ত হইয়া, বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও ভোগোপকরণ পরিত্যাগ করিয়া, মমত্ববোধহীন ও শান্ত হইয়া যে সাধক জীবন যাপন করেন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকোক্ত ব্রহ্মভাব কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই কয়েকটি শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। সাধককে বিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা যুক্ত হইতে হইবে। আমাদের বুদ্ধির দুই প্রকার গতি—প্রথম প্রকার নিম্নগামী, মলিন; দ্বিতীয় প্রকার ঊর্ধ্বগামী, বিশুদ্ধ। বুদ্ধি যখন মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সহিত একীভূত হয় (অর্থাৎ মন যাহা সংকল্প করে বুদ্ধি তাহাতেই সায় দেয়), মন এবং ইন্দ্রিয়ের যাহা প্রীতিপ্রদ বুদ্ধিও তাহারই অনুবর্তন করে, তখনই সেই বুদ্ধিকে নিম্নগামিনী বা অবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলে। যে বুদ্ধি কোন বস্তু সৎ, কোন বস্তু অসৎ, কোন কর্ম কর্তব্য, কোন কর্ম অকর্তব্য তাহা নিশ্চয় করিয়া দেয় উহাকে বিশুদ্ধা বা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলা হয়। ধৃতি বলিতে বোঝায় নিশ্চিত সংকল্প। দৃঢ়সংকল্প মনের অশান্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করে এবং সৎ প্রবৃত্তিগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরে। নিম্নাত্মা হইল ইন্দ্রিয়-মনের বা প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ আত্মা। ইহাই আমাদের কামনা-বাসনাময় আত্মা। ইহাকে সংযত করিতে না পারিলে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করা অসম্ভব।

শব্দাদির (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের) অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়ার প্রতি আমাদের আকর্ষণ বা আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। তারপর অনুকূল বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি যে দ্বেষ তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে। চিত্তের ধৈর্য সম্পাদনের নিমিত্ত যথাসম্ভব জনকোলাহলশূন্য স্থানে

বাস করিবে, আহার বিহারে সংযত হইবে এবং প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে সংযত রাখিবে।

বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া সংস্বরূপ আত্মার চিন্তনের নাম ধ্যান। এই ধ্যানে অভ্যস্ত হইলে ক্রমে সমাধিলাভ হইবে। অহঙ্কার (আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, এই অনুভব), বল (আমি বলবান, এই বোধ), দর্প (স্বীয় বলবুদ্ধি প্রভৃতির বাহিরে প্রকাশ), কাম (বিষয়াভিলাষ), ক্রোধ, পরিগ্রহ (ভোগ্যদ্রব্যের অধিকার বা অপর হইতে গ্রহণ, ভোগোপকরণ)—এই সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ ইহারা মনের চঞ্চলতা উৎপাদন করে। এই সকল বস্তু, এই সকল পরিজন আমার—এরূপ মনে করিয়া তাহাদের প্রতি আসক্তিই মমত্ব। ইহার পরিত্যাগ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

এই প্রকারে সমস্ত বিক্ষেপের কারণ দূরীভূত হইলে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয় এবং সাধক তখন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪

অন্বয় : প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মভূতঃ (প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত পুরুষ) ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি (শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না) সর্বভূতেষু সমঃ (সর্বভূতে সমাভাবাপন্ন হইয়া) পরাং মদ্ভক্তিং লভতে (আমাতে শ্রেষ্ঠ ভক্তি লাভ করেন)।

শব্দার্থ : ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্ত (শ); শ্রবণ মননাভ্যাসহেতু 'আমিই ব্রহ্ম' : এরূপ দৃঢ়নিশ্চয়বান্‌ (ম); ব্রহ্মে অবস্থিত (শ্রী); অনাবৃত চৈতন্যত্বহেতু ব্রহ্মরূপ (ম)। সমঃ—নিজের উপমায় সকলের উপর বা বিষয়ে সমদৃষ্টিসম্পন্ন (ম); একভূত জ্ঞাননিষ্ঠ (শ); পরাম্‌—উত্তম জ্ঞানলক্ষণা (শ); জ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ (বি)। মদ্ভক্তিম্‌—পরমেশ্বর আমাতে ভক্তি (শ); শ্রবণকীর্তনাদিরূপা মদ্ভক্তি।

শ্লোকার্থ : ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত সাধকের চিত্ত সর্বদা প্রসন্ন থাকে, তিনি কোন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিছু নষ্ট হইলেও তজ্জন্য শোক করেন না; তিনি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন। এরূপ ব্যক্তি আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে যে ব্রহ্মভূত সাধকের কথা বলা হইয়াছে তাঁহার আত্মা প্রসন্নভাব ধারণ করে এবং তিনি আনন্দময় হইয়া যান। তিনি কোন ইষ্টবিয়োগেই শোক করেন না, কোন দুঃখই তাঁহাকে ক্লিষ্ট করে না। রোগ, দারিদ্র্য, আত্মীয়-বিয়োগ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি যতপ্রকার দুঃখের হেতু আছে কিছুতেই তিনি ব্যথিত হন না। তিনি সর্বপ্রকার শোকদুঃখের অতীত হইয়া শান্তভাবে অবস্থান করেন। তিনি কোনও বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, কারণ তাঁহার সমস্ত কামনাবাসনা নিবৃত্ত হইয়া যায়। সকল ভূতে তিনি সমভাবাপন্ন হন। কাহারও প্রতি অনুরাগ, কাহারও প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন না। সকল জীবে এক আত্মার অবস্থিতি জানিয়া তিনি সকলকে নিজের মত দেখেন। এই প্রকারের প্রসন্নচিত্ত, শোকদুঃখরহিত, কামনাহীন, সর্বভূতে সমভাবাপন্ন ব্রহ্মভূত সাধক আমাতে (পুরুষোত্তম পরমেশ্বরে) পরা ভক্তি লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান ঈশ্বরভক্তিতে পরিণতি লাভ করে।[১]

১ সপ্তম অধ্যায়ে যে জ্ঞানী ভক্তের কথা বলা হইয়াছে তাঁহার ভক্তি পরা ভক্তি।

সাংখ্যবাদিগণের মতে ব্রাহ্মী স্থিতি বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই জীবের চরম অবস্থা, জ্ঞানই এই অবস্থাপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ পথ, ভক্তির পথ নিকৃষ্ট পথ। মানুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে আর ভক্তি, পূজা কিছুই থাকে না; কারণ কে কাহার পূজা করিবে? গীতাতে এই অব্যয়, অচল, নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মসত্তা অপেক্ষাও উচ্চতর পুরুষের কথা বলা হইয়াছে। এখানে পরমাত্মাই পরমেশ্বর, এখানে আছেন সব্যক্তিক ও নির্ব্যক্তিক সত্তাতে অধিষ্ঠিত এবং তাহারও অতীত পুরুষোত্তম পরমেশ্বর। এই পুরুষোত্তমের নির্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে ব্রহ্মভূত সাধকের অহংভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তিনি আর প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ ক্ষুদ্র জীব থাকেন না। ইহার পরিবর্তে উদ্ভূত হন মুক্ত স্বাধীন পুরুষ, পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের সনাতন অংশ। এই মুক্তপুরুষ পুরুষোত্তমের ন্যায় এক-দিকে নির্ব্যক্তিক, নির্বিকার, স্থির, অচঞ্চল; অপরদিকে তাঁহারই ন্যায় ক্রিয়াশীল, কর্মী, অনুভূতিমান পুরুষ। ভাগবত জ্ঞানই তাঁহার জ্ঞান, ভাগবতী ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা, ভাগবত কর্মই তাঁহার কর্ম। এই অবস্থায় ভগবান পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তি, প্রেম কেবল যে সম্ভবপর তাহা নহে, উহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট অনুভূতি, উহাই পরা ভক্তি।

এই ভক্তিকেই অহেতুকী ভক্তি, নির্গুণা ভক্তি বলা হয়। ভক্তিশাস্ত্র বা ভাগবতেও এই ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

যাঁহারা আত্মারাম, যাঁহাদের অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, সেই মুনিগণও উরুক্রমে (শ্রীভগবানে) অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। হরির এমনি গুণ।[১]

অজ্ঞানী মানুষের যে ভগবানে ভক্তি তাহা অপরা ভক্তি, উহা পরা ভক্তি নহে।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

অন্বয়ঃ ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) মাম্ অভিজানাতি (আমাকে সমগ্ররূপে জানিতে পারেন) তত্ত্বতঃ যাবান্ যশ্চ অস্মি (আমি স্বরূপতঃ যেইরূপ এবং যাহা) ততঃ (তদনন্তর) মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (আমাকে যথার্থরূপে জানিয়া) তদনন্তরম্ (তারপর) বিশতে (আমাতে প্রবেশ লাভ করেন)।

শব্দার্থঃ যাবান্—উপাধিকৃত-বিস্তরভেদ (শ); সর্বব্যাপী (শ্রী); গুণতঃ যাহা (ব); গুণ ও বিভূতিদ্বারা যাহা (রা)। যঃ চ—সচ্চিদানন্দঘন তথা-ভূত (শ্রী); স্বরূপতঃ স্বভাবতঃ যাহা (রা, ব)। ভক্ত্যা—জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি-দ্বারা (শ); পরা ভক্তিদ্বারা (র); নিদিধ্যাসনাত্মিকা জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বারা (ম)। তদনন্তরম্—সেই জ্ঞানের উপরম হইলে (শ্রী); তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তর (ব)। বিশতে—অজ্ঞান ও তাহার কার্য নিবৃত্তিতে সর্বোপাধিশূন্য হইয়া সংস্বরূপ হয় (ম); দর্পণের নাশে প্রতিবিম্ব যেরূপ বিম্বে প্রবেশ করে তদ্রূপ (নী); পরমানন্দরূপ হয় (শ্রী); আমার সহিত যুক্ত হয় (ব); আমার সাযুজ্য-সুখ অনুভব করে (বি); আমাকে প্রাপ্ত হয় (রা)।

শ্লোকার্থঃ পূর্বোক্ত পরা ভক্তি দ্বারা সাধক আমি যাহা (আমার স্বরূপ) এবং

১ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ভাগবত ১।৭।১০

আমি যেইরূপ (আমার প্রকাশ) তাহা সমগ্রভাবে যথার্থত জানিতে পারেন। এই-রূপে আমাকে যথার্থত জানিবার পর তিনি আমার সহিত যুক্ত হন।

ব্যাখ্যাঃ যে পরা ভক্তির কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে সেই ভক্তিদ্বারাই সাধক ভগবানকে যথার্থরূপে জানিতে পারেন। ভগবানের স্বরূপ এবং বিশ্বে তাঁহার আত্মপ্রকাশ সমস্তই জ্ঞানী ভক্ত জানিতে পারেন। এই ভক্তিলব্ধ জ্ঞানই সমগ্র জ্ঞান। মানুষের অন্তরস্থ আত্মারূপে, তাহার সমস্ত কর্মের প্রভুরূপে, সমস্ত প্রেম ও ভক্তির উৎসরূপে, পূজা ও আরাধনার পাত্ররূপে, সমগ্র জগতের স্রষ্টা ও সংহর্তারূপে, সমস্ত প্রাণীর পিতা, মাতা ও সুহৃদরূপে এবং বিশ্বাতীত জ্যোতির্ময় পুরুষরূপে—একাধারে এই সমস্ত রূপে ভক্ত ভগবানকে জানিতে পারেন। ইহাই ভক্তের অভিজ্ঞান, সমগ্রের জ্ঞান, 'মাম্ অভিজানাতি'। তখন আত্মজ্ঞানে ও আত্মানন্দে তিনি ভগবানের সহিত যুক্ত হন। তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহারই ভাব প্রাপ্ত হন, 'মদ্ভাবমাগতঃ'। তিনি ভাগবত ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির রাজ্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়া ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করেন; তাঁহার সনাতন পরম পদ প্রাপ্ত হন, 'বিশতে তদনন্তরম্'।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

অন্বয়ঃ [তিনি] সদা সর্বকর্মাণি কুর্বাণঃ অপি (সর্বদা সকল কর্ম সম্পাদন করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) শাশ্বতম্ অব্যয়ং পদম্ অবাপ্নোতি (শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থঃ সর্বকর্মাণি—বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ সমস্ত কর্ম (শ); সমস্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম (শ্রী); সমস্ত স্ববিহিত কর্ম (ব); বর্ণাশ্রমধর্মোচিত লৌকিক বা প্রতিষিদ্ধ কর্ম (ম)। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—আমি [বাসুদেব ঈশ্বর] ব্যপাশ্রয় [আশ্রয়ণীয়] যাহার (শ); মদেকশরণ (ম)। মৎপ্রসাদাৎ—পরমেশ্বর আমার অনুগ্রহে (ম)। শাশ্বতং পদম—নিত্য বৈষ্ণব পদ (শ); অব্যয় নিত্য সর্বোৎ-কৃষ্ট পদ (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ পূর্বোক্ত সাধক আমাকে আশ্রয়পূর্বক সর্বদা যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিয়াও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয়পদ লাভ করেন।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বোক্ত উপায়ে ভগবানে প্রবেশ করিলেও মুক্তপুরুষের কর্মের বিরাম হয় না। তিনি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কর্ম সম্পাদন করেন এবং এইরূপ সমস্ত কর্ম করিয়াও তিনি শাশ্বত পদ হইতে বিচ্যুত হন না। আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ও পরিণতির প্রথম অবস্থায় সাধক যজ্ঞরূপে তদীয় কর্মের অনুষ্ঠান করেন। এই অবস্থায় তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান থাকিলেও সমস্ত কর্ম যজ্ঞরূপে দেবতাকে বা ভগবানকে উৎসর্গ করা হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় কর্মী আপনাকে কর্মের কর্তা মনে করেন না। তিনি দেখেন যে প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কর্ম হইতেছে, তাঁহার আত্মা নিষ্ক্রিয়, উদাসীন। শেষ অবস্থায় তিনি উপলব্ধি করেন যে প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। তখন সাধকের সমস্ত কর্ম ভগবানেই অর্পিত হয়, তিনি বুঝিতে পারেন ভগবানই প্রকৃতির প্রভু। এই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত কর্ম অন্তরস্থ ভগবান হইতেই সাক্ষাৎ প্রসূত হয়। তাঁহার কর্ম তখন আর ব্যক্তিগত কর্ম নয়, উহা অখণ্ড জাগতিক কর্মেরই অংশমাত্র। এই প্রকারের ভাগবত কর্ম ভক্তকে

সংসারে আবদ্ধ করিতে পারে না। তিনি ভগবানের প্রসাদে এই মর জগতের ঊর্ধ্বে উঠিয়া শাশ্বত পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

অন্বয়ঃ চেতসা (বিবেকবুদ্ধি দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ময়ি সংন্যস্য (আমাতে সমর্পণ করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য (বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া) সততং মচ্চিত্তঃ ভব (সর্বদা আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও)।

শব্দার্থ ঃ সর্বকর্মাণি—দৃষ্ট ও অদৃষ্টার্থ সমস্ত কর্ম (শ)। বুদ্ধিযোগম্—সমাহিত-বুদ্ধিত্ব (শ); পূর্বোক্ত সমত্বলক্ষণাত্মক যোগ (ম); ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা যোগ (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ সুতরাং মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্বক সর্বদা একমাত্র আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর।

ব্যাখ্যা ঃ ভগবান বলিতেছেন—হে অর্জুন, তুমি তোমার বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ করিবে। তোমাকে বাহ্যিক কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না, কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া নিষ্কর্ম হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। কিন্তু মনে মনে তোমাকে কর্মত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ কর্ম করিবার সময় মনে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা রাখিবে না এবং 'আমি কর্মের কর্তা', ইহাও মনে করিবে না। এইরূপে তোমার জীবনের সমস্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়া মৎপর হইয়া অবস্থান করিবে এবং সমস্ত হৃদয় দিয়া আমাকে ভালবাসিবে।

তারপর তোমার বুদ্ধিকে আমার সহিত যুক্ত করিবে। মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতে বুদ্ধিকে সরাইয়া লইয়া আমাতে স্থাপন করিবে। তাহা হইলে তুমি মদেকচিত্ত হইয়া সর্বভূতে এক আত্মা জানিয়া আত্মার শান্ত সমতা হইতে কার্য করিতে পারিবে, অজ্ঞান মনের অসংখ্য কামনার বলে ইতস্তত ছুটাছুটি করিবে না। ইহাই বুদ্ধিযোগ। এই বুদ্ধিযোগে অভ্যস্ত হইলে তোমার চিত্ত আমাতেই নিবিষ্ট থাকিবে (মচ্চিত্ত), অন্য বিষয়ে ধাবিত হইবে না।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ ত্বম্ (তুমি) মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত হইলে) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) সর্বদুর্গাণি (সকল দুস্তর সংকট ও দুঃখ) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে) অথ চেৎ (আর যদি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশত) ন শ্রোষ্যসি (আমার কথা না শোন) বিনংক্ষ্যসি (তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে)।

শব্দার্থ ঃ সর্বদুর্গাণি—সমস্ত দুস্তর সংসারহেতুজাত দুঃখ (শ, শ্রী); কামক্রোধাদি সংসার-দুঃখ-সাধনসকল (ম)। বিনংক্ষ্যসি—বিনাশ প্রাপ্ত হইবে (শ); পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইবে (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে আমার অনুগ্রহে কর্মফলজনিত সমস্ত দুস্তর সংকট ও দুঃখ অতিক্রম করিতে পারিবে। আর যদি অহঙ্কারবশত আমার

কথা না শোন তবে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ কর্মফলভোগার্থ বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ ভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, বর্তমানে তুমি আপনাকেই সমস্ত কর্মের কর্তা মনে করিতেছ, তাই তোমার মনে নানা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আত্মীয় বন্ধুগণের বিয়োগের আশঙ্কায় তোমার চিত্ত ব্যথিত হইয়াছে, গুরুবধজনিত পাপের ভয়ে তুমি ভীত হইয়াছ, সাংসারিক শোকদুঃখ তোমার চিত্তকে অভিভূত করিয়াছে। তুমি এই সকল দুঃখসাধন হইতে মুক্তির কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছ না। ইহারা দুর্গম, দুরতিক্রম্য বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ তোমার চিত্ত এখনও সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে, তুমি অহংকার পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না। কিন্তু যদি তুমি আমার শরণ লও, আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট কর, সমস্ত হৃদয় দিয়া আমাকে ভালবাস, তবে তুমি এই সমস্ত দুঃখ ও অশান্তির কারণ অতিক্রম করিতে পারিবে। আমি গুহ্যতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, তোমার মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছি, তোমার কর্তব্য কি তাহাও নির্দেশ করিয়াছি। এই সকল কথা শুনিয়াও যদি অহঙ্কারবশত আমার নির্দেশ পালন না কর তবে তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ সমস্ত পুরুষার্থ হইতে, মোক্ষের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সংসারে বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইবে।

যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ অহংকারম্ আশ্রিত্য (অহংকার আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি যৎ মন্যসে (এই যাহা মনে করিতেছ) তে এষঃ ব্যবসায়ঃ মিথ্যা (তোমার এই সংকল্প মিথ্যা) প্রকৃতিঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি (কারণ তোমার প্রকৃতিই তোমাকে নিযুক্ত করিবে)।

শব্দার্থ ঃ অহংকারম্ আশ্রিত্য—'আমি স্বাধীন, অপরের কথামত কেন চলিব' ঃ এইপ্রকার অহংকারবশতঃ (শ), 'আমি ধার্মিক, ক্রূর কর্ম করিব না' ঃ এই প্রকার অহংকার আশ্রয় করিয়া (ম)। প্রকৃতিঃ—ক্ষাত্রস্বভাব (শ); ক্ষত্রিয় জাতির স্বভাবজাত রজস্তমোভাব।

শ্লোকার্থ ঃ তুমি অহংকারবশত মনে করিতেছ,—'আমি যুদ্ধ করিব না।' তোমার এই সংকল্প মিথ্যা, কারণ তোমার ক্ষত্রিয়প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে অর্থাৎ তুমি তোমার ক্ষত্রিয়প্রকৃতির অধীন হইয়া বিপরীত সংকল্পসত্ত্বেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ যদি তুমি মনে কর তুমিই তোমার কর্মের কর্তা, কর্মসম্পাদনে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং অহংকারবশত স্থির করিয়া থাক যে যুদ্ধ করিবে না, তাহা হইলে তোমার সে অহংকার মিথ্যা। কারণ তুমি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নও। তুমি তোমার প্রকৃতির, স্বভাবের অধীন। তুমি ক্ষত্রিয়। শৌর্য, যুদ্ধে অপলায়ন—ইহা তোমার স্বভাবজ গুণ বা কর্ম। এই ক্ষত্রিয়স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। তুমি ইচ্ছা করিলেও যুদ্ধ ছাড়িতে পারিবে না।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০

অন্বয় ঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) মোহাৎ (মোহবশত) যৎ কর্তুং ন ইচ্ছসি (যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন স্বেন কর্মণা (স্বভাবজাত স্বীয় কর্মদ্বারা) নিবদ্ধঃ (আবদ্ধ) অবশঃ (অবশ হইয়া) তৎ অপি করিষ্যসি (তাহাও করিবে)।

শব্দার্থ ঃ স্বভাবজেন কর্মণা—স্বভাবজাত শৌর্যাদি দ্বারা (ম) ; পূর্ব কর্মসংস্কার হইতে জাত স্বীয় কর্ম দ্বারা (শ্রী) ; পূর্বোক্ত ক্ষত্রিয়স্বভাবজাত শৌর্যাদি দ্বারা (ম)। নিবদ্ধঃ—নিয়ন্ত্রিত (শ্রী) ; অবশীকৃত (ম)। মোহাৎ—অবিবেক-হেতু (শ) ; 'আমি স্বতন্ত্র, যাহা ইচ্ছা হয় করিব' ঃ এই প্রকার ভ্রম হইতে (ম)। অবশঃ—পরবশ (শ) ; ইচ্ছা না করিলেও স্বাভাবিক কর্ম-পরতন্ত্র ও ঈশ্বর-পরতন্ত্র হইয়া (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, মোহবশত তুমি এখন যে কার্য করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অতঃপর তোমাকে ক্ষত্রিয়-স্বভাবজাত কর্মে আবদ্ধ হইয়া অবশভাবে তাহাও করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ ভগবান বলিতেছেন—হে অর্জুন, তুমি মোহবশত এখন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত আছ। তুমি অজ্ঞানবশত মনে করিতেছ যে যুদ্ধ করিলে তোমার পাপ, তোমার দুঃখ হইবে, যে গুরুজন বধ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করাও ভাল ইত্যাদি। তুমি আরও মনে করিতেছ যে তুমি স্বাধীন, স্বতন্ত্র, তোমার মনে যখন যে ইচ্ছা উদিত হয় তুমি সেইরূপ কাজ করিতে পার। ইহা তোমার ভ্রম। তুমি তোমার স্বভাব দ্বারা আবদ্ধ, স্বভাবকে অতিক্রম করিবার শক্তি তোমার নাই। কাজেই তুমি এখন ইচ্ছা না করিলেও যুদ্ধ ছাড়িতে পারিবে না, তোমার ক্ষত্রিয়স্বভাব দ্বারা চালিত হইয়া, নিজের ইচ্ছা-সংকল্প বিসর্জন দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

অন্বয় ঃ অর্জুন (হে অর্জুন) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) মায়য়া (মায়া দ্বারা) যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] (যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায়) সর্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (সকল ভূতকে ভ্রমণ করাইয়া) সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে (সকল জীবের হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন)।

শব্দার্থ ঃ ঈশ্বরঃ—ঈশনশীল নারায়ণ (শ) ; অন্তর্যামী (শ্রী) ; সর্বনিয়মনশীল বাসুদেব (রা)। হৃদ্দেশে—হৃদয়দেশে (শ); অন্তঃকরণে (ম) ; হৃদয়মধ্যে (শ্রী) ; বুদ্ধি-গুহাতে (নী)। মায়য়া—ছদ্ম দ্বারা (শ) ; নিজ শক্তি দ্বারা (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া নিজের মায়া দ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ বাজীকর যেমন কোনও কাষ্ঠনির্মিত পুত্তলিকাকে যন্ত্রে বসাইয়া অন্তরালে থাকিয়া একগাছা সূত্রযোগে উহাকে ইচ্ছামত পরিচালিত করে এবং সেই পুত্তলিকা অবশ হইয়া অজ্ঞানে বাজীকরের ইচ্ছামত অঙ্গসঞ্চালন করে, সেইরূপ ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়মধ্যে গোপনভাবে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার মায়াশক্তির প্রভাবে জীবসকলকে চালিত করিতেছেন। এই মায়াই প্রকৃতি বা প্রকৃতির বন্ধন। মানুষ এই সংসারে তাহার স্বভাব অনুসারেই কর্ম করে এবং এই স্বভাব প্রকৃতিরই অংশ। কাজেই সে এই প্রকৃতি দ্বারাই চালিত হইয়া থাকে।

মানুষ যদি প্রকৃতি দ্বারাই চালিত হয় তবে ঈশ্বর চালাইতেছেন একথা কেন বলা হইল ? কারণ ঈশ্বরই প্রকৃতির প্রভু, ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই প্রকৃতি কর্ম করে। পুত্তলিকা রজ্জুদ্বারা চালিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে রজ্জু উহাকে চালায় না, অন্তরালে যে বাজীকর বসিয়া আছে সেই প্রকৃত চালক, রজ্জু তাহারই ইচ্ছানুসারে পুত্তলিকার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এইরূপ মানুষ প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই চালক। কিন্তু অনেক বিষয়ে পুত্তলিকার সহিত জীবের সাদৃশ্য থাকিলেও এক বিষয়ে বিভিন্নতা আছে। পুত্তলিকা চলে বটে, কিন্তু কে চালাইতেছে, কি প্রকারে চালিত হইতেছে এ-বিষয়ে তাহার কোনও অনুভূতি নাই। কিন্তু জীবের একটা ভ্রান্ত অনুভূতি আছে। সে মনে করে, 'আমি নিজেই নিজেকে চালাইতেছি, আমিই আমার সকল গতির নিয়ন্তা।' এই অহংকারে বা ভ্রান্ত বুদ্ধিবশত সে আপনাকেই সকল কর্মের কর্তা মনে করে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২

অন্বয় ঃ ভারত (হে অর্জুন) সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে) তম্ এব শরণং গচ্ছ (তাঁহারই শরণ লও) তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার অনুগ্রহে) পরাং শান্তিম্ (পরম শান্তি) শাশ্বতং স্থানম্ (ও শাশ্বত স্থান) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে)।

শব্দার্থ ঃ তম্ এব—সেই ঈশ্বরকে (শ)। শরণম্ গচ্ছ—সংসার-দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত আশ্রয় কর (শ) ; সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত শরণ লও সর্বভাবেন—সমস্ত আত্মা দ্বারা (শ) ; মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা (ম)। পরাং শান্তিম্—পরম উপরতি (শ) ; সকার্য অবিদ্যা নিবৃত্তিরূপ শান্তি। স্থানং চ—বিষ্ণুর পরম পদ (শ) ; অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপে অবস্থান (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ হে ভারত, সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, পুত্তলিকা যন্ত্রস্থ এবং রজ্জুবদ্ধ হইয়া বাজীকরের নির্দেশ অনুসারে ইতস্তত চালিত হয়। পুত্তলিকা যদি রজ্জুর বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র হইতে চায় তবে তাহার সহজ উপায় বাজীকরের শরণাপন্ন হওয়া। বাজীকরের শরণ গ্রহণ করিলে সে অনুগ্রহপূর্বক পুত্তলিকাকে মুক্তি প্রদান করিতে পারে। সেইরূপ ভগবানের মায়াদ্বারা আবদ্ধ জীব যদি এই মায়া অতিক্রম করিতে চায় তবে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া। সকল সময়ে এবং সম্পূর্ণরূপে ইহা করিতে পারি যদি আমরা আমাদের সমস্ত সত্তাদ্বারা, আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও হৃদয় দ্বারা তাঁহার শরণ লইতে পারি এবং তাঁহাকে আমাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে ভগবানই আমাদের সমগ্র সত্তাকে তাঁহার জ্ঞান ও প্রেম দ্বারা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইবেন। আমাদের সমস্ত সংশয়, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত সংকট দূর করিয়া আমাদিগকে

চিরশান্তি দান করিবেন। আমরা ভগবানের মত মুক্ত স্বাধীন হইয়া তাঁহার শাশ্বত পদ লাভ করিব।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

অন্বয় : ইতি গুহ্যতরং জ্ঞানম্ (এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান) ময়া তে আখ্যাতম (আমি তোমাকে বলিলাম) অশেষেণ এতৎ বিমৃশ্য (নিঃশেষে ইহা আলোচনা করিয়া যথা ইচ্ছসি তথা কুরু (যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর)।

শব্দার্থ : জ্ঞানম্—আত্মমাত্রবিষয়ক মোক্ষসাধন জ্ঞান (ম)।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, আমি তোমার নিকট গুহ্য হইতেও গুহ্যতর অর্থাৎ অতি রহস্যপূর্ণ জ্ঞানের কথা বলিলাম। ইহা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর।

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪

অন্বয় : সর্বগুহ্যতমম্ (সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম) মে পরমং বচঃ (আমার পরম বাক্য ভূয়ঃ শৃণু (পুনরায় শ্রবণ কর) মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি (তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ততঃ (সেই হেতু) তে হিতং বক্ষ্যামি (তোমাকে হিতবাক্য বলিতেছি)।

শব্দার্থ : সর্বগুহ্যতমম্—সকল গুহ্য বিষয় হইতে অত্যন্ত গুহ্য রহস্য (শ); পূর্বে কর্মযোগে গুহ্যতর জ্ঞান বলা হইয়াছে, এক্ষণে কর্মযোগ এবং তৎফলভূত জ্ঞান হইতেও গুহ্য (ম)। হিতম্—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপ্রাপ্তি সাধন (শ); পরম শ্রেয় (ম)।

শ্লোকার্থ : এখন সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরম জ্ঞানপ্রদ আমার কথা পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইহেতু তোমার পক্ষে যাহা হিতকর তাহাই তোমাকে বলিতেছি।

ব্যাখ্যা : (৬৩ম ও ৬৪ম শ্লোক)—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন : 'হে অর্জুন, আমি এপর্যন্ত তোমার নিকট অতি গুহ্য জ্ঞানের রহস্য বলিয়াছি। এই রহস্যময় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলে ধারণা করিতে পারে না। ইহা কেবল পরম ভক্তদের চিত্তে প্রকাশিত হয় কেবল শুদ্ধচিত্ত বিবেক-বৈরাগ্যবান ব্যক্তিগণই ইহা অনুধাবন করিতে সমর্থ। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তুমি তোমার অভীষ্ট কর্ম সম্পাদন কর। এখন তোমাকে সর্বাপেক্ষা গুহ্যতত্ত্ব বলিব। ইহাই সকল কথার সার। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই সকল আধ্যাত্মিক রহস্য বলিবার নিমিত্ত তোমাকেই আমি নির্বাচন করিয়াছি এবং তোমার পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক তাহাই আমি বলিব।' পরবর্তী দুই শ্লোকে এই শ্রেষ্ঠ রহস্যের কথা বলা হইয়াছে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫

অন্বয় : মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী ভব (তুমি মদ্গতচিত্ত আমার ভক্ত এবং

আমার পূজাপরায়ণ হও) মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর) মাম্ এব এষ্যসি (তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে) তে সত্যং প্রতিজানে (তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি) [যতঃ] মে প্রিয়ঃ অসি (যেহেতু তুমি আমার প্রিয়)।

শ্লোকার্থ : তুমি আমাতেই তোমার সমস্ত মন নিবিষ্ট কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর এবং আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে তোমার সমস্ত কর্ম সম্পাদন কর; তাহা হইলে তুমি আমাকেই পাইবে। আমি তোমাকে একথা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কারণ তুমি আমার একান্ত প্রিয়।

ব্যাখ্যা : ভগবান তাঁহার প্রিয় ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন যে তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁহাকে নিশ্চয় পাইবে। অতএব হে অজ্ঞান মানুষ, যদি তুমি তদ্‌গতচিত্ত হইয়া সর্বতোভাবে ভগবানের ভজনা কর তবেই তাঁহাকে পাইবে। ইহা ভগবানের প্রতিশ্রুতি।[1]

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

অন্বয় : সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য (সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া।) একং মাং শরণং ব্রজ (এক আমারই শরণ লও) অহং সর্বপাপেভ্যঃ ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি (আমি সকল পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব) মা শুচঃ (সুতরাং শোক করিও না)।

শব্দার্থ : সর্বধর্মান্—সমস্ত ধর্ম এবং অধর্মমূলক কর্ম (শ); প্রাক্তন পাপ প্রায়শ্চিত্তভূত কৃচ্ছ্রাদি সবিহিত সমস্ত ধর্ম (ব); সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম (ম); কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগরূপ সমস্ত ধর্ম (রা); বিধিকৈঙ্কর্য অর্থাৎ বিধি বা নিয়মের দাসত্ব (শ্রী)। পরিত্যজ্য—সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া (শ); ফলসঙ্গ কর্তৃত্বাদি ত্যাগ করিয়া (রা); স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া (ব); বিদ্যমান কর্মে অনাদর করিয়া (ম)। মাম্—সর্বাত্মা, সম, সর্বভূতস্থ ঈশ্বর অচ্যুত গুরু আমাকে (শ); সর্বেশ্বর কৃষ্ণকে (ব); সর্বধর্মের অধিষ্ঠাতা, সর্বকর্মের ফলদাতা অদ্বিতীয় ঈশ্বর আমাকে (ম)। শরণং ব্রজ—আশ্রয় গ্রহণ কর, আমা ব্যতীত আর কিছু নাই; এরূপ অবধারণ কর (শ); মদেকশরণ হও (শ্রী)। সর্বপাপেভ্যঃ—সমস্ত ধর্মাধর্ম বন্ধনরূপ পাপ হইতে (শ)। মোক্ষয়িষ্যামি—আমার আত্মভাব প্রকাশিত করিয়া মুক্তি করিব (শ)।

শ্লোকার্থ : সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

ব্যাখ্যা : দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে কৃষ্ণ, এই যুদ্ধসংকটে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি, কোনটি আমার ধর্ম, কোন কর্ম আমার কর্তব্য তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না (ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ), আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম, আমার শ্রেয় কি তাহা নিশ্চিতরূপে বলিয়া দাও।' এখান হইতেই প্রকৃতপক্ষে গীতার আরম্ভ। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার

[1] এই শ্লোকটি নবম অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোকের অনুরূপ। ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রেয় সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলেন, তাঁহার কর্তব্য কি তাহাও বলিয়া দিলেন। অবশেষে এই দুইটি শ্লোকে সমস্ত উপদেশের উপসংহার করা হইল, গীতার চরম উপদেশ প্রদত্ত হইল, গুহ্যতম রহস্য প্রকাশিত হইল।

ভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, মানুষের জন্য বিভিন্ন ধর্ম বিহিত আছে, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম প্রভৃতি বহু ধর্মের উপদেশ আছে ; যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বহু বিধিনিষেধের ব্যবস্থা আছে ; জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ প্রভৃতি বহু মার্গ বা পথের নির্দেশ আছে। কিন্তু তুমি অন্ধভাবে কোনও কর্মবিধি বা মার্গের অনুসরণ করিও না, কোন বিধিনিষেধের দাস হইও না অথবা তোমার অজ্ঞান বুদ্ধিদ্বারা কোনও ধর্ম শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিও না। ইহাতে নানা সংশয় সন্দেহ তোমাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিবে ; কোনটি তোমার শ্রেয়, কোনটি গ্রহণীয় তাহা নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারিবে না। তোমার বুদ্ধি হয়ত তোমাকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যাইবে। অতএব তুমি সকল ধর্ম ত্যাগ কর। সকল বিধি, সকল ধর্ম, সকল পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে আমার হাতে ছাড়িয়া দাও ; তোমার অহংকার ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া আমাকে তোমার সর্বকর্মের প্রভুরূপে, সকল যজ্ঞের ভোক্তারূপে গ্রহণ কর।

আমি অন্তর্যামী আত্মারূপে গুপ্তভাবে তোমার হৃদয়ে অবস্থিত আছি। তুমি নিজের বুদ্ধিতে বা অপরের নির্দেশে চালিত না হইয়া আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কর, যে আদর্শ তোমার নিকট উপস্থিত করি তাহা গ্রহণ কর, যে কর্মের আদেশ দেই তাহা সম্পাদন কর। সর্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন হইলে দেখিতে পাইবে যে আমার অনন্ত জ্ঞানের আলোকে তোমার চিত্ত আলোকিত, তোমার সকল সংশয় ছিন্ন এবং সকল মোহ দূরীভূত হইয়াছে। আমার অনন্ত শক্তির প্রভাবে তুমি শক্তিমান হইয়াছ, আমার অনন্ত আনন্দের স্পর্শে তোমার সকল শোক-দুঃখ দূরীভূত হইয়াছে। তুমি যে পাপের ভয় করিতেছ, সেই ভয় আর থাকিবে না। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব, তুমি শাশ্বত মুক্তির অধিকারী হইবে।

ইহাই ভক্তিশাস্ত্রে শরণাগতি নামে উক্ত হইয়াছে যথা ঃ শ্রীভগবানের প্রীতিজনক কার্যে প্রবৃত্তি, প্রতিকূল কার্য হইতে নিবৃত্তি, তিনি রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্তা বলিয়া তাঁহাকেই বরণ, তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং 'রক্ষা কর' বলিয়া দৈন্য ও আর্তিপ্রকাশ—এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ।[১]

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

অন্বয় ঃ ইদং (আমার এই উক্তি) অতপস্কায় তে ন বাচ্যম্ (তপস্যাহীন ব্যক্তিকে তুমি কখনও বলিবে না) ন চ অভক্তায় কদাচন (অভক্তকেও কখনও বলিবে না ন চ অশুশ্রূষবে (শ্রবণেচ্ছাবিহীন ব্যক্তিকেও না) ন চ মাং যঃ অভ্যসূয়তি (আমার অসূয়াকারী ব্যক্তিকেও না)।

১ আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥

শব্দার্থ ঃ ইদম্—এই শাস্ত্র (শ) ; সর্বশাস্ত্রার্থরহস্য গীতাখ্য শাস্ত্র (ম)। অতপস্কায়—তপস্যাহীন (শ), অসংযতেন্দ্রিয় (ম) ব্যক্তিকে। অভক্তায়—গুরু ও ভক্তিহীনকে (শ) ; ঈশ্বরের অভক্তকে (ব) ; শ্রদ্ধাহীনকে (নী)। অশুশ্রূষবে—গুরুর পরিচর্যাহীন ব্যক্তিকে (শ) ; শুনিবার অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে (ব)। মাং যঃ অভ্যসূয়তি—আমাকে [বাসুদেবকে] প্রাকৃত মনুষ্য মনে করিয়া যে দ্বেষ করে (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন প্রকার তপস্যা করে না, যাহার ভক্তি নাই, যে শুনিবার ইচ্ছা রাখে না, যে আমাকে নিন্দা করে—এরূপ ব্যক্তিকে তুমি গীতাশাস্ত্র বলিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করিবার অধিকারী কে তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। যাহারা তপস্যাহীন, অসংযতেন্দ্রিয়, যাহারা ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাবিরহিত যাহারা শুনিতে অনিচ্ছুক, যাহারা অন্তরস্থ ভগবানকে বিদ্বেষবশত অস্বীকার করে এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করে তাহারা গীতাশাস্ত্র শুনিবার অধিকারী নয়। এই সমস্ত লোক ইহা শুনিলেও তাহাতে কোন ফললাভ হইবে না। কারণ কোনও শাস্ত্রের কথা কেবল কানে শুনিয়া গেলেই হয় না। ঐ উপদেশ জীবনে প্রতিফলিত করা চাই। কিন্তু সেই প্রকারের সংকল্প কি সামর্থ্য যাহাদের নাই তাহাদের দ্বারা গীতাবাক্যের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) পরমং গুহ্যম্ ইদম্ (পরম গুহ্য ইহা) মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি (আমার ভক্তগণকে বলিবেন) ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা (তিনি আমাতে পরম ভক্তি অর্পণ করায়) মাম্ এব এষ্যতি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন) [ইতি] অসংশয়ঃ (ইহা নিশ্চয়)।

শ্লোকার্থ ঃ যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া এই পরমগুহ্য গীতোক্ত ধর্ম আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

অন্বয় ঃ মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) তস্মাৎ (তাহা অপেক্ষা) কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন (আমার অধিক প্রিয় কেহ নাই) ভুবি (এই পৃথিবীতে) তস্মাৎ (তাহা অপেক্ষা) অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ চ (অন্য কেহ অধিকতর প্রিয়) ন ভবিতা (হইবে না)।

শ্লোকার্থ ঃ যে ব্যক্তি পরম ভক্তির সহিত আমার ভক্তদের নিকট গীতা ব্যাখ্যা করেন এই মনুষ্যালোকে তাঁহার অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার কেহ নাই, আর কেহ প্রিয়তর হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ (৬৮ম ও ৬৯ম শ্লোক) যিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সহিত অর্থাৎ এই

গীতার ব্যাখ্যাদ্বারা পরমগুরু ভগবানের সেবা করিতেছেন—এরূপ নিশ্চয় করিয়া এই পরমগুহ্য গীতাশাস্ত্র ভগবদ্ভক্তকে উপদেশ দিবেন তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হইবেন। এই মনুষ্যলোকে তাঁহার অপেক্ষা ভগবানের অধিকতর প্রিয় কেহ নাই এবং পরেও হইবে না।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

অন্বয়ঃ যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের) ইমং ধর্ম্যং সংবাদম্ (এই ধর্মযুক্ত সংবাদ) অধ্যেষ্যতে (পাঠ করিবেন) তেন (তদ্দ্বারা) অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্ (জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পূজিত হইব) ইতি মে মতিঃ (ইহাই আমি মনে করি)।

শ্লোকার্থঃ আর যিনি আমাদের এই ধর্মকথা (গীতাশাস্ত্র) পাঠ করেন তিনি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারাই আমার অর্চনা করিলেন—ইহাই আমি মনে করিব।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ব দুই শ্লোকে গীতাব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানযজ্ঞ সকল যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই যজ্ঞে যজমান জ্ঞানদ্বারা ভগবানের পূজা করেন ও তাঁহার সহিত জ্ঞানযোগে যুক্ত হন। সুতরাং জ্ঞানযজ্ঞের ফল মোক্ষলাভ। ভক্তিপূর্বক নিয়মিত গীতাপাঠেরও তাহাই ফল অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে মোক্ষলাভ। এস্থলে অধ্যয়ন বলিতে ভক্তি-পূর্বক এবং অর্থ বুঝিয়া নিয়মিত পাঠ বুঝাইতেছে। ইহা পাঠ করিলেই চলিবে না। নিজের জীবনে সেই জ্ঞানকে প্রতিফলিত করিতে হইবে।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১

অন্বয়ঃ যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়শ্চ (শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াবিহীন হইয়া) শৃণুয়াৎ অপি (এমন কি শ্রবণও করে) সঃ অপি (সেও) মুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্মণাং শুভান্ লোকান্ (পুণ্যকর্মীদিগের শুভ লোকসকল) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন)।

শ্লোকার্থঃ আর অসূয়াশূন্য হইয়া শ্রদ্ধার সহিত যিনি এই গীতার কথা শ্রবণ করিবেন তিনিও পুণ্যকর্মানুষ্ঠানকারীদের প্রাপ্য শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হইবেন।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্ত দ্বারা) এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ (ইহা শুনা হইয়াছে তো) ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) তে অজ্ঞান-সংমোহঃ (তোমার অজ্ঞানমোহ) প্রণষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইল তো)।

শব্দার্থঃ একাগ্রেণ চেতসা—অবহিতচিত্তে (রা)। শ্রুতং কচ্চিৎ—অর্থের সহিত অবধারণ করিয়াছ তো (ম)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার কথিত এই গীতাশাস্ত্র শুনিয়াছ তো? ইহা শুনিয়া তোমার অজ্ঞানজাত মোহ বিনষ্ট হইয়াছে তো?

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

অন্বয়ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—অচ্যুত (হে অচ্যুত) ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার প্রসাদে) মোহঃ নষ্টঃ (আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে) ময়া স্মৃতিঃ লব্ধা (আমি স্মৃতিলাভ করিয়াছি) গতসন্দেহঃ স্থিতঃ অস্মি (আমার সন্দেহ বিদূরিত হওয়াতে আমি স্থির হইয়াছি) তদ্‌বচনং করিষ্যে (তোমার বাক্য পালন করিব)।

শ্লোকার্থঃ অর্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার অজ্ঞানমোহ নষ্ট হইয়াছে, আমি আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতিলাভ করিয়াছি, আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়াছে, আমি আমার কর্তব্যে স্থির হইয়াছি। তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিব।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তোমার অনুগ্রহে আমার চিত্তের সমস্ত মোহ দূর হইয়াছে। আমার আত্মার জ্ঞান, আত্মার স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছি। আমার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। আমি আমার কর্তব্য বুদ্ধিতে স্থিত অর্থাৎ কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, এখন তোমার আদেশানুযায়ী কার্য করিব।

মোহই মানুষের জ্ঞানকে, স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই মোহই অর্জুনের কর্তব্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কাজেই তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ বুঝিতে পারেন নাই। এখন মোহভঞ্জন হইয়াছে। কাজেই যুদ্ধ করাই যে ভগবানের আদেশ ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহা প্রতিপালনের জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

অন্বয়ঃ সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) ইতি (এই প্রকারে) অহম্ (আমি) মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ (মহাত্মা বাসুদেব এবং অর্জুনের) ইমং রোমহর্ষণম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ (এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শুনিয়াছি)।

শ্লোকার্থঃ সঞ্জয় বলিলেন—এই প্রকারে মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জুনের সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কথোপকথন আমি শুনিয়াছি।

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

অন্বয়ঃ ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসদেবের অনুগ্রহে) সাক্ষাৎ স্বয়ং কথয়তঃ (সাক্ষাৎ স্বয়ং বক্তা) যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ (যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণমুখে) ইমং পরং গুহ্যং যোগম্ (এই পরমগুহ্য যোগ) অহং শ্রুতবান্ (আমি শুনিয়াছি)।

শব্দার্থঃ ব্যাসপ্রসাদাৎ—ব্যাসদেব কর্তৃক প্রদত্ত দিব্য চক্ষুশ্রোত্রাদি লাভরূপ অনুগ্রহ-হেতু (ম)। যোগম্—যোগার্থহেতু এই গ্রন্থও যোগ।

শ্লোকার্থঃ ব্যাসদেবের অনুগ্রহে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই গুহ্য যোগশাস্ত্র আমি শুনিয়াছি।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ।। ৭৬

অন্বয় ঃ রাজন্ (হে রাজন) কেশবার্জুনয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের) ইমং পুণ্যম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ (এই পবিত্র অদ্ভুত কথোপকথন) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (পুনঃ-পুনঃ স্মরণ করিয়া) মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি চ (মুহুর্মুহুঃ হৃষ্ট হইতেছি) ।

শ্লোকার্থ ঃ হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র), কেশব এবং অর্জুনের এই অদ্ভুত পবিত্র কথোপকথন বারংবার স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ আমার হর্ষ হইতেছে ।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ।। ৭৭

অন্বয় ঃ রাজন্ (হে রাজন্) হরেঃ তৎ অতি অদ্ভুতং রূপম্ (হরির সেই অদ্ভুত রূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারে বারে স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ বিস্ময়ঃ (অতিশয় বিস্ময়) পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি চ (এবং পুনঃপুনঃ হৃষ্টবোধ হইতেছে) ।

শ্লোকার্থ ঃ হে রাজন্, শ্রীহরির সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ বারংবার স্মরণ করিয়া আমার অতিশয় বিস্ময় হইতেছে এবং মুহুর্মুহুঃ হর্ষ হইতেছে ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ।। ৭৮

অন্বয় ঃ যত্র (যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন) যত্র (যে পক্ষে) পার্থঃ ধনুর্ধরঃ (ধনুর্ধর অর্জুন আছেন) তত্র (সেই পক্ষে) শ্রীঃ (লক্ষ্মী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (অভ্যুদয়) ধ্রুবা নীতিঃ (অখণ্ডিত রাজনীতি) ইতি মম মতিঃ (ইহাই আমার ধারণা) ।

শ্লোকার্থ ঃ যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর অর্জুন সেই পক্ষে লক্ষ্মী, বিজয় এবং অখণ্ডিত রাজনীতি আছে—ইহাই আমি মনে করি ।

ব্যাখ্যা ঃ (৭৪—৭৮ম শ্লোক)—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপ্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন শুনিবার পর সঞ্জয়ের মনে কি ভাব হইয়াছিল এই কয়েকটি শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। সঞ্জয় বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন শুনিয়া এবং বিশ্বরূপ দেখিয়া আমি অত্যন্ত হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়াছি । যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ সারথি এবং অর্জুন ধনুর্ধর সেই পক্ষেই লক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় ও নীতি ।

ভগবান যদি কোন স্থলে কর্মের নির্দেশদাতা হন এবং কর্মী যদি সেই নির্দেশমত শ্রদ্ধার সহিত কর্ম সম্পাদন করেন তবে সেস্থলে শ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও নীতি থাকিবেই ।

।। ওঁ তৎসদিতি ।।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা, ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনূদিত এবং এ-যাবৎ প্রকাশিত ভগবদ্‌গীতা ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থাবলীর একটি সটীক তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল। এ-তালিকায় বাংলা এবং যাবতীয় বিদেশী ভাষায় সম্পাদিত বিশিষ্ট পুস্তকাবলীর নাম ও সে-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথমে বাংলা, পরে ইংরাজী এবং তারপর অন্যান্য বিদেশী ভাষাগুলি নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী সন্নিবেশিত হয়েছে; তবে প্রতি ভাষার অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের ক্ষেত্রে প্রকাশ-কালানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যে সব পুস্তকের প্রকাশকাল অজ্ঞাত তাদের নাম তালিকার শেষে পাওয়া যাবে।

এ-তালিকা প্রণয়নে যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট্ অব কালচার-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব সংগ্রহশালা থেকেও এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেছে।

অনুক্রমণিকা : পরিশিষ্টের অন্তর্গত শ্লোকসূচীতে গীতার প্রতি শ্লোকের প্রথম পংক্তি আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাজান হয়েছে। প্রয়োজনবোধে কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পংক্তিও অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে।

নির্দেশপঞ্জী : গীতার বিশিষ্টার্থক ও পারিভাষিক শব্দসমূহের একটি বিস্তৃত তালিকা সর্বশেষে সন্নিবেশিত হল। বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত শব্দসমূহের পাশে দাঁড়ির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যা দ্বারা যথাক্রমে অধ্যায় ও শ্লোক এবং 'পৃঃ' শব্দ দ্বারা পৃষ্ঠা-সংখ্যা সূচিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা, ১৮৮৬। পুনঃপ্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৪০। ৪র্থ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোক পর্যন্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আছে। আধুনিক চিন্তার আলোকে এই সর্বপ্রথম গীতার ব্যাখ্যা।

নীলকণ্ঠ মজুমদার, গীতারহস্য। হিন্দু হেরাল্ড, কলিকাতা, ১৮৮৭, পরিবর্ধিত সং ১৯২২। ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও নাস্তিক বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে গীতার বিষয়বস্তুর আলোচনা।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, (১) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সমন্বয়-ভাষ্য। কলিকাতা, ১৯০০। বিভিন্ন মার্গের সমন্বয়ী ব্যাখ্যা সম্বলিত। (২) শ্রীমদ্‌গীতা-প্রপূর্তি। কলিকাতা, ১৯৩০। গীতা ও ভাগবতের তুলনামূলক আলোচনা। গ্রন্থ দু'খানি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৯৮ ও ১৯০২ সালে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। আদি ব্রাহ্ম সমাজ; কলিকাতা, ১৯০৪। মূল শ্লোক ও গ্রন্থকার-কৃত পদ্যানুবাদ।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গীতায় ঈশ্বরবাদ। কলিকাতা, ১৯০৫। ষড়্‌দর্শনের সঙ্গে গীতার তুলনামূলক আলোচনা।

অনিলবরণ রায়, (১) গীতার ভূমিকা। কলিকাতা, ১৯০৯। (২) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা কলিকাতা, ১৯৩৯। উভয় গ্রন্থই শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারার অনুগামী।

রামদয়াল মজুমদার, (১) শ্রীগীতা (১-৩ খণ্ড)। কলিকাতা, ১৯১৩, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭২। পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্পাদনা। (২) গীতা পরিচয়, কলিকাতা, ১৯১৩।

দেবেন্দ্রবিজয় বসু, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (১-৬ খণ্ড)। কলিকাতা, ১৯১৩-১৯। মূল, পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাপাঠ। এলাহাবাদ, ১৯১৫। ২য় সং, কলিকাতা, ১৯৭৩। প্রিয়দারঞ্জন রায়ের ভূমিকা সম্বলিত।

অ্যানি বেসান্ত, গীতাতত্ত্ব। কলিকাতা, ১৯২০। অনুবাদ, অটলবিহারী সিংহ।

অরবিন্দ ঘোষ, গীতার ভূমিকা। কলিকাতা, ১৯২২। এ-ছাড়া তাঁর 'Essays on the Gita' অনিলবরণ রায় কর্তৃক অনূদিত হয়ে এ-পর্যন্ত ১৬ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-রহস্য। কলিকাতা ১৯২৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক মূল মারাঠী থেকে বঙ্গানুবাদ। পুস্তকে গীতার কর্মযোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতাবলীর তুলনামূলক বিচার সমন্বিত।

সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, গীতার গান্ধীভাষ্য। কলিকাতা, ১৯২৪।

জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। ঢাকা, ১৯২৫। বিদগ্ধ আলোচনাসহ ভূমিকা। গ্রন্থখানি বহুল প্রচলিত। এর একটি পকেট সংস্করণও আছে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, গীতাবোধ। কলিকাতা, ১৯৩০। মর্মানুবাদ, ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ।

শ্যামাচরণ লাহিড়ী ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)। কলিকাতা, ১৯৩৩। শ্রীধর স্বামীর টীকা ও গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা সম্বলিত। গোপীনাথ কবিরাজের ভূমিকা।

বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, গীতা-অধ্যয়ন। কলিকাতা, ১৯৩৪। সহজ ভাষায় গীতার মূল বক্তব্যের আলোচনা। ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের ভূমিকা সম্বলিত।

বরদাচরণ সেন, শ্রীগীতাসার। কলিকাতা, ১৯৩৪। গ্রন্থে বিভিন্ন মতবাদ ভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা আছে।

স্বামী প্রেমেশানন্দ, গীতাসার-সংগ্রহ। কলিকাতা, ১৯৩৫।

অতুলচন্দ্র সেন, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। ঢাকা, ১৯৩৬। ২য় সং কলিকাতা, ১৯৭১। আধুনিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে সরল ব্যাখ্যা গ্রন্থের বিশেষত্ব।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। উদ্বোধন, কলিকাতা, ১৯৩৯। গ্রন্থটি বহুল প্রচলিত।

গিরীন্দ্রশেখর বসু, ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা, ১৯৪৮। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গীতার ভাবধারার ব্যাখ্যা ও তদুপরি প্রবন্ধাবলী সম্বলিত।

ত্রিপুরাশংকর সেন, (১) গীতায় সমাজদর্শন। কলিকাতা, ১৯৪৯। (২) গীতায় জীবনবাদ, ১৯৬৮। পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ দুটির বৈশিষ্ট্য।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, (১) গীতাতত্ত্বপ্রকাশ। কলিকাতা, ১৯৪৯। গীতার মর্মকথা চিত্রে, কাব্যে, শ্লোকে ও পদ্যে। (২) গীতারঞ্জন, কলিকাতা, ১৯৫১।

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, শক্তিবাদভাষ্য গীতা। কলিকাতা, ১৯৪৯।

শৈলেশ্বর সান্যাল, গীতাপ্রসঙ্গ। কলিকাতা, ১৯৫০। বিভিন্ন মতের আলোচনা ও অধ্যায়গত সংক্ষিপ্তসার সহ।

ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী, গীতায় স্বরাজ। কলিকাতা, ১৯৫১। স্বাদেশিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে গীতার ব্যাখ্যা।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা, ১৯৫১ (৫ম সং)। শংকরভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা ও ভাষ্যানুবাদ সমেত।

লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা, ১৯৫২।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, গীতাধ্যান (৬ খণ্ডে সমাপ্ত)। কলিকাতা, ১৯৫৩-৬৬। অনুবাদ, অন্বয়াদি সহ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।

নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা, ১৯৫৪। শ্রীধরস্বামীর টীকা ও অনুবাদ।

উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা, ১৯৫৫ (২য় সং)।

বিনোবা ভাবে, গীতা প্রবচন। কলিকাতা, ১৯৫৬। ধীরেন্দ্রনাথ গুহ কর্তৃক অনূদিত। স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন, কলিকাতা, ১৯৫৮।

শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা, ১৯৬০।

যতীন্দ্র রামানুজ দাস, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। খড়দহ, ১৯৬১।

রাজশেখর বসু, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা, ১৯৬১। সুলিখিত ভূমিকাসহ।

মতিলাল রায়, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (১-২ খণ্ড)। প্রবর্তক, কলিকাতা, ১৯৬১-৬৭।

হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। বরাহনগর, ১৯৬২-৬৪। দুই খণ্ডে প্রাচীন ও আধুনিক টীকা-ভাষ্যসহ সম্পাদিত।

গিরিশচন্দ্র সেন, গীতা জ্ঞানেশ্বরী। সাহিত্য আকাদেমি, দিল্লী, ১৯৬৩। মারাঠী কবি জ্ঞানদেবের গীতার অনুবাদ। ঐ প্রাণকিশোর গোস্বামী। হাওড়া, ১৯৬৩।

হরিশ্চন্দ্র সিংহ, গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিকাতা, ১৯৬৪।

ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। বারাণসী, ১৯৬৪। নয় খণ্ডে অনুবাদ।

পুষ্প দেবী, শতশ্লোকী গীতা, কলিকাতা, ১৯৫৬। অমৃত গীতা, ১৯৬৬।

——শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (১-৩ খণ্ড)। কলিকাতা, ১৯৬৭। বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত ভাষ্য ও তার বঙ্গানুবাদ।

অনির্বাণ, গীতানুবচন (১—৫ খণ্ড)। শ্রীরামপুর, ১৯৬৮। প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা সম্বলিত।

স্বামী ওঙ্কারনাথ অবধূত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। নবদ্বীপ, ১৯৬৯। শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য ও অনুবাদ।

কৃষ্ণানন্দ স্বামী, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা, ১৯৬৯ (১০ম সং)।

সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, গীতার গল্প। কলিকাতা, ১৯৭০। সরল ভাষায় গীতার সারমর্মের আলোচনা।

সোহহং স্বামী, ভগবদ্‌গীতার সমালোচনা। কলিকাতা —। গীতায় অবতারবাদ ও নিষ্কাম কর্মযোগের সমালোচনা।

নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। পিপলস্ প্রেস, কলিকাতা —।

কালিদাস রায়, গীতা লহরী। কলিকাতা—। সুললিত পদ্যে গীতার অনুবাদ।

ভূতনাথ সপ্ততীর্থ ও নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)। কলিকাতা—। মধুসূদন সরস্বতীর টীকা ও অনুবাদ।

বিদ্যানন্দ স্বামী, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (৫ খণ্ডে সমাপ্ত)। কলিকাতা —।

বিহারীলাল সরকার, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা—। শ্রীধরস্বামীর টীকার অনুবাদ।

যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা —।

কুমার নাথ সুধাকর, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। কলিকাতা —। সুললিত পদ্যে অনুবাদ।

ইংরাজী

Charles Wilkins, Bhagavad Gita. London, 1785, Calcutta 1902. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত। যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে এটি গীতার সর্বপ্রথম অনুবাদ। ইংরাজী পদ্যে অনূদিত এই গ্রন্থের ভূমিকায় ওয়ারেন হেস্টিংস্ মন্তব্য করেছেন, 'মিল্টনের কাব্যের চেয়েও মহত্তর ভাষায় গীতা-গ্রন্থে পরমাত্মার ভজনা করা হয়েছে।'

Rev. J. garrett, Bhagavad Gita, Bangalore, 1846. গ্রন্থকার প্রদত্ত আঠারটি বক্তৃতার সংকলন।

J. Cockburn Thomson, The Bhagavadgita. Hertford, 1855.

Hurrychand Chintamon, A Commentary on the Text of the Bhagavadgita. London, 1874.

K. T. Telang, Bhagavadgita. Bombay, 1875. Maxmuller সম্পাদিত ও Oxford থেকে প্রকাশিত 'Sacred Books of the East' গ্রন্থমালার অষ্টম খণ্ডরূপে ১৮৮২ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

William Oxley, The Philosophy of Spirit. Manchester, 1881.

John Davis, Bhagavad-Gita—Hindu Philosophy. London, 1882.

Pratap chandra Roy, Mahabharata. Bharat Press, Calcutta, 1884. গীতার অনুবাদসহ ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত।

Edwin Arnold, The Song Celestial. London 1885, Allahabad, 1944. লণ্ডনে থাকাকালীন গান্ধিজী এই গ্রন্থ পড়ে গীতাপাঠ শুরু করেন।

T. Subba Rao, (1) Discourses on the Bhagavadgita. Bombay, 1888. (2) Philosophy of the Bhagavadgita, Madras 1912.

M. M. Chatterjee, Bhagavadgita (5 vols). Calcutta, 1888. খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারসহ ব্যাখ্যা।

Swami Swarupananda, The Bhagavadgita. Mayavati, 1891.

A. Govindacharya, Sri Bhagavadgita (3 vols). Madras, 1898. রামানুজ-ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ।

Lala Lajpat Rai, The Message of the Bhagavadgita. Bombay, 1898.

M. Madhava Sastri, The Bhagavadgita.—1901.

Aghore Nath Dutta, Stray Thoughts on the Bhagavadgita. Theosophical Society, Calcutta, 1901.

Neil Alexander, Gita and Gospel. Calcutta, 1903.

L. D. Barnett, The Bhagavadgita : The Lord's Song. London, 1905.

Annie Besant and Bhagavan Das, The Bhagavadgita. Madras, 1905.

J. S. Chakraborty, Bhagavadgita. London, 1906.

W. L. Wilmhurst, The Chief Scripture of India and its Relatian to Present Events. Edinburgh, 1906.

Charles Johnston, The Songs of the Master. New york, 1908.

Chhaganlal Kaji, The Philosophy of the Bhagavadgita. New york, 1913. Bombay, 1965.

Sitanath Tattwabhushan, Krishna and the Gita. Calcutta, 1913. বারটি বক্তৃতার সংকলন।

J. N. Farquhar, The Bhagabadgita. Allahabad, 1917.

Arthur Frank Crane, The Bhagavadgita. Chicago, 1918.

William Q. Judge, Notes on the Bhagavadgita. New york, 1913.

Sri Aurobindo, Essays on the Gita. Calcutta, 1st vol. 1922, 2nd vol. 1928. New york, 1950. গীতার মৌলিক ব্যাখ্যাযুক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত।

H. E. Sampson, The Bhagavadgita. London, 1923. খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে গীতার ভাবধারার তুলনামূলক বিচার।

Elizabeth Sharpe, Srikrishna and Bhagavadgita. London, 1924.

W. Douglas Hill, Bhagavadgita. London, 1928.

G. Vasant Rele, Bhagavadgita. Bombay, 1928. মনস্তাত্ত্বিক দর্শনের ভিত্তিতে গীতার ব্যাখ্যা।

H. Milford, The Bhagavadgita. London, 1928.

Sitanath Tattwabhushan, Sree Bhagavadgita. Calcutta, 1929.

Mahendranath Sarker, Mysticism of Bhagavadgita. Calcutta, 1929.

A. W. Ryder, The Bhagavadgita. London, 1929.

Jarl Charpentier, Some Remarks on the Bhagavadgita—Indian Antiquary. —1930.

Dhangopal Mukherjee, The Bhagavadgita. New york, 1931.

Edward J. Thomas, The Song of the Lord : Bhagavad Gita. London, 1931.

Swami Sarvananda, (1) The Religion and the Philosophy of the Gita, Delhi, 1933. (2) Ethics of the Bhagavadgita, 1957.

Richard Carlyle, The Bhagavadgita. Los Angeles, 1933.

Balgangadhar Tilak, Sreemad-Bhagavadgita-Rahasya. Poona, 1935. তিলকের বিখ্যাত কর্মবাদ সমন্বিত ব্যাখ্যা। মূল মারাঠী থেকে ইংরাজী অনুবাদ।

S. Belvalkar, Miscarriage of Attempted Satisfaction of the Bhagavadgita. Bombay, 1937.

Nicol Macnicol, Hindu Scriptures. London, 1938. একই গ্রন্থে ঋগ্বেদ, উপনিষদ ও গীতার ইংরাজী অনুবাদ।

J. E. Turner, The Original Gita. London, 1939. Rudolf Otto-এর জার্মান সংস্করণের অনুবাদ।

C. Rajagopalachari, Bhagavadgita. New Delhi, 1941, Bombay, 1967.

Javdayal Goenka, Bhagavadgita. Gita Press, Gorakhpur, 1943.

Franklin Edgerton, The Bhagavadgita. Cambridge (Mass.), 1944.

Satish Chandra Roy, The Bhagavadgita and its Background (2vols). Calcutta, 1944.

Swami Prabhavananda & Christopher Isherwood, The Song of God : Bhagavadgita. New york, 1944. এই পুস্তকের ভূমিকায় Aldous Huxley গীতার ভাবধারাকে 'শাশ্বত দর্শন' (perennial philosophy) আখ্যা দিয়েছেন। পুস্তকখানি প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সমভাবে আদৃত হয়েছে।

Wesley La Violette, The Bhagavadgita : An Immortal Song. Los Angeles, 1945.

D. S. Sarma, (1) Lectures & Essays on the Bhagavad Gita. Madras, 1945. (2) Introdutcion to the Bhagavadgita. Bombay, 1955

Mahadev Desai, Gita According to Gandhi. —1946.

R. K. Bhagawat, Jnaneswar Dipika. Poona, 1947. মারাঠী কবি জ্ঞানদেব সম্পাদিত গীতার ইংরাজী অনুবাদ।

S. Radhakrishnan, The Bhagavad Gita. London, 1948. গ্রন্থকারের বিদগ্ধ আলোচনাসহ ভূমিকা ও সরল ইংরাজী অনুবাদ।

John M. Watkins, The yoga of Bhagavadgita. London, 1948.

Swami Nikhilananda, Bhagavadgita. New york, 1952.

Swami Vivekananda, Thoughts on the Gita. Almora, 1952.

Umesh Mishra, A Critical Study of the Gita. Allahabad, 1954.

K. M. Munshi, Bhagavadgita and Modern Life. Bombay, 1955,

P. M. Modi, The Bhagavadgita : A Fresh Approach. Baroda, 1955. Otto Schrader লিখিত ভূমিকা সমন্বিত।

Sunderlal, The Gita and the Quran, Hyderabad, 1957.

Vinoba Bhave, Talks on the Gita, Banaras, 1958.

M. K. Gandhi, (1) The message of the Gita. Ahmedabad, 1959. (2) The Teachings of the Gita (2nd Ed.). Bombay, 1971,

R. D. Ranade, The Bhagavadgita as a Philosophy of God Realisation. Nagpur, 1959.

Siddheswar Bhattacharya. The Philosophy of the Gita. Viswabharati, 1960.

Duncan Greenlass, The Gospel of Sreekrishna. Madras, 1962.

Jaya Chamrajendra Wadiyar, The Gita and the Indian Culture. Bombay, 1963.

Kamakshi Dasa, Sreemad Bhagavadgita. Madras, 1963. সি. পি. রামস্বামীর ভূমিকা সম্বলিত।

Brojendra Nath Seal, The Gita : A Synthetic Interpretation. Cal. 1964.

P. Lall, The Bhagavadgita. Calcutta, 1965. ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ।

Swami Chidbhavananda, The Bhagavad Gita. Tirupparitturai, 1965. শ্রীরামকৃষ্ণ অনুসৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত।

Swami Chinmayananda, Sreemad Bhagavadgita. Madras, 1966.

P. N. Srinivasachari, Ethical Philosophy of the Gita, Madras, 1966.

Rohit Mehta, From Mind to Supermind. Bombay, 1966.

Swami Ramdas, Gita Sandesh. Bombay, 1966.

Maharishi Mahesh Yogi, The Bhagavad Gita. London, 1967.

T. L. Vaswani, The Heart of the Gita. Poona, 1968.

Eliot Deutsch, Bhagavad Gita. New york, 1968.

A. C. Bhakti Vedanta Swami, The Bhagavadgita. New york, 1968.

Juan Mascaro, The Bhagavadgita. Hermondsworth, 1968.

R. C. Zaehner, Bhagavadgita. London, 1969.

H. V. Divatia, The Art of Life in the Bhagavadgita (5th Ed.). Bombay, 1970.

Archie J. Bahm, The Wisdom of Krishna. Bombay, 1970,

Ann Stanford, The Bhagavadgita. New vork, 1970.

Kashinath Upadhyaya, Early Buddhism and the Bhagavadgita, Delhi, 1971.

G. W. Kaveeswar, The Ethics of the Gita. Delhi 1971. ডঃ রাধাকৃষ্ণনের ভূমিকা সম্বলিত।

Maharaj, Dhyaneswari (4th Ed.). Ahmedabad, 1972.

আরবী

Makhanlal Roychowdhury, Bhagavadgita al-kita. Thacker Spink, Calcutta, 1951.

ইতালীয়

Stanislao Gatti Napoli, Il Bhagavadgita : Poema Metafisico Indiano. Tipografia, 1859.

M. L. kirby, La Bhagavadgita : O Poema Divino. Rome, 1905.

Ida Vassalini, Bhagavadgita. Bari, 1943.

ইন্দোনেশীয়

Kwoe Tek Hoay, Bhagavadgita Interpreted. Djakarta, 1961.

Oleh Romo Samarang, Bhagavadgita. Mandira, 1962.

Satyagraha Hoerip Soeprobo, Bhishmaparva. Djakarta, 1963. ভীষ্ম-পর্বের অন্তর্গত গীতার অনুবাদ।

Pendit Njoman Suwandi, Bhagavadgita. Djakarta, 1967. রোমান অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শ্লোক ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনুবাদ।

গ্রীক

Domotria, Bhagavadgita. Athens, 1858.

চেক

Rudolf Jamicek, The Bhagavadgita. Jaroslav, 1945.

জার্মান

T. R. S. Peiper, Bhagavadgita das hohe Lied doe Indus. Leipzig, 1834.

Von F. Lorinser, Die Bhagavadgita (2 vols.), Breslau, 1869.
Richard K. V. Garbe, Die Bhagavadgita. Tubingen, 1905.
Paul Deussen, Der gesang des heilgen (Bhagavadgita). Leipzig, 1911.
Curt Bottger, Die Bhagavad-gita. Wurttemberg, 1924.
Rudolf Otto, Die Bhagavad-gita. Stuttgart, 1935.
W. Kirfel, Verse Index to the Bhagavadgita. Leipzig, 1938.
Hertha Martens, Bhagavadgita : Gessang des Erhabenex. Soeking 1949.
Ilse Kramer, Bhagavadgita, Zurich, 1954.
Robert Boxberger and Helmuth Glassenapp, Bhagavadgita. Stuttgart, 1955.
Franz Hartmann, Bhagavadgita. Wurttemberg, 1961.
T. R. Anantharaman, Die Bhagavad-gita. Stuttgart, 1961. সংস্কৃত শ্লোক ও তৎসহ জার্মান অনুবাদ।

ডাচ

J. A. B. Van Buitenen, Ramanuj on the Bhagavad-gita. Leiden Graven-hage, 1954.
J. A. Blok, De Bhagavad-gita. Devanter, 1962.

ডেনিশ

Paul Tuxen, Bhagavad-gita. Copenhagen, 1962.

নেপালী

Swami Iswarananda, Gita Tatparya. Kathmundu, 1958.

ফরাসী

Emile Burnouf, La Bhagavad-gita (2vols). Paris, 1825.
A. Auvard and M. S. Schultz, Bhagavad-gita, traduite et commentee. Paris, 1919.
Etienne Lamotte, Notes Sur la Bhagavad-gita. Paris, 1928.
E. Frankfurter, La pensee religiense de la Bhagavad-gita. Paris, 1934.
Camille Rao and Jean Herbert, La Bhagavadgita. Paris, 1942. শ্রীঅরবিন্দের 'Essays on the Gita'র ফরাসী অনুবাদ।
Sylvain Levi and J. T. Stickney, Bhagavad-gita. Paris, 1965.
Emile Senart, La Bhagavad-gita. Paris, 1967. সংস্কৃত মূল ও ফরাসী অনুবাদ।
Philippe B. Saint-Hilaire, Le yoga de la Bhagavad-gita. Paris, 1969. শ্রীঅরবিন্দের গীতার ভাবাবলম্বনে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

ফারসী

Diwani Fayidi, Bhagavadgita. Delhi, —১৩২ পৃষ্ঠার এই পুস্তকটি ফারসী ভাষায় পদ্যে অনূদিত। ১৮৭১ সালে গঙ্গানন্দনলাল সাইয়ার পুস্তকখানির প্রতিলিপি রচনা করেন।

Abul Faiz Faizi Fayyazi, Bhagavad-gita, tarjuma Farsi Faizi. Jaipur, 1908. Gwalior 1924. ফারসী ভাষায় পদ্যে অনূদিত।
Md. Azmal Khan, Bhagavad-gita. New Delhi, 1959.
Sant Prasad Madhosh, Bada-i-gulrang-o-gita-i-Manzoom. Agra, 1962.
Md. Abbas Shushterry, Bhagavad-gita, Nagma-i-Izidi,—1967.

রুশ

A. Petrov, Pesn' gospodnya (Bhagavad-gita). Moscow, 1788.
A. P. Kaznacheeva, Bhagavad-gita. Vladimir, 1909. পদ্যে অনুবাদ।
I. Mantsiarli, Bhagavad-gita. Moscow, 1909-11. 'Vestnik teosofii' নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে গীতার এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়।
A. Kamenskaya and I. Mantsiarli, Bhagavad-gita. Kaluga, 1914.
Boris Smirnov, Bhagavad-gita. Ashkhabad, 1956.

লাতিন

A. W. Schlegel, Bhagavad-gita— sive almi Crishnae et Arjunae. Bonn, 1823, 2nd ed. 1846. নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত শ্লোক ও তৎসহ লাতিন ভাষায় অনুবাদ।

স্পেনীয়

Federico Climent Terrer, Bhagavad-gita : el mensaje del Maestro. Barcelona, 1928.

হিব্রু

Immanuel Olsvanger, The Bhagavad-gita. Jerusalem, 1956.

অনুক্রমণিকা

নির্দেশপঞ্জী

ধর্মের মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গীতা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ইহার উপদেশ সর্বজনীন সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য, কারণ ইহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই এবং বর্তমান কালের হিন্দুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক গীতাকে প্রচলিত হিন্দু ধর্মমতের দার্শনিক ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ও আত্মার স্বরূপ এবং মানবের কর্তব্য ও অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্বন্ধে যে মহান আদর্শ গভীর ভাবের সহিত উচ্ছ্বসিত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে তাহার তুলনা হিন্দুর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না।... শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার

বিরাট মহাভারতের মধ্যে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে গীতার স্থান করে দেওয়া হয়েছে। ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও কৌরবদের সৈন্যদল মুখোমুখি ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়েছে এমন সময় অর্জুন তাঁর সখা ও সারথি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন দুই দলের মাঝখানে রথ স্থাপন করতে। রথ স্থাপিত হলে অর্জুন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁরা নিকট আত্মীয়। তাই তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলে বসলেন, আমি যুদ্ধ করব না। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে কর্তব্যে প্রণোদিত করতে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। যিনি স্বেচ্ছায় হয়েছিলেন পার্থসারথি তিনি ঘটনাচক্রে হলেন পার্থের গুরু। তাঁর উপদেশাবলী নিয়েই গীতা।...
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়